www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ISBN - 984 - 8159 - 00 - 2

আমলে-নাজাত

আমলে-নাজাত

মনিরিয়া তরীকত কমিটি

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

আমলে-নাজাত

সম্পাদনায়ঃ
মোজাম্মেল হক, বি, এ, (কলিকাতা)
সভাপতি
মনিরিয়া তরীকত কমিটি
চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রকাশনায়ঃ মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ খান
সুপ্রীম লাইব্রেরী
২৫-৩০, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোনঃ ৬২২০৫৯

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
যে কেহ এই কিতাবের যে কোন অংশ হুবহু বা সামান্য ভাষার পরিবর্তন করিয়া নকল বা ছাপার প্রয়াশ পাইলে তাহা বাংলাদেশের গ্রন্থস্বত্ব আইন অনুযায়ী সম্পূর্ণ বে আইনী ও শাস্তিযোগ্য।

গ্রন্থস্বত্ব নিবন্ধন নং ৫৩৫৯ কপার, ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৫ ইং

প্রথম প্রকাশকাল ঃ রমযানুল মোবারক —	১৩৯৬ হিঃ,	সেপ্টেম্বর	১৯৭৬ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশকাল ঃ মহরম —	১৪০১ হিঃ,	নভেম্বর	১৯৮০ ইং
তৃতীয় প্রকাশকাল ঃ শা'বান —	১৪০৩ হিঃ,	জুন	১৯৮৩ ইং
চতুর্থ প্রকাশকাল ঃ শা'বান —	১৪০৬ হিঃ,	এপ্রিল	১৯৮৬ ইং
পঞ্চম প্রকাশকাল ঃ রজব —	১৪০৮ হিঃ,	মার্চ	১৯৮৮ ইং
ষষ্ঠ প্রকাশকাল ঃ ছফর —	১৪০৯ হিঃ,	সেপ্টেম্বর	১৯৮৯ ইং
সপ্তম প্রকাশকাল ঃ মহরম —	১৪১১ হিঃ,	আগষ্ট	১৯৯০ ইং
অষ্টম প্রকাশকাল ঃ জমাদিউল আউয়াল —	১৪১২ হিঃ,	নভেম্বর	১৯৯১ ইং
নবম প্রকাশকাল ঃ মহরম —	১৪১৩ হিঃ,	জুলাই	১৯৯২ ইং
দশম প্রকাশকাল ঃ রমযানুল মোবারক—	১৪১৩ হিঃ,	মার্চ	১৯৯৩ ইং
একাদশ প্রকাশকাল ঃ রমজানুল মোবারক	১৪১৪ হিঃ,	ফেব্রুয়ারী	১৯৯৪ ইং
দ্বাদশ প্রকাশকাল ঃ রমজানুল মোবারক	১৪১৫ হিঃ,	ফেব্রুয়ারী	১৯৯৫ ইং
পুনঃ মুদ্রণঃ রজব	১৪১৫ হিজরী,	ডিসেম্বর	১৯৯৫ ইং

ত্রয়োদশ প্রকাশকালঃ রমজানুল মোবারক ১৪১৬ হিজরী, জানুয়ারী ১৯৯৭ ইং

ফটো কম্পোজ ঃ **মনি প্রিন্টার্স এণ্ড প্যাকেজের্স লিঃ**
১৭৫-১৭৬, নূতন পল্টন লাইন, আজীমপুর, ঢাকা-১২০৫।

মুদ্রন ব্যবস্থাপনায়-ঃ সুপ্রীম লাইব্রেরী, মুদ্রন ব্যবস্থপনা শাখা,
আন্দরকিল্লা. চট্টগ্রাম। ফোনঃ ৬২২০৫৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ **আমানউল্লাহ্ সিদ্দিকী**

বাঁধাই ঃ **সুপ্রীম লাইব্রেরী** (বাঁধাই শাখা),
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রাপ্তিস্থানঃ সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়/ লাইব্রেরী

মহব্বত বিনিময় ঃ সাদা আটষট্টি টাকা/অফসেট আটাত্তর টাকা।
বিদেশে (ইউ এস ডলার ৪ মাত্র)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাফেজ নূর সুলতানুল আউলিয়া
মোরশেদেনা আলহাজ্ব হাফেজ ছৈয়দ মনির উদ্দিন (কুঃআঃ)
পূণ্য স্মৃতিতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

শক্তি প্রদান কর। তোমার প্রিয় হাবীব, রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এর উপর দরূদ ও ছালাম বখ্‌শীশ কর। আমীন! আমীন!! আমীন!!!

বিনীত

মুযাফ্‌ফর হোসেন খান
বি, এস, সি ইঞ্জিনিয়ারিং (ঢাকা)
এম, বি, ডি, জি, এস, সি, (সিডনী)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পি, ডাব্লু, ডি, ঢাকা।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

মোঃ আবদুল হাকিম মোল্লা, এম, এড,
প্রধান শিক্ষক, নীলক্ষেত হাই স্কুল, ঢাকা।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ মকবুল হোসেন, এফ, সি, এ,
ডিপোটি ফাইনান্স ম্যানেজার
ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ঢাকা।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

মোঃ জালাল উদ্দিন মিয়া, বি, এ,
সহকারী পরিচালক (অর্থ)
পঃ পঃ অধিদপ্তর, ঢাকা।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

ওয়াকীলুর রহীম, বি, এস, সি,
প্রডাকশন প্লানিং ম্যানেজার
ফাইসন্স (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ঢাকা।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

এম, মমিনুল হক, বি, কম,
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পঃ পঃ অধিদপ্তর, ঢাকা।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ খন্দকার
এম, এ (চট্টগ্রাম)
এফ, এম, (জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম)
সহকারী সম্পাদক
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

একটি আরজ

এই পুস্তক প্রণয়নে বহু প্রামাণ্য কিতাবের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। সব কিতাবের নাম দেওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া দেওয়া হইল না। যে সমস্ত কিতাবের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত কিতাবের মাননীয় প্রণেতা ও প্রকাশকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

"আমলে নাজাত" কিতাবটি প্রিয় মুসলমান ভাইবোনদের হাতে তুলিয়া দিতে সক্ষম হওয়ায় পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অশেষ শুক্‌রিয়া আদায় করিতেছি। "হে বিশ্ব প্রভু, তুমি আমাদের শুক্‌রিয়া কবুল কর।" জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ধর্মীয় বিষয়ে প্রায় সমুদয় প্রয়োজনীয় আমলের এল্‌ম এই কিতাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কিতাবটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনায় বিশেষ বৈশিষ্ট আছে। পাঠকমাত্রই উহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কিতাবটি মুসলমান ভাই-বোনদের ঘরে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

বিনীত

এ, এফ, এম, আবদুর রহমান
এম, এস, সি, (ঢাকা)
বি, এস, সি (অনার্স) লণ্ডন।
অধ্যাপক গণিত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

মুহাম্মদ আবদুল হক
বি, এ, (অনার্স) এম, এ, (ঢাকা)
মমতাজুল মোহাদ্দেসীন,
আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা।
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

মৌলভী মোঃ ইউনুছ এফ, এম,
৩৭, কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম।
সেক্রেটারী
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

ডক্টর মোহাম্মদ ইদ্রিস মিঞা
এম, এস, সি, পি, এইচ, ডি, (লীডস)
চীফ সাইন্টিফিক অফিসার,
বি, সি, এস, আই, আর, ঢাকা।
সদস্য
মনিরিয়া তরীকত কমিটি, চট্টগ্রাম।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিবন্ধ সংখ্যা ৪১৭৯-কপার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কা

স্বত্বাধিকার ।

স্বত্বদ্বারা প্রমাণপত্র প্রদান করা হইতেছে

১৯৭৮ইং

এবং তারিখে

"আমলে নাজাত"

প্রকাশিত

ঢাকা

কর্মের

মোঃ মোজাম্মেল হকের

নামে

আমার সহি ও সীলমোহরে অদ্য

তারিখে প্রদত্ত হইল।

নিবন্ধ সংখ্যা ৪১৭৮-কপার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কপিরাইট অফিস

স্বত্বাধিকার নিবন্ধভুক্তির প্রমাণপত্র

মোঃ মোজাম্মেল হক

প্রণীত

...রিয়া তরীকত কমিটি

কর্তৃক

১৯৭৭

নামক

স্বত্বাধিকার সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী বহিতে

-কপার

ক্রমিক সংখ্যায় নিবন্ধভুক্ত করা হইয়াছে।

জুন সাতাশ

খ্রীষ্টাব্দের মাসের

রেজিষ্ট্রার

Registration No. ৫৩৫৭-কপার

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH.

COPYRIGHT OFFICE

Certificate of Registration of Copyright

Certified that the Copyright in the work entitled "আমলে-নাজাত" *by* মোজাম্মেল হক *and published by* মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ খান *on* ১৯৭৫ (১২তম সং) *has been registered in the Register of Copyrights in the name of* মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ খান *under No.* ৫৩৫৭-কপার

Given under my hand and seal on this চব্বিশ *day of* ডিসেম্বর ১৯৯৫।

Registrar of Copyrights

নিবন্ধ সংখ্যা ৪১৭৭-কপার

গণপ্রজা...

স্বত্বা...

স্বত্বদ্বারা প্রমাণপত্র প্রদান

১৯৭৬ইং

এবং

"আমলে...

প্রকাশিত

সাহিত্য সর্ব

কর্মের স্বত্বাধিকার সংশ্লিষ্ট রেজিষ্ট্রী বহিতে

মোজাম্মেল হকের ৪১৭৭-কপার

নামে ও ক্রমিক সংখ্যায় নিবন্ধভুক্ত করা হইয়াছে।

১৯৭৭ইং জুন সাতাশ

আমার সহি ও সীলমোহরে অদ্য খ্রীষ্টাব্দের মাসের

তারিখে প্রদত্ত হইল।

রেজিষ্ট্রার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শরীয়ত	১
ইবাদত	১
ফেকাহ্	১
মযহাব	১
ফরয	১
ওয়াজিব	২
সুন্নত	২
মোস্তাহাব বা সুন্নতে যায়েদাহ্	২
নফল	২
হারাম	২
মক্রূহ তাহ্রীম	৩
মক্রূহ তানযীহ্	৩
হালাল	৩
মোবাহ্	৩
ঈমান	৩
ঈমানে মোজ্মাল	৪
ঈমানে মোফাচ্ছাল	৪
কলেমা	৫
কলেমা তৈয়্যব	৫
কলেমা শাহাদত	৫
কলেমা তওহীদ	৫
কলেমা তমজীদ	৬
কুফর	৬
শির্ক	৬
এল্ম	৬
আমল	৭
ইখ্লাছ	৭
অযু	৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
অযু করিবার নিয়ম	৮
অযুর নিয়ত	৮
অযুর দোয়া	৮
অযুর ফরয	১০
অযুর সুন্নত	১১
অযুর মোস্তাহাব	১১
অযুর মক্রূহ	১২
অযু ভঙ্গের কারণ	১২
তায়াম্মুম	১২
তায়াম্মুমের নিয়ম	১৩
তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ	১৩
গোসল	১৪
ফরয গোসলের নিয়ম	১৪
দৈনিক নামাজ	১৫
ফজরের নামাজ	১৬
যোহরের নামাজ	১৭
আছরের নামাজ	১৯
মাগরিবের নামাজ	২০
ইশার নামাজ	২২
বিত্র নামাজ	২৩
দোয়া কুনুত	২৪
দৈনিক নামাজের তছ্বীহ্	২৫
জুমার নামাজ	২৫
একাকী নামাজ পড়িবার নিয়ম	২৮
ছানা	২৯
তাশাহুদ	৩০
দরূদ শরীফ	৩১
দোয়া মাছুরা	৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
স্ত্রীলোকের নামাজ পড়িবার নিয়ম	৩৪
ইমামের সহিত জমাতে নামাজ পড়িবার নিয়ম	৩৫
মছ্বুকের নামাজ পড়িবার নিয়ম	৩৭
নামাজের জ্ঞাতব্য বিষয়	৩৮
নামাজের ফরয	৩৮
নামাজের ওয়াজিব	৩৯
সিজ্দায়ে ছহু দিবার নিয়ম	৪০
নামাজের সুন্নত	৪০
নামাজের মোস্তাহাব	৪১
নামাজের মক্রূহ	৪২
নামাজ ভঙ্গের কারণ	৪৩
ক্বাজা নামাজ	৪৩
ক্বাজা নামাজ পড়িবার নিয়ম	৪৩
সূরা ফাতিহা	৪৬
সূরা ফীল	৪৭
সূরা কোরাইশ	৪৭
সূরা মাউন	৪৮
সূরা কাওছার	৪৯
সূরা কাফেরূন	৪৯
সূরা নছর	৫০
সূরা লাহাব	৫০
সূরা ইখ্লাছ	৫১
সূরা ফালাক	৫২
সূরা নাছ	৫২
সপ্তাহের নামাজ	৫৩
শুক্রবার দিনগত রাতের নামাজ	৫৩
শনিবার দিনের নামাজ	৫৩
শনিবার দিনগত রাতের নামাজ	৫৪
রবিবার দিনের নামাজ	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
রবিবার দিনগত রাতের নামাজ	৫৫
সোমবার দিনের নামাজ	৫৬
সোমবার দিনগত রাতের নামাজ	৫৬
মঙ্গলবার দিনের নামাজ	৫৭
মঙ্গলবার দিনগত রাতের নামাজ	৫৭
বুধবার দিনের নামাজ	৫৭
বুধবার দিনগত রাতের নামাজ	৫৭
বৃহস্পতিবার দিনের নামাজ	৫৮
বৃহস্পতিবার দিনগত রাতের নামাজ	৫৮
শুক্রবার দিনের নামাজ	৫৮
ওমরী ক্বাজা নামাজ	৫৯
শাওয়ালের নামাজ	৬১
বার মাসের নফল নামাজ	৬২
মহরম মাস	৬২
মহরমের এক তারিখের দিনের নামাজ	৬৩
আশুরার রাতের নামাজ	৬৪
আশুরার দিনের নামাজ	৬৪
ছফর মাস	৬৫
ছফরের শেষ বুধবারের নামাজ	৬৬
রবিউল আউয়াল মাস	৬৮
রবিউছ্ছানী মাস	৭০
জমাদিউল আউয়াল মাস	৭০
জমাদিউছ্ছানী মাস	৭০
রজব মাস	৭০
শবে মে'রাজের নামাজের নিয়ম	৭৪
শা'বান মাস	৭৬
শবে বরাতের নামাজ	৭৭
রমজান মাস	৮০
শবে ক্বদরের নামাজ	৮০

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তারাবীহের নামাজ	৮২
রমজান মাসে বিত্‌রের নামাজ	৮৫
শওয়াল মাস	৮৬
জিলক্ব'দ মাস	৮৬
জিলহজ্জ মাস	৮৭
তক্‌বীরে তাশরীক	৯০
ইশরাকের নামাজ	৯১
দোহা বা চাশ্‌তের নামাজ	৯২
ছালাতুত্তছবীহের নামাজ	৯৫
তওবার নামাজ	৯৭
শুক্‌রের নামাজ	১০৩
তাহাজ্জুদ নামাজ	১০৫
ঈদুল ফিত্‌রের নামাজ	১০৭
ঈদুল আয্‌হার নামাজ	১০৯
জানাযার নামাজ	১১০
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম	১১৪
কাফন	১১৪
কাফন বিছাইবার নিয়ম	১১৫
দাফন (মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা)	১১৫
মৃত ব্যক্তির নামাজ ও ফরয রোযার কাফ্‌ফারা	১১৬
সূর্যগ্রহণের (কছুফের) নামাজ	১১৬
চন্দ্রগ্রহণের (খছুফের) নামাজ	১১৭
কছরের নামাজ	১১৮
এস্তেখারার নামাজ	১১৯
মুনাজাত বা দোয়া প্রার্থনা	১২১
দোয়া কবুল হওয়ার সময়	১২২
কতকগুলি মুনাজাত	১২৩
কছমের বয়ান	১৩০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কয়েকটি জরুরী মাছায়েল	১৩১
আযান	১৩৫
আযানের দোয়া	১৩৮
একামত	১৩৮
রোযা	১৩৯
মহরম মাসের নফল রোযা	১৩৯
রজব মাসের নফল রোযা	১৪০
শা'বান মাসের নফল রোযা	১৪০
পবিত্র রমজান মাসের ফরয রোযা	১৪১
রোযার নিয়ত	১৪২
ইফতারের দোয়া	১৪২
রোযার সুন্নত	১৪৩
মুফসিদাতে রোযা	১৪৪
মক্‌রূহাতে রোযা	১৪৪
রোযার কয়েকটি জরুরী মাছায়েল	১৪৪
এ'তেকাফ	১৪৫
শওয়াল মাসের নফল রোযা	১৪৬
জিলহজ্জ মাসের নফল রোযা	১৪৬
আইয়্যামে বীজ-এর রোযা	১৪৭
পানাহার	১৪৭
পানাহারের নিয়মাবলী	১৪৭
ডান ও বাম হাতের ব্যবহার	১৫০
ডান ও বাম পায়ের ব্যবহার	১৫১
কোরান শরীফ তিলাওয়াত	১৫১
কোরান শরীফ তিলাওয়াতের নিয়ম	১৫২
কয়েকটি সূরা, আয়াত ও দোয়ার ফযীলত	১৫৪
সূরা ফাতিহা	১৫৪
আয়াতুল কুরছী	১৫৪
সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত	১৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্জ শোধ ও শত্রু দমনের আয়াত	১৫৭
আয়াতে কুতুব	১৫৯
সূরা তওবার শেষ দুই আয়াত	১৬১
সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	১৬২
সূরা ইয়াসীন	১৬৩
সূরা যিলযাল্‌	১৬৪
সূরা তাকাছুর	১৬৪
সূরা কাফিরূন	১৬৪
সূরা ইখ্‌লাছ	১৬৪
সূরা ফীল	১৬৪
সূরা আররহমান	১৬৪
সূরা ইখ্‌লাছ, ফালাক্ব ও নাছ	১৬৫
সূরা ফালাক্ব ও নাছ	১৬৫
সূরা ফালাক্ব	১৬৫
সূরা নাছ	১৬৫
সূরা তাগাবুন	১৬৫
একটি ফযীলতের দোয়া	১৬৫
সর্বাপেক্ষা ফযীলতের কালাম	১৬৬
নিরানব্বই রোগের ঔষধ	১৬৬
একটি অতি মূল্যবান আয়াত	১৬৭
অসীম পাপ মার্জনার দোয়া	১৬৭
একটি মঙ্গলকর দোয়া	১৬৮
নূতন চাঁদ দেখিয়া পড়ার দোয়া	১৬৮
আল্লাহ্‌ তায়ালার করুণা লাভের দোয়া	১৬৮
কঠিন কাজ উদ্ধারের দোয়া	১৬৯
দরিদ্রতা দূর ও রুজীতে বরকতের যিক্‌র	১৭০
রুজীতে বরকতের বহু পরীক্ষিত আমল	১৭০

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধণ-সম্পদ লাভের দোয়া	১৭১
দোয়া ইউনুছের ফযীলত	১৭১
মনের অভিলাষপূর্ণ ও মোকদ্দমায় জয়লাভের দোয়া	১৭১
সম্পদশালী হওয়ার দোয়া	১৭১
বিপদাপদ বা দুর্ঘটনা হইতে নিরাপদ থাকার আমল	১৭২
আয়াতে শেফার দ্বারা কঠিন রোগ মুক্তির উপায়	১৭২
গুনাহ্‌ মাফ ও বাকসিদ্ধির আমল	১৭৩
আল্লাহ্‌ তায়ালার "ইয়া বাছিতু" নামের আমল	১৭৩
দরূদে তুনাজ্জিনা	১৭৪
আল্লাহ্‌ তায়ালা থেকে ক্ষমা লাভের দোয়া	১৭৫
অত্যাচার ও শত্রুতা হইতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া	১৭৬
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুর মুনাজাত	১৭৬
ঈমানের দুর্ব্বলতা দূরীকরণের উপায়	১৭৭
এস্তেগ্‌ফার ও তওবা	১৭৭
তছ্‌বীহ্‌, তাহ্‌মীদ তাহ্‌লীল ও তক্‌বীর	১৭৮
মস্‌জিদে ঢুকিবার ও বাহির হইবার সময় পড়িবার দোয়া	১৭৮
ঘর হইতে বাহির হইবার সময় পড়িবার দোয়া	১৭৯
জ্বীন-পরী, যাদু-টোনা ইত্যাদি হইতে আমান থাকিবার দোয়া	১৭৯

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
তেত্রিশ আয়াতের ফযীলত	১৮০
যাদু-টোনা ও বান নষ্ট করার আয়াত	১৮৮
যাকাত	১৮৯
ফিত্‌রা	১৯০
হজ্ব	১৯১
জবেহ্	১৯২
কোরবানী	১৯৩
ছদ্‌কা ও দান খয়রাত	১৯৬
শয়ন	১৯৭
নখ কাটা ও চুল কাটা	১৯৯
মিস্‌ওয়াক	২০০
যিক্‌র	২০১
দরূদ শরীফ	২০৩
কবর যিয়ারত	২০৬
কবর যিয়ারতের নিয়ম	২০৭
কবর যিয়ারতের উত্তম দিবস	২১০
খত্‌মে তাহ্‌লীল	২১০
খত্‌মে ইউনুছ	২১০
খত্‌মে খাজেগান	২১১
বিবাহ	২১৪
বিবাহ পড়াইবার নিয়ম	২১৫
ওলীমা	২১৭
বিবাহের শরীয়ত বিরোধী কাজ	২১৭
বিবাহিত জীবন	২১৭
পারিবারিক জীবন	২২০
স্বামীর কর্তব্য	২২০
স্ত্রীর কর্তব্য	২২২
ইদ্দতের বয়ান	২২৪
তালাকের ইদ্দত	২২৪
মৃত্যুর ইদ্দত	২২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
যে সকল মেয়েলোক বিবাহ করা হারাম	২২৭
পর্দা	২২৮
নবজাত শিশুর নামকরণ ও আক্বীকা	২৩১
আকিকার দোয়া	২৩২
পায়খানা ও প্রস্রাব	২৩২
পায়খানা করা ও উহা হইতে পবিত্র হওয়ার নিয়ম	২৩৩
হায়েজ	২৩৫
নেফাছ	২৪২
গীবত	২৪৫
বদগুমান	২৪৬
চোগলখুরী	২৪৬
মিথ্যা	২৪৬
মোনাফেকী	২৪৬
হালাল উপার্জন	২৪৭
হারাম উপার্জন	২৪৭
হাঁচি ও হাই তোলা	২৪৮
সালাম	২৪৮
পিতা মাতার প্রতি কর্তব্য	২৪৯
জ্যেষ্ঠভ্রাতার হক	২৫৩
অহংকার	২৫৩
রিয়া	২৫৫
ঈর্ষা	২৫৬
ঋণ	২৫৬
সুদ	২৫৬
ঘুষ	২৫৭
মুনাজাত	২৫৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আমলে-নাজাত

আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের আদেশ ও নিষেধকে **শরীয়ত** বলা হয়। শরীয়ত পালনের নামই **ইবাদত**। কোরান শরীফ ও হাদীছ শরীফের মূল সূত্রগুলির ব্যাখ্যার নামই **ফেকাহ্**। এই ফেকাহ্ দ্বারাই মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপন হইয়া থাকে। এই ফেকাহ্ প্রধানতঃ চারি ইমামের হস্তে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল; এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব মতানুযায়ী চারি **মযহাব** সৃষ্টি হইয়াছে। এই চারি মযহাবের নাম ইমামগণের নামানুসারে হইয়াছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর নামানুসারে হানাফী, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর নামানুসারে শাফেয়ী, ইমাম মালেক (রঃ) এর নামানুসারে মালেকী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এর নামানুসারে হাম্বলী মযহাব গঠিত হইয়াছে। আমরা বাংলাদেশের প্রায় সকল মুসলমানই হানাফী মযহাব অনুসরণ করিয়া চলি।

চারি মযহাবের ইমামগণ কোরান শরীফ ও হাদিছ শরীফ হইতে কাজের গুরুত্ববোধে নিম্নলিখিত নীতিগুলি নির্ধারণ করিয়াছেনঃ—

ফরয

শরীয়তের বিধানানুসারে যে সকল বিষয় কোরান ও সুন্নাহর অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে এবং অবশ্যই পালন করিতে হইবে উহাকে ফরয বলে। ফরয পালন না করিলে কবীরা গুনাহ্ হয় এবং অস্বীকার করিলে কাফের হয়।

ফরয দুই প্রকারঃ *ফরযে আইন* ও *ফরযে কেফায়া*।

ফরযে আইন পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক।

যেমনঃ *নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত* ও *ঈমান*।

ফরযে কেফায়াও প্রত্যেক মুসলমানের উপর বাধ্যতামূলক কর্ত্তব্য কাজ। কোন একজন বা কয়েকজনে মিলিয়া এই কাজ পালন করিলে বাকি সকলেই এই ফরয পালনের দায়িত্ব হইতে রেহাই পায়। কিন্তু কেহই ইহা পালন না করিলে সকল মুসলমানই কবীরা গুনাহের ভাগী হইবে। যথাঃ *জিহাদ, ইসলাম প্রচার,* মৃত

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

ব্যক্তির জানাযার নামাজ, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদি।

ওয়াজিব

যে সকল শরীয়ত বিধান অস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হইলেও অপরিহার্য্য বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, উহাকে ওয়াজিব বলে।

ওয়াজিব কাজ সম্পাদন না করিলে কবীরা গুনাহ্ হয়। ফরযের ন্যায় ইহাও অবশ্য পালনীয়। যেমন ঃ *ঈদুলফিতর, ঈদুলআযহার নামাজ ও বিতরের নামাজ ইত্যাদি।*

সুন্নত

সুন্নত এমন এক কর্তব্য কাজ যাহা করিবার জন্য হযরত রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাকিদ দিয়াছেন এবং নিজে সদা সর্বদা তাহা করিয়াছেন। ইহাকে **সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্** বলা হইয়া থাকে। যেমন ঃ— *ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজ, যোহরের ফরয নামাজের পূর্বে ৪ রাকাত ও পরে ২ রাকাত সুন্নত নামাজ, মাগ্‌রিবের ফরয নামাজের পর ২ রাকাত সুন্নত নামাজ এবং ইশার ফরয নামাজের পর ২ রাকাত সুন্নত নামাজ ইত্যাদি।*

মোস্তাহাব বা সুন্নতে যায়েদাহ্

যে সকল কাজ হযরত রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কোন কোন সময় করিয়াছেন আবার কোন কোন সময় ত্যাগ করিয়াছেন তাহাকে মোস্তাহাব বা সুন্নতে যায়েদাহ্ বলা হয়। মোস্তাহাব কাজ করিলে পূণ্য লাভ হয় কিন্তু না করিলে কোন দোষ বা গুনাহ্ হয় না। যথা ঃ *আছর ও ইশার নামাজের ফরযের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত নামাজ।*

নফল

ইহা অতিরিক্ত ইচ্ছাকৃত কার্য্য। ইহা হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম মাঝে মাঝে করিয়াছেন। ইহা করিলে ছাওয়াব আছে, না করিলে কোন গুনাহ্ নাই। “নফল ইবাদতের দ্বারাই মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভ করে”। ইহা পবিত্র হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে— “যে নফল এবাদত প্রত্যেক দিন করা হয়, তাহা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অধিক পছন্দনীয়।”

হারাম

শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ঃ—

(১) হারাম (২) মকরূহ্ তাহ্‌রীম (৩) মকরূহ্ তানযীহ্।

(১) **হারাম** — কোরান ও হাদীছের নিষেধ অনুযায়ী যে সকল কাজ অবশ্যই ত্যাগ করিতে হয় এবং নিঃসন্দেহে অবৈধ তাহাকে হারাম বলে। যথা ঃ— *নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা বলা, গীবত করা, মৃত জানওয়ারের গোশ্‌ত বা শুকরের গোশ্‌ত খাওয়া, মদ-শরাব পান করা এবং সুদ ও ঘুষ গ্রহণ ইত্যাদি।* গান-বাজনা এবং বর্তমান যুগের কাওয়ালী ও শরীয়ত-মা'রেফাতের গান শ্রবণ করাও হারাম। গান-বাজনা শুনিলে হাশরের দিন সীসা গলাইয়া কানে ঢালিয়া দিবে।

(২) **মক্‌রূহ তাহ্‌রীম**—সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ যেমন অবশ্য পালন করিতে হইবে এবং অস্বীকার করা যাইবে না, তদ্রূপ মক্‌রূহ তাহ্‌রীমকে অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে এবং উহাকে জায়েয বলা যাইবে না। যেমন ঃ— *পশ্চিম (কেবলা) দিক হইয়া প্রস্রাব করা।*

(৩) **মক্‌রূহ তানযীহ্**— যে সকল কাজ নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে কোরান ও হাদীছে প্রমাণের যথেষ্ট অভাব আছে কিন্তু পরোক্ষভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাদিগকে মক্‌রূহ তানযীহ্ বলা হয়। ইহা না করা বাঞ্ছনীয়।

হালাল

কোরান ও হাদীছে যে সকল কাজ বা খাদ্য-দ্রব্য বৈধ হওয়া সম্বন্ধে নির্দেশ রহিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবৈধ বলিয়া কোন প্রমাণ নাই তাহাকে হালাল বলে।

মোবাহ্

যে সকল কাজ করা বা না করার পক্ষে শরীয়তে কোন আদেশ বা নিষেধ নাই, তাহাকে মোবাহ্ বলে। অর্থাৎ ইহা করিলেও গুনাহ্ হয় না; না করিলেও গুনাহ্ হয় না।

ঈমান

ঈমান অর্থ বিশ্বাস! মুখে স্বীকার করা; অন্তঃকরণে বিশ্বাস করা এবং কাজের মধ্য দিয়া প্রমাণ দেওয়াই প্রকৃত ঈমান, যেমন ঃ— *মুখে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের উপর বিশ্বাসবাণী উচ্চারণ করিতে হইবে, অন্তঃকরনে তাহা বিশ্বাস করিতে হইবে এবং আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলের আদেশ-নিষেধ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায়।*

আমাদিগকে সাতটি বিষয়ের উপর ঈমান আনিতে বলা হইয়াছে ঃ—

(১) আল্লাহ্ এবং তাঁহার জাত (সত্বা) ও ছেফাতের (গুণাবলীর) উপর বিশ্বাস

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করা। (২) ফেরেশ্‌তাগণের উপর বিশ্বাস করা। (৩) আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস করা। (৪) আল্লাহ্‌র রসূলগণের উপর বিশ্বাস করা। (৫) কিয়ামতের উপর বিশ্বাস করা। (৬) তক্‌দীরের (ভাগ্যের) উপর বিশ্বাস করা। (৭) মৃত্যুর পরে হাশরের মাঠে পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করা।

নিম্নে ঈমানে মোজ্‌মাল ও ঈমানে মোফাচ্ছাল দেওয়া গেল।

ঈমানে মোজ্‌মাল

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ -

বাঃ উঃ— আমানতু বিল্লাহে কামা হুয়া বি-আছমা-য়িহী ওয়া ছিফাতিহী ওয়া কাবিল্‌তু জামীআ আহ্‌কামিহী ওয়া আর্‌কানিহী।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌ তায়ালার উপর ঈমান (বিশ্বাস) আনিলাম, যে ভাবে তিনি তাঁহার নামসমূহ এবং গুণাবলীর সহিত বিরাজিত এবং তাঁহার যাবতীয় আদেশ ও বিধান মানিয়া লইলাম।

ঈমানে মোফাচ্ছাল

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۝

বাঃ উঃ— আমানতু বিল্লাহে ওয়া মালা-য়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহী ওয়াল্‌ ইয়াওমিল্‌ আখেরে ওয়াল্‌ কাদ্‌রে খাইরিহী ওয়া শার্‌রীহি মিনাল্লাহে তায়ালা ওয়াল্‌ বা'ছে বা'দাল্‌ মাওত্‌।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌ তায়ালা এবং তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ, তাঁহার আসমানী কিতাবসমূহ, তাঁহার রাছুলগণ, কেয়ামতের দিন, অদৃষ্টের ভালমন্দ আল্লাহ্‌ তায়ালার তরফ হইতে নির্ধারণ এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কলেমা

কলেমাগুলি প্রত্যেক মুসলমানের মুখস্থ করিয়া রাখা আবশ্যক।

কলেমা তৈয়্যব

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ۝

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌।

অর্থঃ আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) নাই, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আল্লাহ্‌ তায়ালার রাছুল।

কলেমা শাহাদত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ۝

বাঃ উঃ— আশ্‌হাদু আল্‌ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না ছাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

অর্থঃ আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) নাই, তিনি এক; তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমাদের সর্দার মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম নিশ্চয়ই তাঁহার (আল্লাহ্‌র) বান্দা ও রাছুল।

কলেমা তাওহীদ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ إِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ওয়াহেদাল্‌ লা ছানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর্‌ রাছুলুল্লাহে ইমামুল্‌ মুত্তাকীনা রাছুলু রাব্বিল আলামীন।

অর্থঃ (হে প্রভু)! তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই, তুমি এক, তোমার কোন দ্বিতীয় নাই, আল্লাহ্‌ তায়ালার রাছুল মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) পরহেজগারগণের ইমাম, জগতসমূহের পালনকর্তার প্রেরিত রাছুল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কলেমা তমজীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ○

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা নূরাইঁয়্যাহ্‌দিয়াল্লাহু লি-নূরিহী মাইঁয়্যাশাউ মুহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহে ইমামুল মুর্‌ছালীনা খাতেমুন্ নাবিয়্যীন।

অর্থঃ— (হে আল্লাহ্)! তুমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) নাই। তুমি নূর, আল্লাহ্ তায়ালা যাহাকে চাহেন তাঁহার নূরের দিকে হেদায়েত দান করেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার রাছুল, রাছুলগণের ইমাম এবং নবীগণের সর্বশেষ।

কুফর

কুফর শব্দের অর্থ অস্বীকার করা বা অবিশ্বাস করা। আমাদিগকে যে সাতটি বিষয়ে ঈমান আনিতে বলা হইয়াছে, উহাদের যে কোন একটি অথবা সবগুলিকে অবিশ্বাস করাকে কুফর বলা হয়, তদ্রূপ ফরয কাজ যথাঃ *নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত* ইত্যাদিকেও অবিশ্বাস বা অস্বীকার করাকে কুফর বলে। শরীয়তে যে সমস্ত কাজ বা খাদ্য-দ্রব্য হারাম করা হইয়াছে তাহাদের একটি বা সবগুলিকে অবিশ্বাস করিলে তাহাও কুফর হইবে। যে ব্যক্তি কুফরী করে তাহাকে কাফির বলা হয়। কাফির চিরকাল দোযখে শাস্তি ভোগ করিবে!

শির্‌ক

শির্‌ক অর্থ অংশীবাদ। মহান আল্লাহ্ তায়ালার সঙ্গে অপর কাহাকেও শরীক বা অংশীদার করা বা অন্য কাহাকেও তাঁহার গুণাবলীর সমকক্ষ মনে করাকে শির্‌ক বলে।

আল্লাহ্ তায়ালার জাত (সত্বা) এবং ছিফাতের (গুণাবলীর) সঙ্গে কোন তুলনা নাই বা অংশীদার নাই। যদি কেহ এই দুইটি বিষয়ে তুলনা করে বা অংশীদার মনে করে তাহাও শির্‌ক হইবে। যাহারা শির্‌ক করে তাহাদিগকে মুশ্‌রিক বলে। পবিত্র কোরান শরীফে মুশ্‌রিকগণকে নাপাক বলা হইয়াছে এবং শির্‌ক গুনাহ্ মাফ হইবে না বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

এল্‌ম অর্থ বিদ্যা বা জ্ঞান। পৃথিবীতে বহু রকমের বিদ্যা প্রচলিত রহিয়াছে। আমি এখানে যে এল্‌মের কথা বলিতেছি তাহা ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান ও

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিষেধ সমূহের এল্‌ম বা জ্ঞান। ইসলাম ধর্মের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন ও নিষেধ সমূহ জানা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর উপর ফরয।

আমল অর্থ এল্‌ম বা জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করা। এল্‌ম ও আমলের মধ্যে সম্পর্ক অতীব নিবিড়। একটিকে বাদ দিলে আর একটি মূল্যহীন হইয়া পড়ে। তাই ইসলাম ধর্মে এল্‌মের পরে আমলকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে। কাজেই আমল ব্যতীত এল্‌ম অর্থহীন। আমলই হাশরের মাঠে মীযানে ওজন করা হইবে। যে ব্যক্তির নেক আমলের পাল্লা ওজনে ভারী হইবে সে চিরকাল সুখময় জীবন যাপন করিবে এবং যে ব্যক্তির নেক আমলের ওজন কম হইবে সে দোযখের ভয়াবহ অনল কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইবে। তাই কি কি আমল করা প্রয়োজন তাহার জ্ঞান অর্জন করিয়া সেই মত আমল করা আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য।

ইখলাছ অর্থ বিশুদ্ধ নিয়ত; অর্থাৎ আমরা রোযা, নামাজ, কলেমা, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত, ছদ্‌কা, ফেৎরা, তেলাওয়াতে কোরান, জিকির, ইস্তিগ্‌ফার, মানব কল্যাণ, দোয়া দরূদ ইত্যাদি যাহা কিছু করি তাহা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের নিয়তে করা হইলে ইখলাছ পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ হয়। আমলের ভিতর ইখলাছ না থাকিলে তাহা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল হয় না। প্রত্যেক দিন রীতিমত আল্লাহ্ তায়ালার যিক্‌র করিলে অন্তঃকরণে ইখলাছ পয়দা হয়।

সুতরাং উল্লেখিত ইবাদত বন্দেগীগুলি ইখলাছের সহিত অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য আমল করিলে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে পরকালে নাজাত মিলিবে।

সার কথা হইল ইবাদতের মধ্যে এলম, আমল ও ইখলাছ এই তিনটি বিষয়ে পরিপূর্ণ সমন্বয় দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যই করিতে হইবে।

অযু

শরীরের পবিত্রতার উপর সমস্ত ইবাদত নির্ভর করে। পায়খানা প্রস্রাব হইতে উত্তমরূপে পাক হওয়ার পর নামাজ, তিলাওয়াতে কোরান, যিক্‌র-আযকার, দোয়া-দরূদ ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতের পূর্বে অযু করিয়া শরীরকে পবিত্র করিতে হয়। শরীর পবিত্র না থাকিলে কোন ইবাদতই কবুল হইবে না। সুতরাং অযুর সময় শরীরের অঙ্গগুলি যাহাতে পানি দ্বারা ভালভাবে ভিজিয়া যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে। بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিছ্-

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মিল্লাহির রাহ্‌মানির্ রাহীম) পড়িয়া অযু আরম্ভ করিলে সমস্ত শরীর পাক হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ না পড়িয়া অযু আরম্ভ করিলে যে অঙ্গ ধোয়া যায় শুধু সেই অঙ্গই পাক হয়।

অযু করিবার নিয়ম

১। অযুর প্রথমে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আউজু বিল্লাহে মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম)

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। এবং

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিছমিল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম)

অর্থঃ "আমি আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি পরম করুণাময়, মহান দয়ালু।" পড়িয়া অযু আরম্ভ করিবে। **তারপর অঙ্গুলী খেলাল সহ তিনবার হাত ধোয়ার সময় অযুর নিয়ত করিবে ও নীচের দোয়া পড়িবে।**

অযুর নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ رَفْعًا لِّلْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ
وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ আতাওয়াজ্জাআ রাফ্আল্ লিল্ হাদাসে ওয়াস্তেবাহাতাল্ লিচ্ছালাতে ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লাহে তায়ালা।

অর্থঃ আমি অপবিত্রতা দূরীকরণ ও নামাজ বৈধকরণ এবং আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অযুর নিয়ত করিলাম।

অযুর দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ۔
اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ ۔ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— বিছ্মিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্ আযীমে, ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহে আলা দীনিল্ ইছ্লামে, আল্ ইছ্লামু হাক্কুন্ ওয়াল্ কুফ্‌রু বাতেলুন্। আল্ ইছ্লামু নূরুন ওয়াল্ কুফ্‌রু যুলমাতুন্।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন মহান এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য দ্বীন ইসলাম প্রদান করার কারণে, দ্বীন ইসলাম সত্য এবং কুফর বাতেল, দ্বীন ইসলাম আলো এবং কুফর অন্ধকার।

তারপর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িবে।

২। হাত ধোয়ার পর মুখভর্তি পানি লইয়া তিনবার কুলি ও গড়গড়া করিবে। কিন্তু রোযা থাকা অবস্থায় গড়গড়া করিতে পারিবে না। ৩। তারপর তিনবার ডান হাতে নাকে পানি দিয়া বাম হাতের শাহাদত ও বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা নাকের ঠোলে পানি ঢুকাইবে। ৪। নাক ধোয়ার পর সমস্ত মুখমণ্ডল উভয় হাতে পানি লইয়া তিনবার ধৌত করিবে। কপালের উপরিভাগের চুল উঠার জায়গা হইতে থুত্নীর নীচে পর্য্যন্ত এবং উভয় কানের লতি পর্য্যন্ত ধৌত করিবে। যাহাদের দাড়ি ঘন বা বেশী তাহারা দাড়ির গোড়ায় পানি প্রবেশ করাইতে না পারিলেও অযুর কোন ক্ষতি হইবে না। তবে যাহাদের দাড়ি পাতলা তাহাদের দাড়ির গোড়ায় পানি প্রবেশ করাইতে হইবে। ৫। তারপর উভয় হাত কনুইর উপর পর্য্যন্ত তিনবার ভালমতে ধৌত করিবে। ৬। তারপর নতুন পানি দ্বারা একবার হাত ধুইয়া মাথা মসেহ্ করিবে। মাথা মসেহ্ করিবার নিয়ম এই যে, উভয় হাতের কনিষ্ঠ, অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুল সমূহের মাথাগুলি পরস্পর একত্রিত করিয়া মাথার সম্মুখে স্থাপন করিবে, কিন্তু শাহাদত, বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং হাতের তালু মাথা হইতে পৃথক রাখিবে। তারপর মাথার উপরিভাগ হইতে অঙ্গুলী টানিয়া ঘাড় পর্য্যন্ত নিবে। তারপর হাতের তালু দ্বারা মাথার দুই পার্শ্ব মুছিতে মুছিতে সম্মুখের দিকে আনিবে। তারপর শাহাদত অঙ্গুলী কানের ভিতর প্রবেশ করাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কানের উপরিভাগ মসেহ্ করিবে। তারপর দুই হাতের আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা ঘাড় মসেহ্ করিবে। উল্লিখিত নিয়মে মসেহ্ করিলে মসেহের ফরয, সুন্নত ও মোস্তাহাব আদায় হইবে। ৭। উভয় পায়ের গিরার উপর পর্য্যন্ত ভালমতে তিনবার ধৌত করিবে। পা ধৌত করার সময় ডান হাতে পানি দিয়া বাম হাতে আঙ্গুল খেলাল করিয়া পা ভালমতে পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

অযু শেষ করিয়া একবার ইস্তিগ্ফার পড়িবে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ০

বা ঃ উ ঃ— আস্তাগ্ফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহে।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সমস্ত গুনাহ্ (বড় গুনাহ্ ছোট গুনাহ্, জানিয়া করিয়াছি গুনাহ্; না জানিয়া করিয়াছি গুনাহ্) হইতে মাফ চাহিতেছি এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্ত্তন) করিতেছি।

তারপর নীচের দোয়াটি পড়িবেঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ০

বা ঃ উ ঃ— আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না ছাইয়্যেদানা মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাছুলুহু। আল্লাহুম্মাজ্ আল্নী মিনাত্তাউয়্যাবীনা ওয়াজ্আল্নী মিনাল মুতাত্বাহ্হেরীন্।

অর্থ ঃ আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) নাই, তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় ছায়্যেদিনা হজরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার (আল্লাহর) বান্দা এবং তাঁহার রাছুল। হে আল্লাহ্! আমাকে বেশী বেশী তওবাকারীদের মধ্যে গণ্য কর এবং বেশী বেশী পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামেল কর।

এই দোয়াটি পড়িলে তাহার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইবে ও বেহেশ্তে তাহার জন্য আটটি দরজা খোলা থাকিবে। সে যে কোন দরজা দিয়া বেহেশ্তে প্রবেশ করিতে পারিবে।

অযুর ফরয

অযুর মধ্যে চারটি ফরয; যথা ঃ— (১) কপালের উপরিভাগের চুলের উৎপত্তির স্থান হইতে নীচের থুতনী এবং এক কানের লতি হইতে অপর কানের লতি

পর্য্যন্ত সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া। ঘন বা বেশী দাড়ি হইলে দাড়ির গোড়ায় পানি প্রবেশ করানো ফরয নহে। কিন্তু দাড়ি পাতলা হইলে গোড়ায় পানি প্রবেশ করানো ফরয।

(২) উভয় হাতের কনুইর উপর পর্য্যন্ত ধোয়া।

(৩) মাথার চারিভাগের এক ভাগ ভিজা হাতে মসেহ্ করা। মাথা মসেহ্ করিবার নিয়ম এই যে, পানিতে হাত ডুবাইয়া উভয় হাতের কনিষ্ঠ, অনামিকা ও মধ্যমা আঙ্গুলসমূহের মাথাগুলি পরস্পর একত্রিত করিয়া মাথার সম্মুখে স্থাপন করিবে কিন্তু শাহাদত, বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং হাতের তালু মাথা হইতে পৃথক রাখিবে। তারপর মাথার উপরিভাগ হইতে অঙ্গুলী টানিয়া ঘাড় পর্য্যন্ত নিবে। তারপর হাতের তালু দ্বারা মাথার দুই পার্শ্ব মুছিতে মুছিতে সম্মুখের দিকে আনিবে। তারপর শাহাদত অঙ্গুলী কানের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কানের উপরিভাগ মসেহ্ করিবে। তারপর দুই হাতের আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা ঘাড় মসেহ্ করিবে। উল্লিখিত নিয়মে মসেহ্ করিলে মসেহের ফরয, সুন্নত ও মোস্তাহাব আদায় হইবে।

(৪) উভয় পায়ের গিরার উপর পর্য্যন্ত ধোয়া।

অযুর সুন্নত

(১) অযুর নিয়ত করা। (২) বিছমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম বলিয়া অযু আরম্ভ করা। (৩) অযুর পূর্বে মিস্ওয়াক করা। (৪) প্রথমে দুই হাতের কব্জি তিনবার ধোয়া। (৫) গড়গড়া সহ তিনবার কুলি করা। (৬) ডান হাতে নাকে পানি দিয়া বাম হাতে ঝাড়িয়া ফেলা। (কিন্তু রোযাদার গড়গড়া করিবেনা ও নাকের কোমল অংশের উর্ধে পানি দিবে না।) (৭) অঙ্গুলী দ্বারা দাড়ি খেলাল করা। (অঙ্গুলী নীচের দিক হইতে উপরের দিকে টানিবে।) (৮) উভয় হাত ও পায়ের অঙ্গুলী খেলাল করা। (৯) অযুর প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া। (১০) এক অঙ্গ না শুকাইতে অন্য অঙ্গ ধোয়া। (১১) অযুর তরতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। (১২) সমস্ত মাথা একবার মসেহ্ করা। বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা উভয় কান মসেহ্ করা।

অযুর মোস্তাহাব

১। ডান দিক হইতে অযু আরম্ভ করা। ২। ঘাড় মসেহ্ করা। ৩। উচ্চ স্থানে বসিয়া অযু করা। ৪। প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়া এবং মসেহ্ করিবার সময় "বিছমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম" বলা। ৫। হাতে আংটি থাকিলে উহার ভিতর পানি প্রবেশ করান। ৬। অযু করিবার সময় সাংসারিক কথাবার্তা না বলা। ৭। অযুর অবশিষ্ট কিছু পানি দাঁড়াইয়া পান করা। ৮। ডান হাতে পানি দ্বারা কুলি করা। ৯। কানের ছিদ্রে কনিষ্ঠাঙ্গুলী প্রবেশ করান। ১০। ইবাদত করার পর অযু থাকা

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সত্ত্বেও নূতন অযু করিয়া নামাজ পড়া। ১১। পানি বেশী খরচ না করা এবং কমও খরচ না করা।

অযুর মক্‌রূহ

১। মুখে জোরে পানি নিক্ষেপ করা।

২। বিনা ওযরে বাম হাতে পানি দেওয়া।

৩। সাংসারিক কথাবার্তা বলা।

৪। তিনবারের অতিরিক্ত কোন অঙ্গ ধোয়া বা কম ধোয়া।

৫। বিনা ওযরে অপরের সাহায্যে অযু করা।

৬। খুব কম পানি খরচ করা।

৭। অতিরিক্ত পানি খরচ করা।

৮। বাম হাতে পানি দ্বারা কুলি করা এবং ডান হাতে নাক পরিস্কার করা।

অযু ভঙ্গের কারণ

১। মল-মূত্রের রাস্তা দিয়া বায়ু বা অন্য কোন কিছু বাহির হইলে। ২। শরীরের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত কিম্বা পুঁজ বাহির হইয়া গড়াইয়া পড়িলে; গড়াইয়া না পড়িলে অযু ভঙ্গ হয় না। ৩। রক্ত বা আহার্য্য দ্রব্য কিম্বা পীৎ পানি মুখ ভরিয়া বমি হইলে; মুখ ভরিয়া এই সমস্ত দ্রব্য বাহির না হইলে অযু যাইবে না। ৪। থুথুর সহিত রক্তের ভাগ বেশী বাহির হইলে। থুথুর চেয়ে রক্ত কম হইলে অযু যাইবে না। থুথু ও রক্তের ভাগ সমান হইলে অযু করা উত্তম। ৫। চিৎ বা কাত হইয়া বালিশে ঠেস দিয়া নিদ্রা গেলে; নামাজের ভিতর নিদ্রা গেলে অযু ভঙ্গ হয় না। ৬। রুকু ও সিজদা বিশিষ্ট নামাজে বালেগ ব্যক্তি উচ্চস্বরে হাসিলে অযু ভঙ্গ হইবে।

তায়াম্মুম

পাক মাটি বা মৃত্তিকা জাতীয় কোন পদার্থ ব্যবহার করিয়া ইবাদতের জন্য পবিত্র হওয়াকে তায়াম্মুম বলে।

পানি দুষ্প্রাপ্য হইলে, পানি আনিতে গেলে বাঘ ভাল্লুক ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিলে, সাপ, বিচ্ছু, শত্রু আক্রমনের ভয় থাকিলে, পানি স্পর্শে রোগ বৃদ্ধি হওয়ার কারণ থাকিলে, শীতের আধিক্যতায় অযু গোছল করিলে প্রাণ নাশের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আশংকা থাকিলে, নাপাক পুরুষ ও নারী এবং হায়েজ ও নেফাছওয়ালী স্ত্রীলোক অযু গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিয়া পাক হইতে হয়। গরম পানির ব্যবস্থা করিতে পারিলে এবং ইহা ব্যবহারে রোগের কোন অসুবিধা না হইলে তায়াম্মুমের পরিবর্তে গরম পানি ব্যবহার করিয়া পবিত্র হইতে হইবে।

পাক মাটি, বালু, এবং পাথর দ্বারা তায়াম্মুম করা যায়।

তায়াম্মুমের ফরয তিনটিঃ— ১। নিয়ত করা। ২। সমস্ত মুখমণ্ডল একবার মসেহ্ করা। ৩। উভয় হাত কনুই সহ একবার মসেহ্ করা।

অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুমের নিয়ত নিম্নরূপঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ رَفْعًا لِّلْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللهِ تَعَالٰى ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ আতায়াম্মামা রাফ্আল্লিল্ হাদাসে ওয়াস্তে বাহাতাল্লিচ্ছালাতে ওয়া তাকার্‌রোবান্ ইলাল্লাহে তায়ালা।

অর্থঃ— আমি অপবিত্রতা দূরীকরণ ও নামাজ বৈধকরণ এবং আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্যলাভের জন্য তায়াম্মুম করার নিয়ত করিলাম।

ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করিলে رَفْعًا لِّلْحَدَثِ (রাফ্আল্লিল হাদাসে) এর পরিবর্তে رَفْعًا لِّلْجَنَابَةِ (রাফ্আল্লিল্ জানাবাতে) বলিবে।

তাইয়াম্মুমের নিয়মঃ— দুই হাতের অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া পাক মাটি অথবা বালুর উপর মারিবে। হাতে মাটি বেশী লাগিলে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নীচের অংশ পরস্পরে আঘাত করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিবে। তারপর দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল (যতটুকু অযুর মধ্যে ধোওয়া ফরয ততটুকু) মসেহ্ করিবে, পুনরায় উভয় হাত মাটিতে মারিয়া বাম হাতের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর পেট ও হাতের তালুর কতকাংশ দ্বারা ডান হাতের পিঠ আঙ্গুলের মাথা হইতে কনুই পর্য্যন্ত একবার মসেহ্ করিবে। পরে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট ও হাতের তালুর অবশিষ্টাংশ দ্বারা ডান হাতের পেট মসেহ্ করিবে। এইরূপভাবে ডান হাত দ্বারা বাম হাত মসেহ্ করিবে। আঙ্গুলের ফাঁকে ধূলা প্রবেশ না করিলে তৃতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া অঙ্গুলী খেলাল করিবে। চুল পরিমাণ জায়গাও মসেহ্ করিবার বাকী থাকিলে তায়াম্মুম শুদ্ধ হইবে না।

তাইয়াম্মুম ভঙ্গের কারণঃ যে সকল কারণে অযু ভঙ্গ হয়, সে সকল কারণে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তায়াম্মুম ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহা ছাড়া পানি পাওয়া গেলে এবং পানি ব্যবহার করিবার শক্তি পাইলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হইয়া যায়।

গোসল

গোসল চারি প্রকার যথাঃ— ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মোস্তাহাব। স্ত্রীর সহিত মিলনের পর, স্বপ্ন দোষ হইলে অথবা ঘুম হইতে উঠিয়া স্বপ্ন দোষের কথা মনে না থাকিলেও কাপড় বা বিছানায় মণির দাগ দেখা গেলে অথবা কামভাবে মণি বাহির হইলে গোসল ফরয হয়।

স্ত্রীলোকেরও উল্লেখিত অবস্থায় গোসল ফরয হয়। এতদ্ব্যতীত হায়েজ নেফাছের রক্ত বন্ধ হইলেও গোসল ফরয হয়।

(১) স্বাভাবিক অবস্থায় কামভাব ব্যতীত এবং (২) প্রস্রাবের সময় কামভাব ব্যতীত মণি বাহির হইলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য গোসল ফরয হয় না। কিন্তু উক্ত দুই অবস্থায় কামভাব বর্তমান থাকিলে গোসল ফরয হইবে। ফরয গোসল ভালমতে আদায় না করিলে মহাপাপী হইবে এবং কোন ইবাদতই কবুল হইবে না। তাই গোসলের তিনটি ফরয অতি সাবধানের সহিত পালন করিতে হয়।

গোসলের ফরয তিনটি, যথাঃ- (১) মুখ ভর্তি পানি লইয়া গড়গড়ার সহিত কুলি করা, কিন্তু রোযাদার গড়গড়া করিবে না। (২) নাকের ভিতর পানি দ্বারা পরিষ্কার করা (৩) সমস্ত শরীর পানি দ্বারা ভালমতে মর্দন করিয়া ধৌত করা যাহাতে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত প্রত্যেক পশমের গোড়ায় পানি পৌঁছে।

ফরয গোসলের নিয়ম

যে কাপড় পরিধান করিয়া স্ত্রীর সহিত মিলন করে অথবা যে কাপড় পরিধান অবস্থায় স্বপ্ন দোষ হয়, সেই কাপড় ছাড়িয়া অন্য কাপড় পড়িয়া গোসল করা উত্তম। যদি কাপড়ের অভাব হয় তাহা হইলে পরিহিত অবস্থায় যে কাপড়ে নাপাক লাগিয়াছে তাহা ভালমতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গোসলের পূর্বে ভালমতে ধৌত করিতে হইবে। গোসলের প্রথমে দুই হাত কব্জা পর্য্যন্ত ধুইবে, তারপর শরীরের কোন অংশে নাপাকী লাগিলে তাহা ধৌত করিবে। অতঃপর গুপ্তস্থান ভালমতে ধৌত করিবে। তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির্ রাহীম) পড়িয়া পরবর্ত্তী নিয়ত করিবে—

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ ٥

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— নাওয়াইতুল্ গোছ্‌লা লি-রাফইল্ জানাবাতে।

অর্থঃ— আমি 'জানাবাত' (সহবাস ও শুক্র নির্গমন সম্পর্কীয় অপবিত্রতা) দূরীকরণার্থে গোসলের নিয়ত করিলাম।

তারপর অযুর নিয়ত না করিয়া ও অন্যান্য দোয়া না পড়িয়া অযু করিবে কিন্তু পা ধৌত করিবে না। পরে সমস্ত শরীর একবার পানি দ্বারা ভাল মতে ধৌত করিয়া দ্বিতীয়বার পানি দ্বারা গোসল করিবার সময় বারবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িবে এবং কলেমায়ে তমজীদ পাঠ করিবে।

কলেমায়ে তমজীদ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ نُورًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُورِهٖ مَنْ يَّشَاءُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ إِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ۔

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা নূরাইঁয়্যাহ্‌দিয়াল্লাহু লি-নূরিহী মাইঁয়্যাশাউ মুহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহে ইমামুল্ মুরছালীনা খাতেমুন্ নাবিয়্যীন।

অর্থঃ—(হে আল্লাহ্!) তুমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) নাই। তুমি নূর, আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে চাহেন তাঁহার নূরের দিকে হেদায়েত দান করেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার রাছুল, রাছুলগণের ইমাম এবং নবীগণের সর্বশেষ।

এইভাবে তৃতীয়বারও "বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম" এবং "কলেমায়ে তমজীদ" পড়িয়া সম্পূর্ণ শরীর ভালমতে ধৌত করিয়া গোসল শেষ করিবে। অতঃপর অন্যত্র পানি দ্বারা তিনবার পা ধৌত করিবে এবং শুক্‌না কাপড় পরিয়া নামাজ অথবা ইবাদত-বন্দেগীর জন্য পুনরায় অযু করিতে হইবে।

মূরদারকে গোসল দেওয়া ওয়াজিব। শুক্রবার দিন, দুই ঈদের দিন, আরফার দিন ও কাফের মুসলমান হইতে চাহিলে গোসল করা সুন্নত।

শবেবরাত ও শবে ক্বদরের রাত্রিতে মাগরিবের নামাজের পর ইবাদতের উদ্দেশ্যে গোসল করা মোস্তাহাব।

দৈনিক নামাজ

দৈনিক পাঁচবার নামাজ পড়া ফরয। ইহা আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশ। ছেলে অথবা মেয়ের বয়স যখন সাত বৎসর হয়, তখন হইতেই নামাজের তাকিদ দিতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয় এবং দশ বৎসর বয়স হইতে রীতিমত না পড়িলে শাস্তি দিতে হয়। নামাজ না পড়িলে শক্ত গুনাহ্গার হইতে হয় এবং প্রকৃত মুসলমান হিসাবে দাবী করিতে পারে না। এক ওয়াক্ত নামাজ কারণ ব্যতীত কাজা করিলে ৮০ হোক্‌বা দোযখে জ্বলিতে হয়। এক হোক্‌বায় ৮০ বৎসর হয়। অর্থাৎ এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করিলে ছয় হাজার চারিশত বৎসর দোযখে জ্বলিতে হয়। (৮০ দিনে এক মাস, ৮০ মাসে এক বৎসর। এই নিয়মে ৮০ বৎসরে এক হোক্‌বা হয়)। এই জন্যই আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরান শরীফে নামাজ পড়িবার জন্য বিশেষ জোরের সহিত তাকিদ দিয়াছেন। কোরান শরীফে আছে—

أَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ তোমরা নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর। কাজেই নামাজ পড়া এবং যাকাত আদায় করা কি রকম গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাহা উক্ত আয়াত শরীফ হইতে বুঝা যায়। পবিত্র কোরান শরীফে নামাজ পড়ার জন্য ৮২ বার উল্লেখ আছে বলিয়া কোন কোন আলেম বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, দেশে-বিদেশে যে কোন অবস্থায়, যে কোন উপায়ে নামাজ পড়া প্রত্যেক নর নারীর জন্য ফরয বা অপরিহার্য্য কর্তব্য।

পবিত্র হাদীছ শরীফ মতে হাশরের মাঠে সর্বপ্রথম নামাজ সম্বন্ধে বিচার করা হইবে। সঠিক সময়ে নামাজ পড়া সর্বশ্রেষ্ঠ আমল বলিয়া শরীয়ত মতে নির্ধারিত হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেকেরই সঠিক সময়ে নামাজ পড়া উচিত।

ফজরের নামাজ

এই নামাজ ৪ রাকাতঃ ২ রাকাত সুন্নত এবং ২ রাকাত ফরয। এই নামায ছোব্‌হে ছাদেক হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যায়। পূর্বাকাশের নীচে শেষ রাত্রিতে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে সাদা অংশ দেখা যায়, তাহাকে ছোব্‌হে ছাদেক বলে। ঠিক ছোব্‌হে ছাদেকের ১৫/২০ মিনিট পরে ফজরের নামাজ পড়া উত্তম।

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ ফাজ্‌রে ছুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

ফজরের সুন্নত নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা কাফিরুণ (قُلْ يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে সূরা ইখলাস (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়া সুন্নত।

ফজরের দুই রাকাত ফরয নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ
فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ ফাজ্‌রে ফারদোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

ফরয নামাযের প্রথম রাকাতে কেরাত একটু লম্বা পড়া এবং দ্বিতীয় রাকাতে প্রথম রাকাত হইতে একটু ছোট পড়া উত্তম বা মোস্তাহাব। যদি কোন সময় ফজরের নামাজ জমাতে পড়ার দরুন দুই রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িতে পারা না যায়, তবে উহা সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পরে পড়িতে হয়।

যোহরের নামাজ

এই নামাজ ১২ রাকাতঃ ৪ রাকাত সুন্নত, ৪ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নত ও ২ রাকাত নফল। এই নামাজ ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে ১২—৪৫ মিনিট হইতে ১—১৫ মিনিটের ভিতর পড়া উত্তম। তদ্রূপ ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ১টা হইতে ১—৩০ মিনিটের ভিতর, এপ্রিল ও মে মাসে ১—১৫ মিনিট হইতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১—৪৫ মিনিটের ভিতর, জুন ও জুলাই মাসে ১—৩০ মিনিট হইতে ২ টার ভিতর, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ১—১৫ মিনিট হইতে ১—৪৫ মিনিটের ভিতর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ১ টা হইতে ১—৩০ মিনিটের ভিতর পড়া উত্তম।

যোহরের ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ
الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্বাআ রাক্য়াতে ছালাতিয্ যোহ্‌রে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সুরা পড়িতে পারা যায়।

যোহরের ৪ রাকাত ফরয নামাজের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ
الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্বাআ রাক্য়াতে ছালাতিয্ যোহ্‌রে ফার্‌দোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই ৪ রাকাত ফরয নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায় এবং শেষের দুই রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়িতে হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যোহরের ২ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্য়াতাই ছালাতিয্ যোহ্‌রে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই ২ রাকাত সুন্নত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায়।

২ রাকাত নফল নামাজের নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্য়াতাই ছালাতিন্ নাফলে মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই দুই রাকাত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায়।

আছরের নামাজ

এই নামাজ ৮ রাকাত ঃ ৪ রাকাত সুন্নত ও ৪ রাকাত ফরয। আছরের নামাজের ফরযের পূর্বে ৪ রাকাত সুন্নত পড়িলে বেশুমার ছওয়াব হয়, না পড়িলে কোন গোনাহ নাই; তবে পড়া উত্তম। এই নামাজ সূর্য্যাস্ত যাওয়ার ২ ঘন্টা পূর্ব হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যায়, তবে অস্ত যাওয়ার ২ ঘন্টা পূর্ব হইতে আধ ঘন্টার ভিতর পড়া উত্তম। অর্থাৎ যদি ৬ টার সময় সূর্য্য অস্ত যায়, তবে ৪ টা হইতে ৪—৩০ মিনিটের ভিতর আছরের নামাজ পড়া উত্তম। এইরূপ যদি ৭ টার সময় সূর্য্য অস্ত যায়, তবে ৫ টা হইতে ৫—৩০ মিনিটের ভিতর পড়া উত্তম। এইভাবে সূর্য্যাস্ত যাওয়ার সময় হইতে আছরের নামাজের সময়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঠিক করিয়া লইতে হয়।

আছরের ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ
الْعَصْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে ছালাতিল্ আছরে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারিফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায়।

আছরের ৪ রাকাত ফরয নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ
الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে ছালাতিল আছ্‌রে ফার্‌দোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই ৪ রাকাত ফরয নামাজের প্রথম ২ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায় এবং শেষের ২ রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়িতে হয়।

মাগ্‌রিবের নামাজ

সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাওয়ার পর এই নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পশ্চিমাকাশে লালবর্ণ থাকে ততক্ষণ ওয়াক্ত থাকে। কিন্তু সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ডুবিয়া যাওয়ার সাথে সাথেই নামাজ পড়িয়া লওয়া উত্তম।

এই নামাজ ৭ রাকাত ঃ ৩ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নত এবং ২ রাকাত নফল।

মাগ্‌রিবের ৩ রাকাত ফরয নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ
الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা ছালাছা রাক্‌য়াতে ছালাতিল্ মাগ্‌রিবে ফার্‌দোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই ৩ রাকাত ফরয নামাজের প্রথম ২ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায় এবং শেষের রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়িতে হয়।

মাগ্‌রিবের ২ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ মাগ্‌রিবে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই দুই রাকাত সুন্নত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায়। ১ম রাকাতে সূরা কাফিরুন ও ২য় রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পড়া সুন্নত।

২ রাকাত নফল নামাজ-এর নিয়ত ও নিয়ম যোহরের নফল নামাজের অনুরূপ। (১৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইশার নামাজ

সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাওয়ার ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট পর হইতে এই নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় এবং মধ্য রাত্রির পূর্ব পর্য্যন্ত সময় থাকে। মধ্য রাত্রির পর হইতে ছোব্হে কাজেব পর্য্যন্তও পড়িতে পারা যায় কিন্তু উহা মকরূহ হইবে। ইশার নামাজ ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার ১ ঘন্টার ভিতরে পড়িয়া লওয়া উত্তম।

উদাহরণ স্বরূপঃ যদি ৮টার সময় ইশার নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় তবে ৯ টার ভিতর পড়িয়া লওয়া উত্তম। এইভাবে সময় ঠিক করিয়া লইতে হয়।

ইশার নামাজ ১২ রাকাতঃ ৪ রাকাত সুন্নত, ৪ রাকাত ফরয, ২ রাকাত সুন্নত ও ২ রাকাত নফল। ইশার নামাজের ফরযের পূর্বে ৪ রাকাত সুন্নত নামাজ পড়িলে বেশুমার ছওয়াব হয়; না পড়িলে কোন গুনাহ্ নাই; তবে পড়া উত্তম।

ইশার ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্বাআ রাক্য়াতে ছালাতিল্ ইশায়ে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্বর।

এই ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায়।

ইশার ৪ রাকাত ফরয নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আরবাআ রাকআতে ছালাতিল্ ইশায়ে ফারদোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

এই ৪ (চার) রাকাত ফরয নামাজের প্রথম ২ রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায় এবং শেষের ২ রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়িতে হয়।

ইশার ২ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়তঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্য়াতাই ছালাতিল্ ইশায়ে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

এই ২ রাকাত সুন্নত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে যে কোন সূরা পড়িতে পারা যায়।

২ রাকাত নফল নামাজ-এর নিয়ত ও নিয়ম যোহরের নফল নামাজের অনুরূপ। (১৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

বিত্র নামাজ

বিত্র নামাজ তিন রাকাত। ইহা ইশার নামাজের পর পড়িতে হয় এবং ছোব্হে কাজেব পর্য্যন্ত পড়ার সময় থাকে। বিত্র নামাজের নিয়ত নীচে দেওয়া গেল।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা ছালাছা রাক্‌য়াতে ছালাতিল্ বিত্‌রে ওয়াজিবুল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

বিত্‌র নামাজের নিয়ত বাঁধিয়া প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়িয়া তাশাহুদ পড়িয়া দুই রাকাত শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্‌লাছ পড়িয়া পুনরায় 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া কান পর্য্যন্ত হাত উঠাইবার পর হাত বাঁধিয়া দোয়া কুনূত পড়িয়া রুকু সিজদা করিয়া নামাজ শেষ করিবে।

ইশার নামাজের পর দুনিয়ার আলাপ-আলোচনা না করা বড়ই উত্তম। কারণ ইহাতে দরিদ্রতা আসে।

দোয়া কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ
وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ
بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ○

বাঃ উঃ—আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুছ্‌নি আলাইকাল্ খাইরা ওয়া নাশ্‌কুরুকা ওয়ালা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ ওয়া নাত্‌রুকু মাইঁয়্যাফ্‌জুরুকা আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছ্‌য়া ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নারজু রাহ্‌মাতাকা ওয়া নাখ্‌শা আজাবাকা ইন্না আজাবাকা বিল্ কুফ্‌ফারে মুলহিক্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! বস্তুতঃ আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই ও তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তোমার উপর ঈমান রাখি ও তোমার উপর নির্ভর

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করি ও তোমারই উত্তম প্রশংসা করি ও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমরা তোমার কুফ্‌রী করি না এবং যাহারা তোমাকে মানে না আমরা তাহাদের থেকে পৃথক হইয়া যাই ও তাহাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ্! আমরা একমাত্র তোমারই এবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ি ও সেজ্‌দা করি এবং আমরা তোমারই নৈকট্য লাভের জন্য চেষ্টা করি ও গতিশীল হই এবং আমরা তোমার রহমতের আশা রাখি ও তোমার আযাবকে (কঠোর শাস্তিকে) ভয় করি। নিশ্চয় তোমার আযাব্ কাফেরদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে।

দৈনিক নামাজের তছবীহ

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, প্রত্যেক নামাজের পর سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুব্‌হানাল্লাহ্) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্‌হামদুলিল্লাহ্) ৩৩ বার اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবর) ৩৩ বার পড়িয়া নীচের দোয়াটি একবার পড়িলে সমুদ্রের ফেনাপুঞ্জের সম-পরিমাণ পাপ হইলেও সমস্তই ক্ষমা হইবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু, লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর।

অর্থঃ— আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই, এবং সকল প্রশংসা তাঁহারই। তিনি সৃষ্ট সব কিছুর উপর সর্ব শক্তিমান।

যদি কেহ নামাজ শেষ করিয়া তওবা ও এস্তেগফার পড়িতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে উল্লেখিত তছবিহগুলি পাঠের পর পড়িতে হইবে।

জুম্‌আর নামাজ

শুক্রবার দিন যোহরের নামাজের পরিবর্তে মসজিদে গিয়া ২ রাকাত ফরয নামাজ জামাতে আদায় করিতে হয়; ইহাই জুম্‌আর নামাজ। শুক্রবার দিন জুম্‌আর নামাজের আযান হইলে সাংসারিক সমস্ত কাজ কর্ম নিষিদ্ধ হইয়া যায় এবং জুম্‌আর নামাজের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

শুক্রবার দিন গোসল করা সুন্নত। জুম্‌আর পূর্বে অযু করিয়া পাক-পবিত্র কাপড় পড়িয়া সম্ভব হইলে খুশ্‌বু মাখিয়া মসজিদে যাইবে।

আযানের পর প্রথমে ২ রাকাত **তাহিয়্যাতুল অযুর** নামাজ পড়িতে হয়।

নিয়ত নীচে দেওয়া গেলঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّحِيَّةِ

الْوُضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ—নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিত তাহিয়্যাতিল্ অযুয়ে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

তারপর ২ রাকাত **দুখূলুল মস্‌জিদ** নামাজ পড়িতে হয়।

নিয়ত নীচে দেওয়া গেলঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ

دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতে দুখূলিল্ মস্‌জিদে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বার।

তারপর ৪ রাকাত **ক্বাবলুল জুম্‌আ** পড়িতে হয়।

নিয়ত নীচে দেওয়া গেলঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে ছালাতে ক্বাব্‌লিল জুমুআতে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

ইমাম দুইটি খুতবা পড়ার পর সকলে মিলিয়া জমাতের সহিত **দুই রাকাত ফরয** নামাজ আদায় করিতে হয়। **খুত্‌বা শ্রবণ করা ওয়াজেব** সুতরাং খুত্‌বা আরম্ভ হইলে যে কোন নামাজ পড়া নিষেধ।

নিয়ত নীচে দেওয়া গেলঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَىْ

صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ فَرْضَ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছক্বেতা আন্ যিম্মাতী ফারদায্ যোহ্‌রে বি-আদায়ে রাক্‌য়াতাই ছালাতিল জুমুআতে ফারদোল্লাহে তায়ালা এক্‌তাদাইতু বিহাযাল্ ইমাম, মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

ইমাম সাহেব اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ (ইক্‌তাদাইতু বিহাযাল্ ইমাম) এর পরিবর্তে اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَّحْضُرُ (আনা ইমামুল্লিমান্ হাদারা ওয়া মাইঁয়াহ্‌দোরু) পড়িবেন।

ফরয নামাজের পর ৪ রাকাত **বা'দাল জুম্‌আ** পড়িতে হয়।

নিয়ত নীচে দেওয়া গেলঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে ছালাতে বা'দাল জুমুআতে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

তারপর ২ রাকাত **ওয়াক্তিয়া সুন্নত** নামাজ পড়িতে হয়।

নিয়ত নীচে দেওয়া গেল ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ ওয়াক্তে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

তারপর ২ রাকাত **নফল নামাজ** পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে। ইহার নিয়ত ও নিয়ম যোহরের নফল নামাজের অনুরূপ। (১৯ পৃষ্ঠা দেখুন)

বিঃ দ্রঃ— *কোন কোন আলেম বর্তমানে বা'দাল জুম্‌আ নামাজের পর ৪ রাকাত* ***আখেরী যোহর*** *নামাজ পড়িবার জন্য মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে দারুল ইসলাম হইলে এই ৪ রাকাত নামাজ পড়িতে হয় না।*

একাকী নামাজ পড়ার নিয়ম

ফজরের ২ রাকাত নিয়তের ফরয নামাজ নিম্নলিখিত নিয়মে পড়িতে হয়। নামাজের পূর্বে উত্তমরূপে অযু করিয়া পাক পবিত্র কাপড় পরিধান করিয়া কেব্‌লামুখী হইয়া দাঁড়াইবে। জায়নামাজের উপর দুই পায়ের মধ্যে চারি আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখিয়া দাঁড়াইবে। দুই হাত নীচের দিকে ঝুলাইয়া মনে মনে নিম্নের দোয়া পড়িবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

বাঃ উঃ— ইন্নী ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাতারাছ্ ছামাওয়াতে ওয়াল্ আরদা হানিফাঁও ওয়ামা আনা মিনাল্ মুশ্‌রেকীন।

অর্থ ঃ— আমি সকল বাতেল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার মুখমণ্ডল ঐ সত্বার দিকে নিবদ্ধ করিলাম যিনি আকাশসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নহি।

তারপর ফজরের ফরয নামাজের নিয়ত নিম্নলিখিত ভাবে করিবে।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ
فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ
اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ ফাজ্‌রে ফারদোল্লাহে তায়ালা মোতায়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

অতঃপর দুই হাতের তালু ও অঙ্গুলীগুলি কেব্‌লামুখী রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা দুই কান স্পর্শ করিয়া **"আল্লাহু আক্‌বর"** বলিয়া নাভীর নীচে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখিয়া নিয়ত বাঁধিবে।

'আল্লাহু আক্‌বর' তক্‌বীরটিকে তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলা হয়। এই আল্লাহু বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা কান স্পর্শ করিবে এবং আক্‌বর বলার সময় হাত বাঁধিবে। এই সময় মন হইতে দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা দূর করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার দিকে মনকে রুজু করিতে হইবে। তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া নিয়ত বাঁধার পর নীচের দোয়াটি পড়িবে। এই দোয়াটিকে **ছানা** বলা হয়।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং তোমার নাম অত্যন্ত বরকতময় এবং তোমার মহত্ব অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) নাই।

তারপর اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতোয়ানির রাজীম) এবং بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিছ্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম) পড়িয়া সূরা ফাতিহার পরে যে কোন একটি সূরা পড়িবে (উদাহরণ স্বরূপ সূরা 'ওয়াদ্দোহা' পড়িতে পারা যায়) তৎপর 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া রুকুতে গিয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ (সুব্হানা রাব্বিয়াল আযীম) ৩, ৫ অথবা ৭ বার পড়িবে। তারপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (সামিয়াল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্) বলিয়া দাঁড়াইয়া رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ) পড়িবে, তারপর 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া সিজ্দায় যাইয়া سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (সুব্হানা রাব্বিয়াল্ আ'লা) ৩, ৫ অথবা ৭ বার পড়িবে। তারপর 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া উঠিয়া বসিবে। তারপর 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া দ্বিতীয় বার সিজ্দায় গিয়া ৩, ৫ অথবা ৭ বার 'সুব্হানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়িবে। তারপর 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া 'বিছ্মিল্লাহির্ রাহ্মানির্ রাহীম' সহ সুরা ফাতিহা পড়িয়া সূরা وَالضُّحٰى (ওয়াদ্দোহা) হইতে নীচের দিকে যে কোন একটি সূরা পড়িবে (উদাহরণ স্বরূপ সূরা 'ফীল' পড়িতে পারা যায়)। তারপর 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া প্রথম রাকাতের মত রুকু ও সিজ্দা করিয়া বসিয়া নিম্নের তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়িবে।

তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ

اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا

وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ٥ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا

اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ٥

বাঃ উঃ— আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহে ওয়াছ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যেবাতু আছ্ছালামু আলাইকা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আছ্ছালামু আলাইনা ওয়া আলা এবাদিল্লাহিছ্ ছালেহীন। আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

অর্থঃ মৌখিক, শারীরিক এবং আর্থিক (হালাল মাল খরচ জনিত) এবাদত একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। হে প্রিয় নবী! আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহ্ তায়ালার রহমত ও সব রকমের বরকত বর্ষিত হউক। আমাদের উপর এবং আল্লাহ্ তায়ালার নেক ও সৎ বন্দাদের (মানুষ, জ্বিন ও ফেরেশ্তাগণের) উপরও শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ (এবাদতের যোগ্য) নাই এবং ইহাও সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয়ই হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার বন্দা ও তাঁহার রাছুল।

দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ

عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন্ কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক্ আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁহার আওলাদের (বংশধরগণের) উপর রহমত নাযিল কর, যেরূপ হযরত ইব্রাহীম আলাইহেছ্ছালাম ও তাঁহার আওলাদের উপর রহমত নাযিল করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সুমহান। হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁহার আওলাদের উপর বরকত নাজিল কর, যেরূপ হযরত ইব্রাহীম আলাইহেছ্ছালাম ও তাঁহার আওলাদের উপর বরকত নাযিল করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সুমহান।

দরূদ শরীফ পড়ার পর নীচের দুইটি দোয়ায়ে মাছুরার মধ্যে যে কোন একটি পড়িবে।

(১) اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্তু নাফ্ছি জুল্মান কাছীরাওঁ ওয়া লাইয়াগফিরুজ্জুনুবা ইল্লা আন্তা ফাগ্ফির্লী মাগ্ফিরাতাম্মিন্ এন্দেকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল্ গাফুরুর্ রাহীম।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! আমি আপন নফছের (দেহ ও আত্মার) উপর বহু জুলুম করিয়াছি, আর তুমি ছাড়া কেহই পাপসমূহ ক্ষমা করিতে পারিবে না। অতএব, তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হইতে ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমাকে দয়া কর। বস্তুতঃ তুমিই অতি ক্ষমাকারী মহান দয়ালু।

(২) اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাগ্ফির্লী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়্যা ওয়া লিমান তাওয়ালাদা ওয়ালে জামীয়িল মো'মেনীনা ওয়াল্ মো'মেনাতে ওয়াল্ মোছ্লেমীনা ওয়াল্ মোছ্লেমাতে আল্ আহ্ইয়ায়ে মিন্হুম্ ওয়াল্ আম্ওয়াতে বিরাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার্ রাহেমীন।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যাহারা আমাকে লালন পালন করিয়াছে তাহাদিগকে, এবং সকল মু'মেন নরনারীদেরকে ও মুসলমান নরনারীদেরকে, তাহাদের মধ্যে জীবিত ও মৃতদেরকে, তোমার করুণা দ্বারা। হে সকল দয়াশীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়ার পর 'আছ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্' বলিয়া ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া ডান কাঁধের ফেরেশ্তাকে সালাম দিবে। পুনরায় 'আছ্ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ্' বলিয়া বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া বাম কাঁধের ফেরেশ্তাকে সালাম দিবে। এইভাবে ২ রাকাত ফরয নামাজ শেষ করিয়া তছ্বীহ ও দরূদ শরীফ পড়িয়া মুনাজাত করিবে।

২ রাকাত নিয়তের সুন্নত নামাজ এবং ২ রাকাত নিয়তের নফল নামাজও এই একই নিয়মে পড়িতে হয়।

বিঃ দ্রঃ— *হানাফী মযহাব মতে তাশাহুদ পড়িবার সময় 'লা' বলার সময় শাহাদত আঙ্গুল উঠাইতে হয় এবং 'ইলাহা' বলা পর্য্যন্ত আঙ্গুল খাড়া রাখিতে হয়। 'ইল্লা' বলার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিয়া দিতে হয়। শাহাদত আঙ্গুল উঠাইবার নিয়ম এই যে তাশাহুদ পড়ার সময় যখন 'লা' কলেমার নিকটবর্তী হইবে তখন কনিষ্ঠাঙ্গুল ও তাহার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে হাতের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া দিবে এবং মধ্যমা আঙ্গুলের মাথা ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা গোলাকার ভাবে স্পর্শ করিয়া "লা" বলার সময় শাহাদত আঙ্গুল উঠাইয়া 'ইলাহা' বলা পর্য্যন্ত রাখিতে হয় এবং 'ইল্লা' বলার সঙ্গে সঙ্গে ফেলিয়া দিতে হয়। সাথে সাথে সমস্ত আঙ্গুলগুলি সোজা করিয়া ফেলিবে।*

শাফেয়ী মযহাব মতে তাশাহুদ পড়ার সময় "ইল্লাল্লাহু" বলার সময় শাহাদত আঙ্গুল উঠাইবে। 'লা ইলাহা' বলার সময় নহে।

চারি রাকাত নিয়তের ফরয নামাজ একাকী পড়িতে হইলে নিম্নলিখিত নিয়মে পড়িতে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ যোহরের ৪ রাকাত ফরয নামাজের নিয়ম দেওয়া গেল। অযু করিয়া নামাজের মোছাল্লায় দাঁড়াইয়া দোয়া পড়িয়া এই নিয়ত করিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ০

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্বাআ রাক্য়াতে ছালাতিয্ যোহ্‌রে ফার্‌দোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

২ রাকাত ফরয নামাযের মত সূরা ফাতিহার সহিত অন্য সূরা মিলাইয়া প্রথম ২ রাকাত নামাজ পড়ার পর বসিয়া শুধু আত্তাহিয়্যাতু দোয়াটি পড়িয়া 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া উঠিয়া বাকী ২ রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা (আল্‌হামদু সূরা) পড়িয়া রুকু-সিজ্‌দা করিয়া চারি রাকাতের পর শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবে।

মাগ্‌রিবের ৩ রাকাত ফরয নামাজ চারি রাকাত ফরয নামাজের মত; প্রথম ২ রাকাত শেষ করিয়া তৃতীয় রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা (আল্‌হামদু সূরা) পড়িয়া রুকু-সিজ্‌দা করিয়া আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া ছালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবে।

চারি রাকাত সুন্নত ও নফল নামাজ চারি রাকাত ফরয নামাজের ন্যায় আদায় করিতে হয়। শুধু পার্থক্য এই যে, ৪ রাকাত ফরয নামাজের প্রথম ২ রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা বা ৩ আয়াত পরিমাণ পড়িতে হয় এবং শেষের ২ রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা (আল্‌হামদু সূরা) পড়িতে হয়। কিন্তু ৪ রাকাত সুন্নত ও নফল নামাজের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা বা ৩ আয়াত পরিমাণ পড়িতে হয়।

স্ত্রীলোকের নামাজ পড়িবার নিয়ম

নামাজ পড়ার নিয়মের মধ্যে কয়েকটি কাজে পুরুষের সাথে স্ত্রীলোকের পার্থক্য রহিয়াছে। যে সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া স্ত্রীলোক নামাজ আদায় করিবে তাহা নীচে দেওয়া গেল ঃ—

১। স্ত্রীলোকেরা তক্‌বীরে তাহ্‌রীমার সময় হাত কাঁধ পর্য্যন্ত উঠাইবে এবং

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছীনার উপর ছাতীর (স্তনের) নীচে বাম হাতের কব্‌জি রাখিয়া উহার উপর ডান হাতের কব্‌জি রাখিবে।

২। রুকুতে বেশী ঝুকিবে না। এতটুকু ঝুকিবে যাহাতে হাত হাঁটু পর্য্যন্ত পৌছে। পিঠ সোজা করিবে না। হাত দ্বারা হাঁটুতে বেশী ভর দিবে না। হাঁটুতে হাতের আঙ্গুল মিলাইয়া রাখিবে। পা একটু ঝুকাইয়া রাখিবে। পুরুষের ন্যায় সোজা করিবে না।

৩। সেজ্‌দা করিবার সময় সঙ্কুচিত হইয়া সেজ্‌দা করিবে। সেজ্‌দার সময় বাহু শরীরের সাথে, পেট রানের সাথে, রান হাঁটুর নলার সাথে এবং হাঁটুর নলা নামাজের জায়গার সাথে মিলাইয়া রাখিবে। অর্থাৎ সেজ্‌দার সময় মাথা ব্যতীত সমস্ত অঙ্গ মিলাইয়া সেজ্‌দা দিতে হইবে।

৪। নামাজের বৈঠকে স্ত্রীলোকগণ পা দুইটি ডান দিকে বাহির করিয়া দিয়া বাম নিতম্বের উপর বসিবে এবং হাত দুইটি রানের উপর এমন ভাবে রাখিবে যাহাতে হাতের আঙ্গুলগুলির মাথা হাঁটু পর্য্যন্ত পৌছে। আঙ্গুল স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবে।

৫। স্ত্রীলোকেরা কোন অবস্থায় ক্বেরাত শব্দ করিয়া পড়িবে না।

স্ত্রীলোকেরা উল্লেখিত নিয়মে নামাজ আদায় করিবে এবং নামাজের ভিতর আউজুবিল্লাহ্, বিছ্‌মিল্লাহ্, ছানা, ক্বেরাত, তছ্‌বীহ্, তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়া মাছুরা ইত্যাদি পুরুষ একাকী নামাজ পড়িবার সময় যে ভাবে পড়ে সে ভাবে পড়িবে।

ইমামের সহিত জমাতে নামাজ পড়ার নিয়ম

একাধিক লোক একত্রে মিলিতভাবে নামাজ পড়াকে জমাত বলে। জমাতে যিনি সম্মুখে থাকিয়া নামাজ পড়ান, তাঁহাকে ইমাম বলে। যাহারা পিছনে থাকিয়া ইমামের অনুসরণ করে, তাহাদিগকে মোক্তাদি বলে। মোয়াজ্জিন বা অন্য কেহ একামত বলিবে; যখন حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ্) বলিবে, তখন সকলে দাঁড়াইয়া যাইবে এবং কাতার সোজা করিবে। যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (ক্বাদকা মাতিচ্ছালাহ্) বলিবে, তখন ইমাম নামাজের নিয়ত করতঃ তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া হাত বাঁধিবেন। ইমাম 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া নিয়ত বাঁধার পর মোক্তাদিগণ নামাজের নিয়ত বাঁধিবে। ইমাম 'আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া নিয়ত বাঁধার পূর্বে মোক্তাদিগণ নামাজের নিয়ত বাঁধিলে, মোক্তাদির নামাজ মোটেই আদায় হইবে না। সুতরাং ইমাম নিয়ত বাঁধার পর মোক্তাদিগণ নিয়ত বাঁধিবে। উদাহরণ স্বরূপ ইমামের জন্য যোহরের নামাজের নিয়ত পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল ঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

রাকাত নামাজ শেষ করিবে। মছ্বুক যদি ২ রাকাত না পায় তাহা হইলে উক্তভাবে 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া উঠিয়া সেই দুই রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা মিলাইয়া নামাজ শেষ করিবে। মছ্বুক যদি তিন রাকাত না পায় তাহা হইলে ইমাম উভয় দিকে ছালাম ফিরাইবার পর দাঁড়াইয়া প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা মিলাইয়া পড়িয়া বসিবে ও তাশাহুদ পড়িবে। তারপর দাঁড়াইয়া দ্বিতীয় রাকাতেও সূরা ফাতিহার পর যে কোন একটি সূরা পড়িয়া দ্বিতীয় রাকাত শেষ করিয়া তৃতীয় রাকাতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে।

মাগ্‌রিবের তিন রাকাত ফরয নামাজের মধ্যে মছ্বুক যদি এক রাকাত না পায় তাহা হইলে উল্লেখিত নিয়মে সেই এক রাকাত নামাজ শেষ করিবে। মছ্বুক যদি দুই রাকাত না পায় তাহা হইলে ইমাম উভয় দিকে সালাম ফিরাইবার পর উঠিয়া সূরা ফাতিহার পরে যে কোন একটি সূরা পড়িয়া বসিবে এবং তাশাহুদ পড়িয়া উঠিয়া দ্বিতীয় রাকাতেও সূরা ফাতিহার পর যে কোন একটি সূরা পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে।

ফজরের দুই রাকাত ফরয নামাজে মছ্বুক যদি এক রাকাত না পায় তাহা হইলে ইমাম উভয় দিকে সালাম ফিরাইবার পর উঠিয়া সেই এক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর যে কোন একটি সূরা মিলাইয়া নামাজ শেষ করিবে।

মছ্বুক যদি ইমামকে শেষ বৈঠকে পায়, তাহা হইলে ইমাম উভয় দিকে সালাম ফিরাইবার পর দাঁড়াইয়া সম্পূর্ণ নামাজ একাকী নামাজ পরিবার মত আদায় করিবে।

নামাজের জ্ঞাতব্য বিষয়

নামাজের মধ্যে ১৩টি ফরয আছে। এই ১৩টি ফরযের যে কোন একটি বাদ পড়িলে নামাজ নষ্ট হইয়া যায় এবং পুনরায় দোহরাইয়া পড়িতে হয়।

১৩টি ফরয নিম্নে দেওয়া গেল

১। নামাজের নিয়ত করা। ২। তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা অর্থাৎ 'আল্লাহু আক্বর' বলিয়া নামাজ আরম্ভ করা। তাহ্‌রীমা শব্দের অর্থ হারাম করিয়া দেওয়া। তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া নামাজ আরম্ভ করার সাথে সাথে জগতের সমস্ত বিষয়ের খেয়াল, দুনিয়ার কোন বস্তুর সাহায্য লওয়া, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থিক, পানাহার, কথাবার্ত্তা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ ও চিন্তা নামাজ পড়া কালীন মন

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

হইতে দূর করিয়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌ তায়ালার দিকে খেয়াল ও ধ্যান রাখিতে হয় বলিয়া এই 'আল্লাহু আক্বর' তক্‌বীরকে তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলা হয়। তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলিয়া নামাজ আরম্ভ করার পর দুনিয়ার কোন উপকরণ অথবা মাইকের সাহায্য লওয়া হইলে তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ভঙ্গ হইয়া যায় এবং তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা ভঙ্গ হইলে নামাজও ভঙ্গ হইয়া যায়। ৩। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীর পাক হওয়া। ৪। পরিধানের পোষাক পবিত্র হওয়া। ৫। নামাজের স্থান পবিত্র হওয়া। ৬। নাভী হইতে পায়ের গিরার উপর পর্য্যন্ত শরীর কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখা। মেয়েলোকদের জন্য মুখ, হাতের পাতা ও পায়ের পাতা ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখা। ৭। পবিত্র কা'বা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া। ৮। দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া। দাঁড়াইয়া পড়িতে অক্ষম হইলে বসিয়া এবং বসিয়া অক্ষম হইলে শুইয়া নামাজ পড়া যায়। বিনা কারণে ফরয নামাজ বসিয়া পড়িলে তাহা আদায় হইবে না। তবে কারণ বশতঃ পড়িতে পাড়া যায়। নফল নামাজ বিনা কারণেও বসিয়া পড়া যায়। ৯। কোরান শরীফ মুখস্ত পাঠ করা (কোরান শরীফ সম্মুখে খুলিয়া দেখিয়া দেখিয়া নামাজ পড়িলে তাহা আদায় হইবে না)। ১০। রুকু করা। ১১। সিজ্‌দা করা। সিজ্‌দার সময় নাক ও কপাল ভূমির সঙ্গে লাগাইতে হইবে। ১২। শেষ বৈঠক করা। যেই বৈঠকে তাশাহুদ, দরূদ ও দোয়া মাছুরা পড়িতে হয় তাহাকে শেষ বৈঠক বলে। ১৩। নামাজীর কোন কাজ করিয়া নামাজ ভঙ্গ করা।

নামাজের ১২টি ওয়াজেব

যথাঃ— ১। নিয়ম কানুনের প্রতি (তরতীবের প্রতি) লক্ষ্য রাখিয়া নামাজ পড়া। ২। রুকু-সিজ্‌দায় কিছুক্ষণ দেরী করা। ৩। রুকু ও সেজ্‌দা যথাযথ ভাবে (নিয়মানুযায়ী) পালন করা। ৪। দুই রাকাতের পর বসা। অর্থাৎ নামাজ ৪ রাকাত, ৩ রাকাত অথবা ৮ রাকাত হইলে ২ রাকাতের পর বসা। ৫। আত্তাহিয়্যাতু পড়া। ৬। সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করা। ৭। বিত্‌রের নামাজে দোয়া কুনুত পড়া। ৮। দুই ঈদের প্রত্যেক নামাজে অতিরিক্ত ৬ (ছয়) তক্‌বীর বলা। ৯। মাগ্‌রিব ও ঈশার নামাজের প্রথম দুই রাকাতে, ফজরের দুই রাকাত ফরয নামাজে, জুমার নামাজে, দুই ঈদের নামাজ ও তারাবীহের নামাজে ইমামকে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা এবং যোহর ও আছরের নামাজে চুপে চুপে কেরাত পাঠ করা। ১০। সূরা ফাতিহা পড়া। ১১। সূরা ফাতিহার সহিত যে কোন একটি সূরা অথবা একটি বড় বা তিনটি ছোট আয়াত পড়া। ১২। ফরয নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা কেরাত পাঠ করা।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উক্ত ১২টি ওয়াজিবের মধ্যে যে কোন একটি বাদ পড়িলে সিজ্‌দায়ে ছহু বা ভুল সংশোধনী সিজ্‌দা দিতে হয়।

সিজ্‌দায়ে ছহু দিবার নিয়ম

শেষ বৈঠকে শুধু তাশাহুদ পাঠ শেষ করিয়া ডানদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার 'আছ্‌ছালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্‌' বলিবে। তারপর নামাজের সিজ্‌দার মত দুই সিজ্‌দা দিবে এবং প্রত্যেক সিজ্‌দায় তিনবার তছ্‌বীহ্‌ পাঠ করিবে। তারপর বসিয়া তাশাহুদ, দরূদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়িয়া যথারীতি ডানে ও বামে সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিবে।

তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে দুই রাকাতের পর তাশাহুদ পড়িবার সময় দরূদ শীরফ হইতে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন্‌' পর্য্যন্ত পড়িলেও সিজ্‌দায়ে ছহু দিতে হয়।

নীচের কাজগুলি নামাজের সুন্নত

১। আল্লাহু আক্‌বর (তাক্‌বীরে তাহ্‌রীমা) বলার সময় পুরুষ কানের লতি পর্য্যন্ত এবং স্ত্রীলোক কাঁধ বরাবর দুই হস্ত উত্তোলন করা এবং হস্ত উত্তোলন করিবার সময় আঙ্গুলগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখা। ২। ইমাম বড় আওয়াজে তক্‌বীর বলা এবং তক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পর ফরয, সুন্নত, বিত্‌র, নফল, তারাবীহ্‌ ইত্যাদি যাবতীয় নামাজে ইমাম, মোক্তাদি এবং একা নামাজী প্রত্যেকেরই ছানা পড়া। ৩। তারপর চুপে চুপে আউযুবিল্লাহ ও বিছ্‌মিল্লাহ সম্পূর্ণ পড়া। ৪। ইমাম, মোক্তাদি ও একা নামাজী সূরা ফাতিহার পর 'আমীন' বলা ৫। জমাতে ইমাম কেরাত বড় করিয়া পড়ার সময় وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলা শেষ করিলে মোক্তাদিগণ প্রত্যেকে নিঃশব্দে 'আমীন' বলা। ৬। পুরুষ ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখিয়া নাভীর নীচে বাম হাতের তালু দ্বারা ধরা। স্ত্রীলোক বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর রাখিয়া বাম হাতের তালু দ্বারা সীনা চাপিয়া ধরা। ৭। রুকুতে যাইবার সময় তক্‌বীর বলা এবং রুকুতে দুই হাতের তালু দ্বারা আঙ্গুলগুলি নীচের দিকে রাখিয়া দুই হাটুর মালা চাপিয়া ধরা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৮। রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ৩ বার বলা। ৯। রুকু হইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার সময় একা নামাজী سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ও رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ উভয়ই বলা এবং ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলার সময় মোক্তাদীগণ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলা। ১০। সিজ্‌দায় যাইবার সময় তক্‌বীর বলিয়া যাওয়া এবং সিজ্‌দায় হস্তদ্বয় ও হাটুদ্বয় জমিনে রাখা। ১১। সিজ্‌দায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ৩ বার বলা। ১২। সিজ্‌দা হইতে তক্‌বীর বলিয়া উঠিয়া পুরুষ বাম পা বিছাইয়া ডান পা খাড়া করিয়া বাম পায়ের উপর বসা এবং স্ত্রীলোক নীতম্বের উপর বসিয়া পদদ্বয় ডান দিকে বাহির করিয়া দেওয়া। ১৩। দুই সিজ্‌দার মধ্যবর্তী সময়ে সোজা হইয়া বসা এবং রুকু হইতে সোজা হইয়া দাঁড়ান। ১৪। শেষ বৈঠকে দরূদ ও দোয়া মাছুরা পাঠ করা। ১৫। তারপর ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করা।

নামাজের মধ্যে নিম্নলিখিত কাজগুলি মোস্তাহাব

১। নামাজের মধ্যে যথাসাধ্য হাঁচি বন্ধ করার চেষ্টা করা ও হাই আসিলে মুখে হাত রাখা।২। জমাতে নামাজ পড়িবার সময় حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলিবার সময় নামাজের জন্য দাঁড়ান এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ বলার সময় ইমামকে নামাজ আরম্ভ করা। ৩। রুকুতে মাথা ও পিঠ সোজা রাখা এবং সিজ্‌দায় যাইবার সময় প্রথমে দুই হাটু তারপর দুই হাত, পরে নাক অতঃপর কপাল মাটিতে রাখা। উঠিবার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক উত্তোলন করা। ৪। সিজ্‌দা হইতে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইলে দুই হাতের তালু দ্বারা দুই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাটুর মালাতে ভর দিয়া উঠা। ৫। নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে চারি আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা। ৬। বৈঠকে দুই জানুর উপর দুই হাত রাখা। ৭। বেজোড় সংখ্যা তছ্‌বীহ্‌ পাঠ করা। ৮। সিজ্‌দায় পেট হইতে বাজু পৃথক রাখা ও পেটকে রান হইতে পৃথক রাখা এবং রানকে নলা হইতে পৃথক রাখা। কিন্তু স্ত্রীলোকের এই সমস্তের বিপরীত করা অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্গ মিলাইয়া রাখা। ৯। দাঁড়ান অবস্থায় সিজ্‌দার জায়গায় দৃষ্টি রাখা। ১০। রুকুতে পায়ের পিঠের উপর দৃষ্টি রাখা। ১১। বসা অবস্থায় দুই রানের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টি রাখা ১২। নামাজের নিয়ত বাঁধিবার সময় চাদরের মধ্য হইতে হাত বাহির করা।

নিম্নলিখিত কাজগুলি করিলে নামাজ মকরূহ হয় অর্থাৎ দোষণীয় হয়।

১। মাথার উভয় পার্শ্বে অথবা কাঁধের উভয় দিকে কাপড় বা চাদর ইত্যাদি ঝুলাইয়া রাখা। ২। কপালের ধূলা-বালি নামাজ পড়াকালিন ঝাড়িয়া ফেলা। ৩। সম্মুখের কাতারে জায়গা থাকা স্বত্বেও পিছনে একা দাঁড়ান। ৪। সম্মুখে, ডানে, বামে অথবা মাথার উপরে জীব জন্তুর ছবি থাকা। ৫। সূরা পড়া শেষ না হইতেই রুকুতে যাওয়া। ৬। আকাশের দিকে দৃষ্টি করা। ৭। আঙ্গুল ফুটান। ৮। ডানে-বামে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অথবা টেরা চোখে দেখা। ৯। সিজ্‌দার সময় পুরুষের উভয় হাত মাটিতে বিছাইয়া দেওয়া। ১০। টুপী বা পাগড়ী ব্যতীত খালি মাথায় নামাজ পড়া। ১১। সিজ্‌দা হইতে উঠিবার সময় মাটিতে ভর করিয়া উঠা। ১২। জামার আস্তিন গুটাইয়া নামাজ পড়া। ১৩। পায়খানা-প্রস্রাব অথবা বায়ুর বেগ লইয়া নামাজ পড়া। ১৪। বিনা কারণে কাশি দেওয়া। ১৫। কাপড় দ্বারা নাক, মুখ ঢাকিয়া রাখা। ১৬। জীব-জন্তু অথবা মানুষের ছবিযুক্ত কাপড় পড়িয়া নামাজ পড়া। ১৭। জামার বোতাম খোলা রাখা। ১৮। নামাজ পড়িবার জন্য মসজিদে স্থান নির্দিষ্ট করিয়া রাখা। ১৯। নামাজ পড়িবার সময় লুঙ্গি অথবা পায়জামা উপরের দিকে টান দেওয়া। ২০। উরু (রান) পেটের সঙ্গে মিলাইয়া সিজ্‌দা করা। ২১। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এদিক সেদিক নড়া-চড়া করা। ২২। সিজ্‌দায় যাইবার সময় বিনা কারণে হাটুর পূর্বে হাত মাটিতে রাখা। ২৩। আজানের পর প্রথম জমাতে ইমাম মেহ্‌রাব ছাড়িয়া অন্য জায়গায় নামাজ পড়া। ২৪। জমাতে নামাজ পড়িবার সময় বাম দিকে লোক বেশী হওয়া। ২৫। নামাজ পড়িবার সময় থুথু ফেলা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাজ ভঙ্গের কারণ

নিম্নলিখিত কারণে পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েরই নামাজ ভঙ্গ হয়।

১। নামাজের ১৩টি ফরযের যে কোন একটি বাদ পড়িলে। ২। নামাজের মধ্যে কথা বলিলে। ৩। সালাম দিলে অথবা সালামের উত্তর দিলে। ৪। হাঁচির জওয়াবে يَرْحَمُكَ اللهُ বলিলে। ৫। উচ্চহাস্য করিলে। ৬। কষ্ট বা বিপদের কারণে উচ্চস্বরে কাঁদিলে। ৭। উহ্‌ আহ্‌ শব্দ করিলে। ৮। কিছু খাইলে বা পান করিলে ৯। কোরান শরীফ দেখিয়া পড়িলে। ১০। মোক্তাদি ইমামের অগ্রবর্তী হইলে। ১১। আমলে কাছীর করিলে অর্থাৎ নামাজে এমন কাজ করা যাহা দেখিলে অন্যে মনে করিবে যে, সে নামাজে নহে এবং উভয় হাতে কাজ করাও আমলে কাছীরের মধ্যে শামিল। ১২। স্ত্রীলোক নামাজ পড়া অবস্থায় সন্তান দুধ পান করিলে। ১৩। ইমাম নিজের মোক্তাদি ছাড়া অন্যের লোকমা গ্রহণ করিলে। ১৪। নামাজের ক্বেরাতে এমন ভুল হইলে যাহা দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হইয়া যায়। ১৫। সুসংবাদে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ও দুঃসংবাদে اِنَّا لِلّٰهِ বলিলে।

ক্বাজা নামাজ

বিশেষ কারণ বশতঃ কোন ওয়াক্তের নামাজ তাহার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়িতে না পারায় উহা পরে আদায় করাকে ক্বাজা বলে।

কোন অনিবার্য্য কারণ বশতঃ অথবা ভুল বশতঃ নামাজ ক্বাজা হইলে ক্বাজা নামাজ আদায় করার পর ক্বাজা হওয়ার দরুণ যে গুনাহ্‌ হইয়াছে তজ্জন্য গুনাহ্‌ মাফ চাহিয়া আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট তওবা করিতে হইবে।

নীচে ক্বাজা নামাজের নিয়ম দেওয়া গেল

তরতীব অনুযায়ী ক্বাজা নামাজ আদায় করিতে হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির ফজর ও যোহরের নামাজ ক্বাজা হইল। তাহা হইলে তাহাকে আছরের নামাজ পড়িবার সময় প্রথমে ফজর তারপর যোহরের ক্বাজা আদায় করিয়া তারপর আছরের নামাজ পড়িতে হইবে। পাঁচ ওয়াক্ত পর্য্যন্ত নামাজ ক্বাজা হইলে এই

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ধারাবাহিক তরতীব পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির যে কোন ওয়াক্ত হইতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ক্বাজা হয়, তাহা হইলে এই পাঁচ ওয়াক্তের পরে যেই ওয়াক্তের নামাজ আসিবে সেই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করিবার সময় প্রথমে পূর্বের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ধারাবাহিকভাবে আদায় করিয়া তারপর সেই ওয়াক্তের নামাজ আদায় করিবে। ক্বাজা নামাজ আদায়ের পূর্বে ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়িলে উহা শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উল্লেখিত তরতীব পালন করিতে হয় না।

১। ক্বাজা নামাজের কথা স্মরণ না থাকায় ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করিল, এমতাবস্থায় ওয়াক্তিয়া নামাজ শুদ্ধ হইয়া যাইবে।

২। যদি সময় এমন সংকীর্ণ হয় যে ক্বাজা আদায় করিলে ওয়াক্তিয়া নামাজ ক্বাজা হওয়ার পূর্ণ আশংকা রহিয়াছে, এমতাবস্থায় ওয়াক্তিয়া নামাজ আদায় করিবে।

৩। যদি ক্বাজা নামাজ ছয় বা ততোধিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তরতীব পালন করা আবশ্যক নহে। ছয় বা ততোধিক ওয়াক্তের নামাজ ক্বাজা হইলে ফজরের ক্বাজা ফজরের সময়, যোহরের ক্বাজা যোহরের সময় এবং আছরের ক্বাজা আছরের সময় এইভাবে আদায় করিতে হইবে।

ফরযের ক্বাজা আদায় করা ফরয। তদ্রূপ ওয়াজেব ও সুন্নতের ক্বাজা আদায় করা ওয়াজেব ও সুন্নত।

নীচে ফজরের ক্বাজা নামাজের নিয়ত দেওয়া গেল

نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ

الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উক্বদিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল্ ফাজরিল্ ফায়েতাতে ফার্‌দোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

মাগ্‌রিবের ফরয নামাজের ক্বাজা নিয়ত করিতে হইলে "রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ ফাজরিল্ ফায়েতাতে" এর পরিবর্তে "ছালাছা রাকাতে ছালাতিল্ মাগ্‌রিবিল্ ফায়েতাতে" বলিতে হইবে।

চার রাকাত যোহরের ফরয নামাজের ক্বাজা নিয়ত করিতে হইলে "ছালাছা রাকাতে ছালাতিল্ মাগ্‌রিবিল্ ফায়েতাতে" এর পরিবর্তে "আর্‌বাআ রাকাতে ছালাতিয্ যোহ্‌রিল্ ফায়েতাতে" বলিতে হইবে।

আছর ও ইশার ফরয নামাজের ক্বাজা নিয়ত করিতে হইলে শুধু "যোহরিল্ ফায়েতাতে" এর পরিবর্তে "আছরিল্ ফায়েতাতে" অথবা "ইশা-ইল্ ফায়েতাতে" বলিতে হইবে।

ফজরের ২ রাকাত সুন্নত পড়িয়া যদি ফজরের ফরয নামাজ না পাইবার আশংকা থাকে তাহা হইলে সুন্নত না পড়িয়া জমাতে শামিল হইবে। কিন্তু যদি মনে হয় যে সুন্নত পড়িয়া জমাতে ফরয এক রাকাত পাইবে, তাহা হইলে সুন্নত পড়িয়া জমাতে শামিল হইবে।

ফরয ব্যতীত শুধু ফজরের সুন্নত ফওত হইয়া গেলে এই সুন্নতের ক্বাজা সূর্য্যোদয়ের পর হইতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্য্যন্ত পড়া উত্তম। যদি সুন্নত ও ফরয উভয়ই ফওত হইয়া যায় তাহা হইলে ফরয ও সুন্নত উভয়ই যোহরের নামাজের পূর্ব পর্য্যন্ত ক্বাজা আদায় করিতে পারা যায়।

যদি জমাতে শামিল হওয়ার দরুণ যোহরের চার রাকাত সুন্নত পড়িতে পারা না যায়, তাহা হইলে উক্ত চারি রাকাত সুন্নত ফরযের পর যে দুই রাকাত সুন্নত আছে তাহা পড়িবার পর আদায় করিবে।

যদি কোন অনিবার্য কারণ বশতঃ জুমার নামাজ পড়িতে পারা না যায় তাহা হইলে জুমার নামাজের পরিবর্তে যোহরের নামাজ আদায় করিতে হইবে এবং জুমার নামাজ ক্বাজা হওয়ার দরূণ কিছু টাকা পয়সা অথবা আটা বা চাউল কাফ্‌ফারা হিসাবে আদায় করিতে হইবে।

নামাজ পড়িবার জন্য সূরা ফাতিহা সহ কতগুলি সূরা বা আয়াত অবশ্যই মুখস্ত করিয়া রাখিতে হয়। পরবর্তী সূরাগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিলে নামাজ পড়িতে আর কোন অসুবিধা হইবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা ফাতিহা (AL-FATIHA)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

[আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি যিনি পরম করুণাময় মহান দয়ালু]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لا اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ لا مٰلِكِ
يَوْمِ الدِّيْنِ ○ ط اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ ط اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ لا صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ○ لا
غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○ ع

বাঃ উঃ— আল্ হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল্ আ-লামিন্। আর্‌রাহ্‌মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্‌দীন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাছ্‌তাঈন্। ইহ্‌দিনাছ্ ছিরাত্বাল্ মুছ্‌তাক্বীম। ছিরাতাল্ লাযীনা আন্ আম্‌তা আলাইহিম্। গাইরিল্ মাগ্‌দুবি আলাইহিম্ ওয়া লাদ্ দোয়াল্লীন্।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু। যিনি পরম করুণাময় মহান দয়ালু। যিনি শেষ বিচারের দিনের মালিক। (হে আল্লাহ্) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদিগকে সর্বদা সরল পথে পরিচালিত কর। তাঁহাদের পথে, যাহাদের উপর তুমি নেয়ামত প্রদান করিয়াছ। তাহাদের পথে নহে, যাহারা অভিশপ্ত ও পথ ভ্রষ্ট।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা ফীল (AL-FIL)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ○ ط اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ ○ لا وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ لا تَرْمِيْهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○ ص فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ○ ع

বাঃ উঃ— আলাম্ তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বি আছ্‌হাবিল্ ফীল। আলাম্ ইয়াজ্‌আল্ কাইদা-হুম্ ফি তাদ্‌লীলিও ওয়া আর্‌ছালা আলাইহিম্ তোয়াইরান্ আবাবীল্। তারমীহিম্ বি হিযারাতীম্ মিন্ ছিজ্জিল্। ফাজাআলাহুম্ কা-আছ্‌ফিম্ মা'কুল।

অর্থঃ— (হে নবী!) তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রভু হাতীর সঙ্গীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি কি তাহাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করিয়া দেন নাই? এবং তিনি তাহাদের উপর আবাবীল পাখী পাঠাইয়াছিলেন। সেইগুলি তাহাদের প্রতি সিজ্জিল নামক পাথর নিক্ষেপ করিয়াছিল; অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ভক্ষিত ঘাসের মত করিয়া দিলেন।

সূরা ক্বোরাইশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ○ لا اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ○ ج
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○ لا الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ○ لا
وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○ ع

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বা ঃ উ ঃ— লি-ঈলা-ফি কোরাইশিন্ ঈ-লা-ফিহিম্ রিহ্লাতাশ্ শিতায়ে ওয়াছ্ছাইফ্। ফাল্ইয়া'বুদু রাব্বা হাজাল্ বাইতিল্লাজী আত্আমাহুম্ মিনজুয়েওঁ ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাওফ্।

অর্থ ঃ- কুরাইশগণের অনুরাগের জন্য। তাহাদের অনুরাগ শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ ভ্রমণের জন্য। সুতরাং তাহাদের উচিত এই পবিত্র গৃহের (কা'বা ঘরের) প্রতিপালকের ইবাদত করা, যিনি তাহাদের ক্ষুধায় অন্ন দান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ভয়-ভীতির কবল থেকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন।

সূরা মাউন (AL-MA'UN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ط فَذَٰلِكَ الَّذِي
يَدُعُّ الْيَتِيمَ لا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ط فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ لا الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لا الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ لا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ع

বা ঃ উ ঃ— আরাআইতাল্লাযী ইয়ুকায্যিবু বিদ্দীন। ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীমা ওয়া লা ইয়াহুদ্দু আলা ত্বাআমিল্ মিছ্কীন। ফাওয়াইলুল্ লিল্ মুছাল্লীনাল্ লাযীনা হুম্ আন্ ছালাতিহিম্ ছাহুন। আল্লাযীনা হুম্ ইউরাউনা ওয়া ইয়াম্নাউনাল্ মাউন।

অর্থ ঃ- (হে নবী!) তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছ যে কেয়ামতকে (শেষ বিচারের দিনকে) মিথ্যা বলিয়া জানে? অতঃপর সে ঐ ব্যক্তি যে এতিমকে ধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেয় এবং সে মিস্কীনদের খাদ্য দান করিতে উৎসাহ দেয় না। অতঃপর এমন নামাজীদের জন্য ধ্বংস, যাহারা নিজেদেরই নামাজ সম্পর্কে গাফেল থাকে, যাহারা শুধু লোকজনকে দেখায় এবং ব্যবহার্য জিনিসপত্র ধার দেয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা কাউছার (AL-KAWSAR)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

إِنَّا أَعْطَيْنَٰكَ الْكَوْثَرَ ط فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ط
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ع

বা ঃ উ ঃ— ইন্না আ'তাইনা কাল্কাওছার। ফাছাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্হার। ইন্না শানিআকা হুয়াল্ আব্তার।

অর্থ ঃ- নিশ্চয় আমি তোমাকে কাউছার (ইহলৌকিক ও পারলৌকিক প্রাচুর্য্য) দান করিয়াছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর জন্য নামাজ পড়িতে থাক এবং কোরবানী দাও। নিশ্চয় যাহারা তোমার শত্রু তাহারাই নির্বংশ থাকিবে।

সূরা কাফেরূন (AL-KAFIRUN)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكَٰفِرُونَ لا لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لا وَلَآ أَنتُمْ
عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ج وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ لا وَلَآ أَنتُمْ
عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ط لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ع

বা ঃ উ ঃ— কুল্ ইয়া আইয়্যুহাল্ কাফেরূন। লা আ'বুদু মা-তা'বুদুন। ওয়া-লা-আন্তুম্ আ-বিদুনা মা আ'বুদ্। ওয়া-লা-আনা আ-বিদুম্ মা-আবাদ্তুম্। ওয়া-লা-আন্তুম্ আ-বিদুনা মা-আ'বুদ্। লাকুম দীনুকুম্ ওয়া লিয়া দীন্।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ- (হে নবী!) তুমি বলিয়া দাও, হে কাফেরগণ! আমি তাহার ইবাদত করি না তোমরা যাহার পূজা করিতেছ। আর তোমরাও তাহার ইবাদত কর না আমি যাহার ইবাদত করিতেছি। আর আমি (কখনও) তাহার ইবাদত করিব না তোমরা যাহার পূজা করিতেছ। আর তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবার নহে, আমি যাহার ইবাদত করিতেছি। তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।

সূরা নছর (AN-NASR)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ○ لا وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ

فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○ لا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط ○

اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع

বাঃ উঃ— ইযা জা-আ নাছ্রুল্লাহি ওয়াল্ ফাত্হু। ওয়া রাআইতান্নাছা ইয়াদ্‌খুলুনা ফী দীনিল্লাহে আফ্ওয়াজা। ফাছাব্বিহ্ বিহাম্দি রাব্বিকা ওয়াছ্তাগ্ফিরহু ইন্নাহু কানা তাওয়া-বা।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য আর বিজয় যখন আসিয়া পড়ে এবং তুমি দেখ যে, লোকজন দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে (ইসলাম ধর্মে) প্রবেশ করিতেছে, তখন তুমি তোমার প্রভুর প্রশংসার সাথে পবিত্রতা বর্ণনা করিতে থাক এবং তাঁহারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি বহু তওবা কবুলকারী।

সূরা লাহাব ~~(AL-IKHLAS)~~

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

تَبَّتْ يَدَا اَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ط ○ مَا اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

كَسَبَ ط ○ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ج ○ وَّامْرَاَتُهٗ ط حَمَّالَةَ

الْحَطَبِ ج ○ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ع ○

বাঃ উঃ— তাব্বাত্ ইয়াদা আবী লাহাবিঁও ওয়াতাব্। মা আগ্না আন্হু মালুহু ওয়ামা কাছাব। ছাইয়াছ্লা নারান্ যাতা লাহাবিঁও ওয়াম্রাআতুহু হাম্মা লাতাল্ হাতাব্। ফী জীদিহা হাব্লুম্মিম্মাছাদ্।

অর্থঃ— আবু লাহাবের হাত দুইটি ধ্বংশ হউক এবং সে ধ্বংশ হইয়াই গেল। তাহার ধন সম্পদ এবং যাহা কিছু সে অর্জন করিয়াছে ঐগুলি তাহার কোন কাজেই আসিল না। সে তো শীঘ্রই লেলিহান আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তাহার স্ত্রী কাষ্ঠ বহণকারিনীও। তাহার গলার মধ্যে খেজুর গাছের ছালের রশি রহিয়াছে।

সূরা ইখ্‌লাছ (AL-IKHLAS)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ج ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ج ○ لَمْ يَلِدْ ج ○ وَلَمْ يُوْلَدْ لا ○

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ع ○

বাঃ উঃ— কুল্ হুওয়াল্লাহু আহাদ্। আল্লাহুছ্ ছামাদ্। লাম্ ইয়ালিদ্ ওয়া লাম্ ইউলাদ্। ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান্ আহাদ্।

অর্থঃ— (হে নবী!) তুমি বল, তিনি একক আল্লাহ্! আল্লাহ্ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং তিনি কাহারও থেকে জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং কেহই তাঁহার সমকক্ষ নহে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা ফালাক্ব (AL-FALAQ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ع

বাঃ উঃ— কুল্ আউযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব। মিন শার্‌রি মা খালাক্ব। ওয়া মিন্ শার্‌রি গাছিক্বিন্ ইযা ওয়াকাব। ওয়া মিন শার্‌রিন্ নাফ্‌ফাছাতি ফিল্ উক্বাদ। ওয়া মিন্ শার্‌রি হাছিদিন্ ইযা হাছাদ্।

অর্থঃ— (হে নবী!) তুমি বল, আমি প্রভাতের প্রভুর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অনিষ্ট হইতে। এবং অন্ধকার রাতের অপকার হইতে, যখন উহার অন্ধকার বিস্তৃতি লাভ করে। এবং গিরা সমূহে ফুৎকারকারিনী নারীদের অনিষ্ট হইতে এবং হিংসুক লোকের অনিষ্ট হইতে, যখন সে হিংসায় মাতিয়া উঠে।

সূরা নাছ (AN-NAS)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ص الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ع

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— ক্বুল্ আউযু বি-রাব্বিন্ নাছ্। মালিকিন্ নাছ্। ইলাহিন্ নাছ্। মিন্‌শার্‌রিল ওয়াছ্‌ওয়াছিল্ খান্নাছ্। আল্লাযী ইউওয়াছ্‌ওয়েছু ফী ছুদুরিন্ নাছ্, মিনাল্ জিন্নাতে ওয়ান্নাছ্।

অর্থঃ— (হে নবী!) তুমি বল, আমি মানব জাতীর প্রভুর নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, যিনি সমগ্র মানবের মালিক, মানব গোষ্টির মা'বুদ, আত্মগোপনকারী শয়তানের কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হইতে, যে মানুষের অন্তর সমূহে কুমন্ত্রণা দিয়া থাকে, জ্বীন ও মানবের মধ্য হইতে।

সপ্তাহের নামাজ

শুক্রবার দিনগত রাতের নামাজ— এই রাতে বার রাকাত নফল নামাজ মাগ্‌রিব ও ইশার নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে পড়িতে হয়। ইহা যে কোন সূরা দিয়া পড়িতে পারা যায়। 'যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশ্‌তে এক মহল তৈয়ার করিবেন; সে যেন সমস্ত মুসলমান নর-নারীর ছদ্‌কা দিল এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে মাফ করিবেন।

হযরত আনাস্ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

শনিবার দিনের নামাজ— এই দিনে যে কোন সময় চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এক সালামে পড়িতে হয়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে তিনবার সূরা কাফেরূন পড়িতে হয়। নামাজের পর আয়াতুল কুরছী একবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে এক বৎসর রোযার ছওয়াব, এক বৎসর রাতের ইবাদতের ছওয়াব ও শহীদের ছওয়াব পাইবে। প্রত্যেক হরফের বদলে এক হজ্ব ও ওমরার ছওয়াব পাইবে এবং আরশের ছায়ায় নবী ও শহীদানের সঙ্গে থাকিবে।

হযরত ছাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু, হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

চার রাকাত নফল নামাজের নিয়ত নীচে দেওয়া গেল ঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে ছালাতিন্ নাফ্‌লে মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

উক্ত নিয়মে উভয়দিকে সালাম ফিরাইয়া নামাজ শেষ করিলে এই রকম চার রাকাত নফল নামাজকে এক সালামে নামাজ বলে।

শনিবার দিনগত রাতের নামাজ— এই রাতে যে কোন সময় বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পঞ্চাশ বার, সূরা ফালাক্ব একবার ও সূরা নাছ একবার পড়িতে হয়। নামাজের পর নিজের ও মা-বাপের জন্য ইস্তিগ্‌ফার একশত বার, দরূদ শরীফ একশত বার, তারপর একশত বার

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

বাঃ উঃ—লা-হাওলা ওয়া-লা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্ আযীম।

অর্থঃ— সর্বোচ্চ মর্য্যাদাশীল মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত সাহায্য ছাড়া পাপ হইতে বাঁচিবার এবং সৎকাজ করিবার কাহারও উপায় ও শক্তি নাই।

তারপর,

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ آدَمَ صَفْوَةُ اللّٰهِ وَفِطْرَتُهٗ وَإِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمُوْسٰى كَلِيْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعِيْسٰى رُوْحُ اللّٰهِ سُبْحَانَهٗ وَمُحَمَّدٌ حَبِيْبُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ○

বাঃ উঃ—আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না আদামা ছাফ্‌ওয়াতুল্লাহে ওয়া ফিতরাতুহু ওয়া ইব্রাহীমু খালীলুল্লাহে আয্‌যা ওয়া জাল্লা ওয়া মুসা কালীমুল্লাহে তায়ালা ওয়া ঈসা রুহুল্লাহে সুব্‌হানাহু ওয়া মুহাম্মাদুন্ হাবীবুল্লাহে আয্‌যা ওয়া জাল্লা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ— আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত আদম আলাইহেচ্ছালাম আল্লাহ্ তায়ালার খাঁটি বন্ধু এবং তাঁহার বিশেষ সৃষ্টি। এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহেচ্ছালাম মহান মর্য্যাদাশীল আল্লাহ্ তায়ালার বন্ধু এবং হযরত মুছা আলাইহেচ্ছালাম আল্লাহ্ তায়ালার সাথে সংলাপকারী এবং হযরত ঈছা আলাইহেচ্ছালাম মাহান পবিত্র আল্লাহ্ তায়ালার রূহ (অর্থাৎ বিশেষ পদ্ধতিতে সৃষ্টি) এবং ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম মহান মর্য্যাদাশীল আল্লাহ্ তায়ালার পরম বন্ধু।

একবার পড়িবে।

এই নামাজ পড়িলে কাফির ও মুসলমানের সংখ্যার সমান ছওয়াব মিলিবে এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা নামাজীকে মাহফুজ লোকদের সঙ্গে উঠাইবেন ও নবীদের সঙ্গে বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন।

এই নামাজ হযরত আনাস্ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু বর্ণনা করিয়াছেন।

রবিবার দিনের নামাজ— এই দিনে যে কোন সময় চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজ এক সালামে পড়িতে হয়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা বাক্বারার

آمَنَ الرَّسُوْلُ — فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ○

(আমানার রাসূলু) হইতে (ফানছুর্‌না আলাল্‌ক্বওমিল কাফিরীন) পর্য্যন্ত পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে নাছারাদের নর-নারীর সংখ্যার সমান নেকী লিখা হইবে এবং নবীর ছওয়াব পাইবে, হজ্ব ও ওমরার ছওয়াব পাইবে, প্রত্যেক রাকাতের বদলে এক হাজার নামাজের ছওয়াব পাইবে এবং বেহেশ্‌তে প্রত্যেক হরফের বদলে মিস্‌কের শহর পাইবে।

এই নামাজ হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু বর্ণনা করিয়াছেন।

রবিবার দিনগত রাতের নামাজ— এই রাত্রিতে যে কোন সময় চারি রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজ এক সালামে পড়িতে হয়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ দশবার, দ্বিতীয় রাকাতে বিশবার, তৃতীয় রাকাতে ত্রিশবার, চতুর্থ রাকাতে চল্লিশবার পড়িতে হয়। সালামের পর সূরা ইখ্‌লাছ পঁচাত্তর বার, ইস্তিগ্‌ফার নিজের ও মা-বাপের জন্য পঁচাত্তরবার এবং দরূদ শরীফ পঁচাত্তরবার পড়িবে। আল্লাহ্ তায়ালা আশা পূর্ণ করিবেন।

হযরত আমস্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হযরত আনাস্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই রাতে যে কোন সময় আরও দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা ইখ্লাছ পনর বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে পনর বার পড়িতে হয়। সালামের পর আয়াতুল কুরছী পনর বার এবং ইস্তিগ্ফার পনর বার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে জান্নাতবাসী করিবেন; যদিও সে দোযখী হয় এবং সমস্ত জাহেরী গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন। প্রত্যেক আয়াতের পরিবর্তে হজ্ব ও ওমরার ছওয়াব পাইবে। আগামী সোমবারের ভিতর মরিলে শহীদ হইবে।

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সোমবার দিনের নামাজ—এই দিনে দোহার সময় দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী একবার, সূরা ইখ্লাছ একবার, সূরা ফালাক্ব একবার ও সূরা নাছ একবার পড়িতে হয়। সালামের পর ইস্তিগ্ফার দশবার ও দরূদ শরীফ দশবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা নামাজীর সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।

হযরত আবু জোবাইর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হযরত জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই দিন যে কোন সময় আরও বার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী একবার করিয়া পড়িতে হয়। সালামের পর সূরা ইখ্লাছ বার (১২) বার ও ইস্তিগ্ফার বার (১২) বার পড়িবে। যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে, কিয়ামতের দিন তাহাকে ডাকা হইবে—"অমুকের ছেলে অমুক কোথায়? আল্লাহ্ তায়ালা হইতে তাহার ছওয়াব নিতে আসা দরকার।" সে তখন আল্লাহ্ তায়ালার নিকট যাইবে। তাহাকে এক হাজার বেহেশ্তী জেওর ও তাজ পরানো হইবে এবং এক লক্ষ ফেরেশ্তা তাহাকে লইয়া যাইবে। প্রত্যেক ফেরেশ্তার সঙ্গে অসংখ্য উপহার থাকিবে।

হযরত ছাবেতুল বেনানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হযরত আনাস্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

সোমবার দিনগত রাতের নামাজ— এই রাতে যে কোন সময় বার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা নছর (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ ইযা জাআ নাছরুল্লাহি) পাঁচবার করিয়া পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা নামাজীর জন্য বেহেশ্তে সাত পৃথিবীর সমান বিরাট ঘর তৈয়ার করিবেন। এই নামাজ হাদীছ শরীফ হইতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্ণনা করা হইয়াছে।

মঙ্গলবার দিনের নামাজ— এই দিনে দোহার সময় অথবা সূর্য্য হেলার সঙ্গে সঙ্গে দশ রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী একবার এবং সূরা ইখ্লাছ তিনবার পড়িতে হয়। যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে, সত্তর দিন যাবৎ তাহার কোন গুনাহ্ লিখা হইবে না। যদি সে ঐ দিনের মধ্যে মরিয়া যায় তবে শহীদ হইবে এবং সত্তর বৎসরের গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।

ইয়াযীদ রুকাইযী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হযরত আনাস্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

মঙ্গলবার দিনগত রাতের নামাজ— এই রাতে যে কোন সময় দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা ফালাক্ব দশবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা নাছ দশবার পড়িতে হয়। যে এই নামাজ পড়িবে, সত্তর হাজার ফেরেশ্তা আসমান হইতে নাযিল হইয়া নামাজীর জন্য কিয়ামত পর্য্যন্ত ছওয়াব লিখিতে থাকিবে।

এই নামাজ হাদীছ শরীফ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বুধবার দিনের নামাজ— এই দিনে দোহার সময় অথবা ইশ্রাকের পর বার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী ১ বার, সূরা ইখ্লাছ তিনবার, সূরা ফালাক্ব তিনবার ও সূরা নাছ তিনবার পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে আরশের নিকট হইতে ফেরেশ্তা নামাজীকে ডাকিয়া বলিবে "হে আল্লাহ্র বান্দা। নূতনভাবে আমল শুরু কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে মাফ করিয়াছেন।" আল্লাহ্ তায়ালা তাহার কবরের আযাব, সংকীর্ণতা ও অন্ধকার দূর করিয়া দিবেন এবং তাহার আমল নবীদের আমলের মত উঠানো হইবে ও কিয়ামতের কষ্ট দূর হইবে।

হযরত আবু ইদ্রিছ খাওলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হযরত মা'য ইব্নে জবল্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

বুধবার দিনগত রাতের নামাজ— এই রাত্রিতে মাগ্রিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী পাঁচবার, সূরা ইখ্লাছ পাঁচবার, সূরা ফালাক্ব পাঁচবার ও সূরা নাছ পাঁচবার পড়িতে হয়। সালামের পর ইস্তেগ্ফার পনর বার পড়িয়া ঐ নামাজের ছওয়াব নিজ মা-বাপের প্রতি বখ্শিশ্ করিবে। তাহাতে মা-বাপের হক আদায় হইয়া যাইবে; যদিও তাঁহারা দুনিয়াতে তাহার উপর নারাজ ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা ঐ নামাজীকে ছিদ্দীক ও শহীদগণের ছওয়াব দান করিবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হযরত আবু ছালেহ্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার দিনের নামাজ— এই দিনে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরছী একশত বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখ্লাছ একশতবার পড়িবে। সালামের পর দরূদ শরীফ একশত বার পড়িবে। যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে রজব, শাবান, এবং রমযান মাসের রোজাদারগণের ন্যায় ছওয়াব দান করিবেন। কা'বা শরীফের হাজীদের মত ছওয়াব পাইবে এবং মো'মেনের সংখ্যা অনুপাতে ছওয়াব পাইবে।

হযরত আক্রামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হযরত ইব্নে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃহস্পতিবার দিন গত রাতের নামাজ— এই রাতে মাগ্রিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে বার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ দশবার পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে বার বৎসরের দিনের রোযা ও রাতের ইবাদতের সমান ছওয়াব পাইবে।

হযরত জাবের ইব্নে আবদুল্লাহ্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণিত হইয়াছে।

শুক্রবার দিনের নামাজ— এই দিনে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরছী একবার, সূরা ফালাক্ব পঁচিশবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখ্লাছ একবার ও সূরা ফালাক বিশবার পড়িবে। সালামের পরে পঞ্চাশ বার

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ○

বাঃ উঃ—"লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্ আযীম"পড়িবে।

অর্থঃ— সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদাশীল মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ব সাহায্য ব্যতীত পাপ হইতে বাঁচিবার উপায় এবং সৎকাজ করিবার কাহারও শক্তি নাই।

এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালাকে খাবে (স্বপ্নে) না দেখিয়া এবং বেহেশ্তে নিজের যায়গা না দেখিয়া মরিবে না।

হযরত মোজাহিদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হযরত ইবনে আব্বাছ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

শায়খ আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী রাহমাতুল্লাহে আলাইহে তাঁহার 'তাক্মীলুল ঈমান' কিতাবে স্বপ্নে আল্লাহ্ তায়ালার দীদার লাভ হইতে পারে বলিয়া উল্লেখ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করিয়াছেন। ঐ কিতাবে ঈমাম আহমদ ইব্নে হাম্বল রাহমাতুল্লাহে আলাইহে এবং ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহে আলাইহে আল্লাহ্ তায়ালার দীদার লাভ করিয়াছেন বলিয়াও উল্লেখ আছে।

এই দিন আরও দশ রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই দিন দোহার সময় এই নামাজ পড়িতে হয়। প্রথম দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা ফালাক্ব একবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা নাছ একবার পড়িবে। এই প্রথম দুই রাকাতে সালামের পর সাতবার আয়াতুল কুরছী পড়িবে। তারপর দুই সালামে বাকী আট রাকাত নামাজ পড়িবে। এই আট রাকাতের প্রত্যেক রাকাতে

সূরা নছর اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ ইযা জাআ নাছরুল্লাহি) একবার এবং

সূরা ইখ্লাছ পঁচিশ বার পড়িবে। নামাজের পর নীচের দোয়াটি সত্তরবার পড়িবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ○

বাঃ উঃ— লা-হাওলা ওয়া-লা-কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্ আযীম।

এই নামাজ পড়িলে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করিয়া নামাজীকে বেহেশ্তে নিবেন। তাহার ও তাহার মা-বাপের গুনাহ্ মাফ হইবে। আগে ও পিছের গুণাহ্ মাফ হইবে এবং নূতন ভাবে আমল করার জন্য তাহাকে বলা হইবে।

এই নামাজ হাদীছ শরীফ হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ওমরী ক্বাজা নামাজ

হযরত রসুলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন লোকের বহু সময়ের নামাজ ক্বাজা হইয়া থাকে এবং সে তাহার সংখ্যা জানেনা, তবে সে জুমার দিবস ফরয নামাজ অর্থাৎ জুমার নামাজের পূর্বে চারি রাকাত নফল নামাজ এক সালামে আদায় করিবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে আয়াতুল কুরছী সাতবার এবং সূরা কাওছার পনরবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে নামাজী ও তাহার মাতা-পিতার অসংখ্য ক্বাজা নামাজ আল্লাহ্ তায়ালা দয়া করিয়া মাফ করিয়া দিবেন।

এই নামাজের নিয়ত পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল ঃ—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ تَكْفِيْرًا

لِّلْقَضَاءِ فَاتَتْ مِنِّىْ عَلٰى عُمْرِىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا

اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে তাক্‌ফীরাল্‌লীল্ কাদায়ে ফাতাত্ মিন্নী আলা ওমরী ছালাতিন্ নাফলে মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

সালামের পর দরূদ শরীফ একশত বার এবং নীচের দোয়াটি একবার পড়িবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَيَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَيَا مُحْيِىَ

الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاجْعَلْ لِّىْ

فَرَجًا وَّمَخْرَجًا مِّمَّا اَنَا فِيْهِ اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ

وَاَنْتَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - يَا رَاحِمَ

الْعَطَايَا وَيَا غَافِرَ الْخَطَايَا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ

الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ - رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا

تَعْلَمُ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِىُّ الْاَعْظَمُ يَا سَاتِرَ الْعُيُوْبِ

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ - وَصَلَّى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ ٥

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইয়া সাবেকাল ফাউতে ওয়া ইয়া ছামেআচ্ছউতে ওয়া ইয়া মুহ্‌য়ীল এযামে বা'দাল্ মাউতে ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলিহী ওয়াজ্‌য়াল্-লী খারাজাওঁ ওয়া মাখ্‌রাজাম্মিম্মা আনা ফীহি ইন্নাকা তা'লামু ওয়ালা আ'লামু ওয়া আন্‌তা তাক্‌দিরু ওয়া-লা-আক্‌দিরু ওয়া-আন্‌তা আল্লামূল্ গুয়ুব। ইয়া রাহেমাল্ আতায়া ওয়া ইয়া গাফেরাল্ খাতায়া ছুব্বুহুন্ কুদ্দুছুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতে ওয়ার্‌রূহ্। রাব্বিগ্‌ফির ওয়ার্‌হাম্ ওয়া তাজা-ওয়ায্ আম্মা তা'লামু ফা-ইন্নাকা আন্‌তাল্ আলীয়্যুল আ'যামু ইয়া সাতেরাল্ উয়ুবে ইয়া যাল্ জালালে ওয়াল্ ইক্‌রামে ইয়া আরহামার রাহেমীন। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহী আজ্‌মাঈন্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! হে মৃত্যু হইতে মুক্ত; হে আওয়াজ শ্রবণকারী! হে মৃত্যুর পর হাড়গুলির জীবন দানকারী! হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর রহমত নাযিল কর এবং তাহার বংশধরদের উপরও। আমি যে অবস্থায় আছি উহা হইতে আমার জন্য মুক্তি এবং মুক্তির পথ তৈয়ারী করিয়া দাও। নিশ্চয় তুমি জান আর আমি জানি না তুমি ক্ষমতা রাখ আর আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমি অদৃশ্য বিষয় সমূহের বড় জ্ঞানী। হে দান সমূহের দয়াল দাতা! হে ভুল ত্রুটি মার্জনাকারী। অতি পবিত্র পরম পবিত্র আমাদের প্রভু এবং ফেরেশ্‌তাদের ও জীবরীল (আঃ) বা রুহের প্রভু। হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর। আমার পাপ ও দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে যাহা তুমি জান উহা হইতে আমাকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি উচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী সুমহান। হে দোষ-ত্রুটি গোপনকারী! হে মহত্ব ও সম্মানের মালিক! হে দয়াবানদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও তাহার সকল বংশধরদের উপর রহমত নাযিল করুক।

এই নামাজ 'ফয়জুল মোবতাদী' ও 'রুকনে দীন' কিতাবে বর্ণিত আছে।

বিঃ দ্রঃ উক্ত ওমরী কাজা নামাজে 'ফয়জুল মোবতাদী' কিতাবে আয়াতুল কুরছী ৭ বার এবং 'রুকনে দীন' কিতাবে ১ বার পড়ার উল্লেখ আছে।

যাওয়ালের নামাজ

প্রত্যেক দিন সূর্য্য হেলার পর এবং যোহরের পূর্বে চারি রাকাত নফল নামাজ যে কোন সূরা দিয়া এক সালামে ভালমতে পড়িলে নামাজীর সহিত সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা নামাজ পড়িবে এবং রাত পর্য্যন্ত তাহার জন্য মাগ্‌ফিরাত চাহিতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

থাকিবে। এই নামাজ নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিন ছাড়িয়া দেন নাই এবং তিনি এই নামাজে লম্বা কেরাত পড়িতেন। তিনি বলিতেন, এই সময়ে আসমানের দরজা খুলিয়া যায় এবং আমার নিকট পছন্দনীয় যে, আমার আমল এখন আসমানে উঠানো হউক। এই নামাজের নিয়ত দেওয়া গেল।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ

الزَّوَالِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ

الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে ছালাতিয্ যাওয়ালে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

ইহ্‌ইয়ায়ে উলুমিদ্দীন কিতাবে হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

বার মাসের নফল নামাজ

মহরম মাস— এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে ঐ রাত্রিতে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ এগার বার পড়িবে। সালামের পর তিনবার দোয়াটি পড়িবে। দোয়াটি এইঃ-

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ ○

বাঃ উঃ— ছুব্বুহুন্ কুদ্দুছুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতে ওয়ার রূহ্।

অর্থঃ— আমাদের প্রভু এবং ফেরেশ্‌তাগণের ও রূহের (বা জীব্‌রীল আঃ) এর প্রভু অত্যন্ত পবিত্র ও পরম পবিত্র।

এই নামাজ হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌সবন্দী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহে বর্ণনা করিয়াছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই রাত্রিতে আরও ছয় রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ দশবার করিয়া পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে বেহেশ্‌তে দুই হাজার মহল মিলিবে। প্রত্যেক মহলে হাজার দরজা এয়াকুতের এবং প্রত্যেক দরজার উপর সবুজ রং এর তখ্‌তের উপর হুর বসিয়া থাকিবে। ছয় হাজার বালা দূর হইবে এবং ছয় হাজার নেকী লিখা হইবে।

মহরমের এক তারিখের দিনের নামাজ—এই দিন দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ তিনবার করিয়া পড়িবে। সালামের পর নীচের দোয়াটি হাত উঠাইয়া তিনবার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ الْاَبَدُ الْقَدِيْمُ هٰذِهٖ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ

اَسْئَلُكَ فِيْهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَالْاَمَانَ مِنَ

السُّلْطَانِ الْجَابِرِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ وَّمِنَ الْبَلَاءِ

وَالْاٰفَاتِ وَاَسْئَلُكَ الْعَوْنَ وَالْعَدْلَ عَلٰى هٰذِهِ النَّفْسِ

الْاَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَالْاِشْتِغَالِ بِمَا يُقَرِّبُنِىْ اِلَيْكَ يَا بَرُّ

يَا رَئُوْفُ يَا رَحِيْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা আন্‌তাল্লাহুল্ আবাদুল্ ক্বাদীমূ হাযিহী সানাতুন্ জাদীদাতুন্ আস্‌আলুকা ফীহাল্ ইছমাতা মিনাশ্ শাইতোয়ানির্ রাজীমে ওয়াল্ আমানা মিনাস্ সুলতানিল্ জাবেরে ওয়া মিন্ শার্‌রী কুল্লি যী শার্‌রীওঁ ওয়া মিনাল্ বালা-ই ওয়াল্ আফাতে ওয়া আস্‌আলুকাল্ আওনা ওয়াল্ আদ্‌লা আলা হাযীহীন্ নাফ্‌ছিল্ আম্মারাতে বিস্‌সূ-ই ওয়াল্ ইশ্‌তেগালে বিমা ইয়ুক্বার্‌রিবুনী ইলাইকা ইয়া বার্‌রু ইয়া রাউফু ইয়া রাহীমু ইয়া যাল্ জালালে ওয়াল্ ইক্‌রাম্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! তুমিই আল্লাহ্, অনন্ত, অনাদি। ইহা নূতন বৎসর, আমি এই বৎসরের মধ্যে তোমার নিকট প্রার্থনা করি বিতাড়িত শয়তান হইতে মুক্তি

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এবং অত্যাচারী শাসক হইতে, প্রতিটি অনিষ্টকারীর মন্দ হইতে ও বালা মছিবত হইতে নিরাপত্তা, আর তোমার নিকট প্রার্থনা করি সাহায্য ও ইন্সাফ এই নফছের বিরুদ্ধে যাহা পাপ কাজে বহু বহু প্ররোচনা দান কারী। আর ঐ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকার জন্য প্রার্থনা করি, যাহা আমাকে তোমার নৈকট্য লাভে সহায়তা করে, হে কল্যাণকারী! হে পরম দয়াবান! হে মহান দয়ালু! হে মহত্ব ও সম্মানের অধিকারী!

যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে, তাহার উপর দুইজন ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত হইবে এবং তাহাকে কার্য্যে সাহায্য করিবে। এই বৎসরের জন্য শয়তান তাহাকে কু-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবে না।

রাহাতুল কুলুব ও জাওয়াহেরে গায়েবী নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

আশুরার রাত অর্থাৎ মহরম মাসের নয় তারিখ দিনগত রাতের নামাজ— এই রাতে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ তিনবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে কবর কিয়ামত পর্য্যন্ত রৌশন থাকিবে।

এই রাতে আরও চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পঞ্চাশ বার করিয়া পড়িতে হয়। যে এই নামাজ পড়িবে, তাহার পঞ্চাশ বৎসর আগের ও পঞ্চাশ বৎসর পিছনের গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।

জাওয়াহেরে গায়েবী নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

আশুরার দিন অর্থাৎ মহরম মাসের দশ তারিখ দিনের নামাজ— এই দিন চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পঞ্চাশ বার করিয়া পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে পঞ্চাশ বৎসর আগের ও পঞ্চাশ বৎসর পিছনের গুনাহ্ মাফ হইবে এবং বেহেশ্‌তে এক হাজার নূরের মহল তৈয়ার হইবে। আশুরার দিন আরও চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজ দুই সালামে পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা "ইযা-যুল্ যিলাতিল্ আরদু" একবার, সূরা "কুল্ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন" একবার এবং সূরা "ইখ্‌লাছ" একবার পড়িবে। নামাজ হইতে অবসর হইয়া সত্তর বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে।

যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে হাশরের দিন মাফ করিয়া দিবেন।

হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহরম মাসের প্রথম তারিখ হইতে দশ তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন যোহরের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পর চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পনর বার পড়িবে। এই নামাজের ছওয়াব হযরত ইমাম হাছান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুর রূহে পাকের উপর এবং হযরত ইমাম হোছাইন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হুর রূহে পাকের উপর বখ্‌শীশ করিবে। যে এই নামাজ পড়িবে কিয়ামতের দিন তাঁহারা নামাজীকে সুপারিশ করিবেন।

হযরত শিব্‌লী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছেঃ— مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি অন্য কওম বা সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক রাখে, সে ঐ কওম বা সম্প্রদায়ের দলভুক্ত হইবে"। সুতরাং এই পবিত্র হাদীছ শরীফ হইতে বুঝা যায় যে, মুসলমান অন্য কোন ধর্মের কোন কিছুর অনুকরণ করিতে পারিবে না। অর্থাৎ অন্য ধর্মের যে কোন কার্য্যাবলী পানাহার পোষাক-পরিচ্ছদ, চলাফিরা ইত্যাদি কিছুই অনুকরণ করিতে পারিবে না।

ইয়াহুদীগণ আশুরার দিন একটি রোযা রাখিত। কাজেই ইয়াহুদী ধর্মের সাথে মিল না থাকার জন্য মুসলমানগণকে দশই মহরম আশুরার দিন একটি রোযা না রাখিয়া কমপক্ষে নয় এবং দশ তারিখ দুইটি রোযা রাখা দরকার, যাহাতে ইয়াহুদী ধর্মের সাথে মিল না হয়। দশ ও এগার তারিখেও রোযা রাখা যায়।

মহরম মাসের নয় তারিখ দিনগত রাত্রিতে ভাল খাদ্য তৈয়ার করিয়া ফরাগত করিয়া খানা-পিনা করিলে সারা বৎসর খানা-পিনায় ফরাগতি থাকে।

ছফর মাস— এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে ঐ রাত্রিতে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা "কাফিরূন" পনর বার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা "ইখলাছ" পনর বার তৃতীয় রাকাতে সূরা "ফালাক্ব" পনর বার এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা "নাছ" পনর বার পড়িবে।

সালামের পরে কয়েকবার— إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

(ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন) পড়িবে, তারপর সত্তর বার দরূদ শরীফ পড়িবে। যে এই নামাজ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে সমস্ত বালা-মছিবত হইতে রক্ষা করিবেন এবং খুব বেশী ছওয়াব দান করিবেন। উক্ত নামাজ ইশার নামাজের পরে পড়িতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই নামাজ "রাহাতুল কুলুব" নামক কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৎসরে দশ লাখ আশি হাজার বালা নাযিল হয়। তন্মধ্যে নয় লাখ বিশ হাজার বালা ছফর মাসে নাযিল হয়।

ছফর মাসের শেষ বুধবারের অর্থাৎ আখেরী চাহার শম্বার নামাজ— এই দিন সকালে গোসল করিয়া দোহার সময় দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ এগার বার পড়িবে। সালামের পর নীচের দরূদ শরীফ সত্তর বার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া ছাল্লিম্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! উম্মি নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং তাঁহার বংশধর ও ছাহাবীগণের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল কর।

তারপর নীচের দোয়াটি তিনবার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ صَرِّفْ عَنِّىْ سُوْءَ هٰذَا الْيَوْمِ وَاعْصِمْنِىْ مِنْ سُوْئِهٖ

وَنَجِّنِىْ عَمَّا اَصَابَ فِيْهِ مِنْ نَحُوْسَاتِهٖ وَكُرُبَاتِهٖ بِفَضْلِكَ

يَا دَافِعَ الشُّرُوْرِ وَيَا مَالِكَ النُّشُوْرِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الْاَمْجَادِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছার্‌রিফ্ আন্নী সূ-আ হাযাল্ ইয়াওমে ওয়া আ'ছিম্‌নী মিন্ সূ-ইহী ওয়া নাজ্জিনী আম্মা আছাবা ফীহি মিন্ নাহুসাতিহী ওয়া কুরাবাতিহী বিফাদ্‌লেকা ইয়া দাফেয়াশ্ শুরূরে ওয়া ইয়া-মালেকান্ নুশুরে ইয়া আর্ হামার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাহেমীন। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহীল্ আম্‌জাদে ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! এই দিনের বিপদাপদ আমা হইতে ফিরাইয়া দাও এবং উহার ক্ষতি হইতে আমাকে মুক্ত রাখ। আর তোমার করুণার দ্বারা আমাকে ঐ সব অমঙ্গল ও বিপদ সমূহ হইতে নাজাত দাও যাহা এই দিনে নাযিল হইয়াছে। হে মন্দ সমূহের প্রতিরোধকারী, হে পুনরুত্থানের মালিক! হে সর্ব্বাধিক দয়ালু! আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সম্মানিত বংশধরদের উপর রহমত ও বরকত নাযিল করুক এবং শান্তি বর্ষণ করুক।

এই নামাজ "রাহাতুল কুলুব" ও "জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাব হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ছফর মাসের শেষের বুধবার অর্থাৎ আখেরী চাহার শম্বার দিন দোহার সময় আরও দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ তিনবার করিয়া পড়িবে। নামাজের পর সূরা "আলাম্ নাশরাহ্" বিশবার, সূরা "ওয়াত্তীনে" বিশবার, সূরা "ইযাজাআ নাছরুল্লাহি" বিশবার ও সূরা "ইখ্‌লাছ" বিশবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা ঐ নামাজীর দিলকে ধনী করিয়া দিবেন।

"জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই দিন নীচের দোয়া ও নক্‌সা কলা গাছের পাতায় লিখিয়া একটি পরিষ্কার বদনার পানির মধ্যে অথবা কোন জগ বা পাত্রের পানিতে ধুইয়া ঐ পানি গোসল করার পর এক কোমর পানিতে নামিয়া মাথার উপর ঢালিয়া দিবে।

দোওয়া ও নক্‌সা এইঃ-

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۝

وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ۝

৪	৯	২
৩	৫	৭
৮	১	৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নীচের দোয়াটি বিছমিল্লাহ্ সহ লিখিয়া ধৌত করিয়া পান করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٥

سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٥

سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٥

سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ٥

وَسَلَامٌ عَلٰى الْمُرْسَلِيْنَ ٥

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ - سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥

রবিউল আউয়াল মাস— এই মাসের প্রথম তারিখ হইতে বার তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ একুশবার করিয়া পড়িবে। এই নামাজের ছওয়াব হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহে পাকের উপর বখ্শীশ করিবে। এই নামাজ পড়িলে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাজীকে বেহেশ্তের খোশ্খবরী দিবেন। এই নামাজ প্রত্যেক দিন পড়িতে না পারিলে দুই তারিখ অথবা বার তারিখ অবশ্যই পড়িবে।

সারা মাসের মধ্যে নীচের দরূদ শরীফ ইশার নামাজের পরে এক হাজার একশত পঁচিশ বার পড়িলে হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে স্বপ্নে দেখিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ٥

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন্ কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজিদ।

সম্পূর্ণ মাসের মধ্যে নীচের দরূদ শরীফ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িলে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার মিলিবে।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ٥

বাঃ উঃ— আচ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসূল, আপনার উপর দরূদ ও সালাম।

এই মাসের প্রথম তারিখ হইতে বার তারিখ পর্য্যন্ত এশার নামাজের পরে দুই রাকাত করিয়া ষোল রাকাত নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ তিনবার করিয়া পড়িবে। নামাজের পর নীচের দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িয়া অযুর সহিত শুইবে। খোদার ফজলে নীবয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার পাইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ رَحْمَةُ

اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْهِ ٥

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আলাইহে।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! উম্মি নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর রহমত নাযিল কর, যাহার উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহ্মতও তাঁহার বরকত রহিয়াছে।

রবিউছ্ছানী মাস— এই মাসের প্রথম তারিখে, পনর তারিখে ও উনত্রিশ তারিখে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ পাঁচবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে ঐ নামাজীর জন্য হাজার নেকী লিখা হইবে, হাজার বদী মাফ হইবে এবং চার হুর পয়দা হইবে।

"জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

জামাদিউল আউয়াল মাস— এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে সেই রাত্রিতে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ এগার বার করিয়া পড়িবে। যে এই নামাজ পড়িবে, তাহার জন্য নব্বই হাজার বৎসরের নেকী লিখা হইবে এবং তাহার আমল নামা হইতে নব্বই হাজার বৎসরের বদী দূর করা হইবে।

এই নামাজ "জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জমাদিউছ্ছানী মাস— এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ তের বার করিয়া পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে এক লক্ষ নেকী লিখা হয় এবং এক লক্ষ বদী দূর হয়।

এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে সেই রাত্রিতে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু বার রাকাত নফল নামাজ পড়িতেন। এই নামাজের সূরা নির্দিষ্ট নাই।

"রেছালায়ে ফযায়েলুশ্ শুহুর" নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

রজব মাস— এই মাসের প্রথম, পনর এবং শেষ তারিখে গোসল করিলে মায়ের গর্ভ হইতে বাহির হওয়ার সময় যেরূপ নিষ্পাপ থাকে সেরূপ পবিত্র হইবে।

এই মাসের পাঁচটি রাত্র ইবাদতের জন্য বড়ই আফ্যল। যথাঃ— *প্রথম তারিখের রাত অর্থাৎ চাঁদের রাত, পনর তারিখের রাত অর্থাৎ চৌদ্দ তারিখ দিনগত রাত এবং শেষ তিন রাত।*

এই মাসে ত্রিশ রাকাত নফল নামাজ পড়া যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা কাফিরূন তিনবার ও সূরা ইখ্লাছ তিনবার করিয়া পড়িতে হয়। এই নামাজ মাগ্রিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিবেন এবং প্রত্যেক দিন বদরের শহীদানের সমান আমল উঠানো হইবে। সমস্ত মাস রোযাদারগণের এবং সমস্ত বৎসর নামাজীদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমান ছওয়াব দান করা হইবে। উক্ত নামাজ দশ রাকাত চাঁদের প্রথম তারিখের রাতে, তারপর দশ রাকাত চৌদ্দ তারিখ দিনগত রাতে এবং বাকী দশ রাকাত উনত্রিশ তারিখের রাতে অর্থাৎ আটাশ তারিখ দিনগত রাতে পড়িবে। চাঁদের রাতে দশ রাকাত নামাজের পর নীচের দোয়াটি হাত উঠাইয়া তিনবার পড়িবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ○

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানেয়া লিমা আ'তাইতা ওয়া-লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়া লা ইয়ান্ফাউ যাল্ জাদ্দি মিন্কাল্ জাদ্দু।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মরেন না। তাঁহারই হাতে সকল কল্যাণ, এবং তিনি সৃষ্ট সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা দান করিয়াছ উহাতে বাধা প্রদান-কারী কেহ নাই। প্রচেষ্টাকারীকে তাহার প্রচেষ্টা তোমার শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে বা অধিক কিছু লাভে উপকার করিতে পারিবে না।

তারপর যে দোয়া করিবে কবুল হইবে।

অতঃপর চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে দশ রাকাত নামাজ পড়িয়া হাত উঠাইয়া পরবর্তী দোয়াটি তিনবার পড়িবে—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا
فَرْدًا وِتْرًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ٥

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর, ইলাহাঁও ওয়াহেদান্ আহাদান্ ছামাদান্ ফারদান্ বিত্রাল্ লাম্ইয়াত্তাখিয্ ছাহেবাতাঁও ওয়া-লা ওয়ালাদা।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরেন না। তাঁহারই হাতে সকল কল্যাণ এবং তিনি সৃষ্ট সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি একক মা'বুদ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি একক, বেজোড়, তাহার কোন স্ত্রী ও পুত্র নাই।

তারপর যে দোয়া করিবে কবুল হইবে।

অতঃপর আটাশ তারিখ দিনগত রাতে বাকী দশ রাকাত নামাজ পড়িয়া হাত উঠাইয়া নীচের দোয়া তিনবার পড়িবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ
وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ
الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ٥

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া-হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহীত্তাহিরীনা ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্ আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মরেন না। তাঁহারই হাতে সকল কল্যাণ এবং তিনি সৃষ্ট সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ তায়ালা ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করুক। সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত পাপ হইতে বাঁচিবার উপায় এবং ইবাদত করার কাহারও শক্তি নাই।

তারপর যে দোয়া করিবে কবুল হইবে। ঐ নামাজী ও দোযখের মধ্যে সত্তর খন্দক ব্যবধান হইবে। প্রত্যেক খন্দকের প্রশস্ত পাঁচশত বৎসরের রাস্তা হইবে এবং প্রত্যেক রাকাতে হাজার হাজার রাকাতের ছওয়াব মিলিবে।

হযরত সালমান ফারছী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু এই নামাজ হাদীছ শরীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

রজব মাসে প্রত্যেক জুমার দিন জুমা ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে এক সালামে চার রাকাত নফল নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী সাতবার এবং সূরা ইখ্লাছ পাঁচবার পড়িতে হয়। সালামের পর নীচের দোয়া পঁচিশ বার পড়িবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ ٥

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— লা-হাওলা ওয়া-লা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল্ কাবীরিল মুতাআল্।

অর্থঃ মহান মর্য্যাদাশীল আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত সহায়তা ছাড়া গুনাহ্ হইতে বাঁচিবার এবং সৎকাজ করিবার কাহারও কোন উপায় ও শক্তি নাই।

তারপর নীচের ইস্তিগ্ফার একশত বার পড়িবেঃ—

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ غَفَّارُ الذُّنُوْبِ سَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ০

বাঃ উঃ— আস্তাগ্ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুমু গাফ্ফারুয্ যুনুবে ছাত্তারুল উয়ুবে ওয়া আতুবু ইলাইহে।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি; যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি চিরস্থায়ী, গোনাহ্ সমূহের অসীম ক্ষমাকারী, দোষ-ত্রুটি সমূহের অতীব গোপনকারী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

অতঃপর একশত বার দরূদ শরীফ পড়িয়া নিজের মক্ছুদ তলব করিবে। আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে নিশ্চয়ই কবুল হইবে।

গুনিয়াতু ত্বালেবীন ও রেছালায়ে ফযায়েলুশ্ শুহুর নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

শবে মে'রাজের নামাজের নিয়ম

রজব চাঁদের সাতাইশ তারিখ রাত্রি অর্থাৎ এই মাসের ছাব্বিশ তারিখ দিনগত রাত্রিতে ইশা ও বিত্রের মধ্যবর্তী সময়ে ছয় সালামে বার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। তাহার নিয়ত নিম্নরূপঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্য়াতাই ছালাতি লাইলাতিল্ মি'রাজে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহু আক্বর।

এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সহিত যে কোন একটি সূরা পড়িবে। নামাজের পর একশত বার কলেমায়ে তমজীদ পড়িবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاۤءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ০

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা নূরাইঁয়্যাহ্দিয়াল্লাহু লিনূরিহী মাইঁয়্যাশাউ মুহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহে ইমামুল মুরছালীনা খাতেমুন নাবিয়্যীন্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তুমি আলো। আল্লাহ্ তায়ালা যাহাকে চাহেন তাঁহার নূরের দিকে হেদায়েত করেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার রাছুল, রাছুলগণের ইমাম, নবীগণের সর্বশেষ।

তারপর নীচের দোয়া তিনবার পড়িবে।

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْاٰثَامِ ০

বাঃ উঃ— আস্তাগ্ ফিরুল্লাহা যাল্ জালালে ওয়াল্ ইক্রামে মিনায্ যুনুবে ওয়াল্ আছাম্।

অর্থঃ সম্মান ও মহত্বের অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আমি গুনাহ্ ও অপরাধ সমূহ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি।

তারপর দুইশত বার দরূদ পড়িয়া সিজ্দায় গিয়া দুইশত বার নীচের দোয়াটি পড়িবে।

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰۤئِكَةِ وَالرُّوْحِ ০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই নামাজ "রাহাতুল কুলুব" নামক কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। বৎসরে দশ লাখ আশি হাজার বালা নাযিল হয়। তন্মধ্যে নয় লাখ বিশ হাজার বালা ছফর মাসে নাযিল হয়।

ছফর মাসের শেষ বুধবারের অর্থাৎ আখেরী চাহার শম্বার নামাজ— এই দিন সকালে গোসল করিয়া দোহার সময় দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ এগার বার পড়িবে। সালামের পর নীচের দরূদ শরীফ সত্তর বার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লিম্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! উম্মি নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং তাঁহার বংশধর ও ছাহাবীগণের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল কর।

তারপর নীচের দোয়াটি তিনবার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اصْرِفْ عَنِّىْ سُوْءَ هٰذَا الْيَوْمِ وَاعْصِمْنِىْ مِنْ سُوْئِهٖ

وَنَجِّنِىْ عَمَّا اَصَابَ فِيْهِ مِنْ نَحُوْسَاتِهٖ وَكُرُبَاتِهٖ بِفَضْلِكَ

يَا دَافِعَ الشُّرُوْرِ وَيَا مَالِكَ النُّشُوْرِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الْاَمْجَادِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছার্‌রিফ্ আন্নী সূ-আ হাযাল্ ইয়াওমে ওয়া আ'ছিম্‌নী মিন্ সূ-ইহী ওয়া নাজ্জিনী আম্মা আছাবা ফীহি মিন্ নাহুসাতিহী ওয়া কুরাবাতিহী বিফাদ্‌লেকা ইয়া দাফেয়াশ্ শুরূরে ওয়া ইয়া-মালেকান্ নুশুরে ইয়া আর্ হামার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রাহেমীন। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহীল্ আম্‌জাদে ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! এই দিনের বিপদাপদ আমা হইতে ফিরাইয়া দাও এবং উহার ক্ষতি হইতে আমাকে মুক্ত রাখ। আর তোমার করুণার দ্বারা আমাকে ঐ সব অমঙ্গল ও বিপদ সমূহ হইতে নাজাত দাও যাহা এই দিনে নাযিল হইয়াছে। হে মন্দ সমূহের প্রতিরোধকারী, হে পুনরুত্থানের মালিক! হে সর্ব্বাধিক দয়ালু! আল্লাহ্ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার সম্মানিত বংশধরদের উপর রহমত ও বরকত নাযিল করুক এবং শান্তি বর্ষণ করুক।

এই নামাজ "রাহাতুল কুলুব" ও "জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাব হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে।

ছফর মাসের শেষের বুধবার অর্থাৎ আখেরী চাহার শম্বার দিন দোহার সময় আরও দুই রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ তিনবার করিয়া পড়িবে। নামাজের পর সূরা "আলাম্ নাশরাহ্" বিশবার, সূরা "ওয়াত্তীনে" বিশবার, সূরা "ইযাজাআ নাছ্রুল্লাহি" বিশবার ও সূরা "ইখ্লাছ" বিশবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা ঐ নামাজীর দিলকে ধনী করিয়া দিবেন।

"জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই দিন নীচের দোয়া ও নক্‌সা কলা গাছের পাতায় লিখিয়া একটি পরিষ্কার বদনার পানির মধ্যে অথবা কোন জগ বা পাত্রের পানিতে ধুইয়া ঐ পানি গোসল করার পর এক কোমর পানিতে নামিয়া মাথার উপর ঢালিয়া দিবে।

দোওয়া ও নক্‌সা এইঃ-

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ

وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ط

اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا ○

৪	৯	২
৩	৫	৭
৮	১	৬

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নীচের দোয়াটি বিছমিল্লাহ্ সহ লিখিয়া ধৌত করিয়া পান করিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِي الْعٰلَمِيْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ - كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ - اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ○

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ○

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ - سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

রবিউল আউয়াল মাস— এই মাসের প্রথম তারিখ হইতে বার তারিখ পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিন বিশ রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ একুশবার করিয়া পড়িবে। এই নামাজের ছওয়াব হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহে পাকের উপর বখ্শীশ করিবে। এই নামাজ পড়িলে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাজীকে বেহেশ্তের খোশ্খবরী দিবেন। এই নামাজ প্রত্যেক দিন পড়িতে না পারিলে দুই তারিখ অথবা বার তারিখ অবশ্যই পড়িবে।

সারা মাসের মধ্যে নীচের দরূদ শরীফ ইশার নামাজের পরে এক হাজার একশত পঁচিশ বার পড়িলে হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে স্বপ্নে দেখিবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লিআলা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন্ কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজিদ।

সম্পূর্ণ মাসের মধ্যে নীচের দরূদ শরীফ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বার পড়িলে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার মিলিবে।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ○

বাঃ উঃ— আচ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামু আলাইকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তায়ালার রাসুল, আপনার উপর দরূদ ও সালাম।

এই মাসের প্রথম তারিখ হইতে বার তারিখ পর্য্যন্ত এশার নামাজের পরে দুই রাকাত করিয়া ষোল রাকাত নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ তিনবার করিয়া পড়িবে। নামাজের পর নীচের দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়িয়া অযুর সহিত শুইবে। খোদার ফজলে নীবয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার পাইবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْهِ ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি রাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু আলাইহে।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! উম্মি নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর রহমত নাযিল কর, যাহার উপর আল্লাহ্ তায়ালার রহমতও তাঁহার বরকত রহিয়াছে।

রবিউছ্ছানী মাস— এই মাসের প্রথম তারিখে, পনর তারিখে ও উনত্রিশ তারিখে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ পাঁচবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে ঐ নামাজীর জন্য হাজার নেকী লিখা হইবে, হাজার বদী মাফ হইবে এবং চার হুর পয়দা হইবে।

"জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

জামাদিউল আউয়াল মাস— এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে সেই রাত্রিতে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ এগার বার করিয়া পড়িবে। যে এই নামাজ পড়িবে, তাহার জন্য নব্বই হাজার বৎসরের নেকী লিখা হইবে এবং তাহার আমল নামা হইতে নব্বই হাজার বৎসরের বদী দূর করা হইবে।

এই নামাজ "জাওয়াহেরে গায়েবী" নামক কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জমাদিউছ্ছানী মাস— এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ তের বার করিয়া পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে এক লক্ষ নেকী লিখা হয় এবং এক লক্ষ বদী দূর হয়।

এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে সেই রাত্রিতে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু বার রাকাত নফল নামাজ পড়িতেন। এই নামাজের সূরা নির্দিষ্ট নাই।

"রেছালায়ে ফযায়েলুশ্ শুহুর" নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

রজব মাস— এই মাসের প্রথম, পনর এবং শেষ তারিখে গোসল করিলে মায়ের গর্ভ হইতে বাহির হওয়ার সময় যেরূপ নিষ্পাপ থাকে সেরূপ পবিত্র হইবে।

এই মাসের পাঁচটি রাত্র ইবাদতের জন্য বড়ই আফ্যল। যথাঃ— *প্রথম তারিখের রাত অর্থাৎ চাঁদের রাত, পনর তারিখের রাত অর্থাৎ চৌদ্দ তারিখ দিনগত রাত এবং শেষ তিন রাত।*

এই মাসে ত্রিশ রাকাত নফল নামাজ পড়া যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা কাফিরূন তিনবার ও সূরা ইখ্লাছ তিনবার করিয়া পড়িতে হয়। এই নামাজ মাগ্‌রিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিবেন এবং প্রত্যেক দিন বদরের শহীদানের সমান আমল উঠানো হইবে। সমস্ত মাস রোযাদারগণের এবং সমস্ত বৎসর নামাজীদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সমান ছওয়াব দান করা হইবে। উক্ত নামাজ দশ রাকাত চাঁদের প্রথম তারিখের রাতে, তারপর দশ রাকাত চৌদ্দ তারিখ দিনগত রাতে এবং বাকী দশ রাকাত উনত্রিশ তারিখের রাতে অর্থাৎ আটাশ তারিখ দিনগত রাতে পড়িবে। চাঁদের রাতে দশ রাকাত নামাজের পর নীচের দোয়াটি হাত উঠাইয়া তিনবার পড়িবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ

وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ○

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্ মুলকু ওয়া লাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানেয়া লিমা আ'তাইতা ওয়া-লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়া লা ইয়ান্‌ফাউ যাল্ জাদ্দি মিন্‌কাল্ জাদ্দু।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মরেন না। তাঁহারই হাতে সকল কল্যাণ, এবং তিনি সৃষ্ট সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ্! তুমি যাহা দান করিয়াছ উহাতে বাধা প্রদান-কারী কেহ নাই। প্রচেষ্টাকারীকে তাহার প্রচেষ্টা তোমার শাস্তি হইতে রক্ষা করিতে বা অধিক কিছু লাভে উপকার করিতে পারিবে না।

তারপর যে দোয়া করিবে কবুল হইবে।

অতঃপর চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে দশ রাকাত নামাজ পড়িয়া হাত উঠাইয়া পরবর্তী দোয়াটি তিনবার পড়িবে—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - اِلٰهًا وَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا فَرْدًا وِتْرًا لَّمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ○

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর, ইলাহাঁও ওয়াহেদান্ আহাদান্ ছামাদান্ ফারদান্ বিত্রাল্ লামইয়াত্তাখিয্ ছাহেবাতাঁও ওয়া-লা ওয়ালাদা।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনো মরেন না। তাঁহারই হাতে সকল কল্যাণ এবং তিনি সৃষ্ট সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তিনি একক মা'বুদ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তিনি একক, বেজোড়, তাহার কোন স্ত্রী ও পুত্র নাই।

তারপর যে দোয়া করিবে কবুল হইবে।

অতঃপর আটাশ তারিখ দিনগত রাতে বাকী দশ রাকাত নামাজ পড়িয়া হাত উঠাইয়া নীচের দোয়া তিনবার পড়িবে।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهِ الطَّاهِرِيْنَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ ○

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া-হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর। ওয়া ছাল্লাল্লাহু আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলিহীত্তাহিরীনা ওয়া লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহিল্ আলিয়্যিল্ আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন অংশীদার নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি কখনও মরেন না। তাঁহারই হাতে সকল কল্যাণ এবং তিনি সৃষ্ট সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। আল্লাহ্ তায়ালা ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম এবং তাঁহার পবিত্র বংশধরগণের উপর রহমত নাযিল করুক। সর্বোচ্চ মর্য্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ব্যতীত পাপ হইতে বাঁচিবার উপায় এবং ইবাদত করার কাহারও শক্তি নাই।

তারপর যে দোয়া করিবে কবুল হইবে। ঐ নামাজী ও দোযখের মধ্যে সত্তর খন্দক ব্যবধান হইবে। প্রত্যেক খন্দকের প্রশস্ত পাঁচশত বৎসরের রাস্তা হইবে এবং প্রত্যেক রাকাতে হাজার হাজার রাকাতের ছওয়াব মিলিবে।

হযরত সালমান ফারছী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হু এই নামাজ হাদীছ শরীফ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

রজব মাসে প্রত্যেক জুমার দিন জুমা ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে এক সালামে চার রাকাত নফল নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী সাতবার এবং সূরা ইখ্লাছ পাঁচবার পড়িতে হয়। সালামের পর নীচের দোয়া পঁচিশ বার পড়িবে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْكَبِيْرِ الْمُتَعَالِ ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— লা-হাওলা ওয়া-লা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল্ কাবীরিল মুতাআল্।

অর্থঃ মহান মর্য্যাদাশীল্ আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত সহায়তা ছাড়া গুনাহ্ হইতে বাঁচিবার এবং সৎকাজ করিবার কাহারও কোন উপায় ও শক্তি নাই।

তারপর নীচের ইস্তিগ্ফার একশত বার পড়িবেঃ—

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

غَفَّارُ الذُّنُوْبِ سَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

বাঃ উঃ— আস্তাগ্ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুমু গাফ্ফারুয্ যুনুবে ছাত্তারুল উয়ুবে ওয়া আতুবু ইলাইহে।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি; যিনি ব্যতীত অন্য কোন্ মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি চিরস্থায়ী, গোনাহ্ সমূহের অসীম ক্ষমাকারী, দোষ-ত্রুটি সমূহের অতীব গোপনকারী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প লইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

অতঃপর একশত বার দরূদ শরীফ পড়িয়া নিজের মক্ছুদ তলব করিবে। আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে নিশ্চয়ই কবুল হইবে।

গুনিয়াতু ত্তালেবীন ও রেছালায়ে ফযায়েলুশ্ শুহুর নামক কিতাবে এই নামাজ বর্ণনা করা হইয়াছে।

শবে মে'রাজের নামাজের নিয়ম

রজব চাঁদের সাতাইশ তারিখ রাত্রি অর্থাৎ এই মাসের ছাব্বিশ তারিখ দিনগত রাত্রিতে ইশা ও বিত্‌রের মধ্যবর্তী সময়ে ছয় সালামে বার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। তাহার নিয়ত নিম্নরূপঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ

الْمِعْرَاجِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতি লাইলাতিল্ মি'রাজে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার সহিত যে কোন একটি সূরা পড়িবে। নামাজের পর একশত বার কলেমায়ে তমজীদ পড়িবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ۝

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা নূরাইয়্যাহ্‌দিয়াল্লাহু লিনূরিহী মাইঁয়্যাশাউ মুহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহে ইমামুল মুরছালীনা খাতেমুন্ নাবিয়্যীন্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তুমি আলো। আল্লাহ্ তায়ালা যাহাকে চাহেন তাঁহার নূরের দিকে হেদায়েত করেন। হ্যরত মুহাম্মদ মোস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার রাছুল, রাছুলগণের ইমাম, নবীগণের সর্বশেষ।

তারপর নীচের দোয়া তিনবার পড়িবে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ مِنَ الذُّنُوْبِ

وَالْاٰثَامِ ۝

বাঃ উঃ— আস্তাগ্ ফিরুল্লাহা যাল্ জালালে ওয়াল্ ইক্‌রামে মিনায্ যুনুবে ওয়াল্ আছাম্।

অর্থঃ সম্মান ও মহত্বের অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আমি গুনাহ্ ও অপরাধ সমূহ হইতে ক্ষমা চাহিতেছি।

তারপর দুইশত বার দরূদ পড়িয়া সিজ্‌দায় গিয়া দুইশত বার নীচের দোয়াটি পড়িবে।

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল্ মালা-ইকাতে ওয়াররূহ্। অর্থঃ আমাদের প্রভু এবং ফেরেশ্‌তাগণের ও রূহের (অর্থাৎ আত্মা বা জীবরীল আঃ) প্রভু অতি পবিত্র, পরম পবিত্র।

তৎপর যে দোয়া করিবে, আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে তাহা কবুল হইবে। এই দিন গরীব, ফকীর ও মিছকীনকে পানাহার করাইবে।

হযরত সালমান ফারছী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন— *রজবের মাসে এমন একটি দিন ও একটি রাত্রি আছে যদি কেহ ঐ দিন রোযা রাখে এবং ঐ রাত্রিতে ইবাদত করে, তাহা হইলে তাহার এই পরিমাণ ছওয়াব হইবে যে, সে যেন একশত বৎসর রোযা রাখিল এবং একশত রাত্রি ইবাদত করিল। অর্থাৎ ঐ রাত্রি রজবের ছাব্বিশ্ তারিখ দিনগত রাত্রি এবং ঐ দিন রজবের সাতাইশ তারিখের দিন।*

শা'বান মাস— এই মাসের প্রথম তারিখের রাতে অর্থাৎ যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে ঐ রাত্রিতে বার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পনর বার করিয়া পড়িবে। এই রাতের যে কোন সময় এই নামাজ পড়া যায়। এই নামাজ পড়িলে বেশুমার ছওয়াব পাওয়া যায়।

এই মাসের প্রত্যেক জুমার রাতে চার রাকাত নফল নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ ত্রিশবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে এক হজ্ব ও ওমরার ছওয়াব পাইবে।

এই মাসের যে কোন রাতে আট রাকাত নফল নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজ এক সালামে পড়িতে হয়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ এগারবার পড়িবে। এই নামাজের ছওয়াব হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হার রূহে পাকের উপর বখ্‌শীশ্ করিবে। হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হা বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই নামাজ উক্ত নিয়মে পড়িয়া আমার উপর উহার ছওয়াব বখ্‌শীশ্ করিবে, আমি তাহার জন্য শাফায়াত না করিয়া কখনও বেহেশ্‌তে এক পা ও দিব না। এই নামাজ শা'বান মাসের প্রথম ভাগে পড়িলে খুবই উত্তম হইবে। এই নামাজ পড়িবার নিয়ম এই যে, ২য়, ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ রাকাতের পর বসিয়া শুধু তাশাহুদ (আত্ত্যাহিয়্যাতু) পড়িয়া অষ্টম রাকাতে তাশাহুদ, দরূদ শরীফ এবং দোয়া মাছুরা পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে।

হযরত আবুল কাসেম ছাফ্‌ফার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু এই নামাজ বর্ণনা করিয়াছেন। এই নামাজের নিয়ত পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া গেলঃ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَمَانَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ النَّفْلِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা ছামানা রাক্‌য়াতে ছালাতিন্ নাফ্‌লে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

শবে বরাতের নামাজ

এই নামাজ শাবান মাসের চৌদ্দ তারিখ দিনগত রাত্রিতে পড়িতে হয়। ইশার নামাজের পর হইতে ছোব্‌হে কাজেব পর্য্যন্ত এই নামাজের সময় থাকে। নামাজ, কোরান তিলাওয়াত, যিক্‌র ও মোরাকাবা, দোয়া-দরূদ, ইস্তিগ্‌ফার ইত্যাদি নফল ইবাদতে সারা রাত্রি জাগরণ থাকিলে বেশুমার ছওয়াব পাওয়া যায় এবং সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়। দুই রাকাত করিয়া এই নামাজ পড়িতে হয়।

এই নামাজের নিয়ত এইরূপঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَاءَةِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ٥

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতে লাইলাতিল্ বারাআতে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই নামাজ পড়িবার নিয়ম

এই নামাজ ইশার নামাজের পর এবং বিত্‌র নামাজের পূর্বে পড়িতে হয়। (১) সুলতানুল আউলিয়া হযরত হাফেয মনিরুদ্দীন রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মে এই নামাজ শিক্ষা দিয়াছেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

প্রথম দুই রাকাত নামাজের প্রথম রাকাতে ছানা, আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্‌লাছ দুইশত বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে একশত বার পড়িবে।

তারপর দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে ছানা, আউযুবিল্লাহ্, বিস্‌মিল্লাহ্ এবং সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্‌লাছ একশত বার এবং দ্বিতীয় রাকাতেও একশত বার পড়িয়া নামাজ শেষ করিবে। অর্থাৎ এই মোট চার রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পাঁচশত বার পড়িতে হয়।

(২) পবিত্র হাদীছ শরীফ মতে এই রাত্রিতে যে ব্যক্তি চার রাকাত নামাজ পড়ে এবং প্রথম রাকাতে আউযুবিল্লাহ্, ইত্যাদির পর সূরা ইখ্‌লাছ পঞ্চাশ বার এবং দ্বিতীয় রাকাতেও পঞ্চাশবার পড়ে এবং এই নিয়মে বাকী দুই রাকাত নামাজ পড়ে, অর্থাৎ প্রতি রাকাতে পঞ্চাশ বার করিয়া চার রাকাতে মোট দুইশত বার সূরা ইখ্‌লাছ পড়ে এবং তারপর দিন রোযা রাখে, তাহার পঞ্চাশ বৎসরের গুনাহ্ মাফ হইবে।

(৩) এই রাত্রিতে আরও দুই রাকাত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী একবার এবং সূরা ইখ্‌লাছ পনর বার পড়িবে। সালামের পর একশত বার দরূদ শরীফ পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে সমস্ত গুনাহ মাফ হইবে, রিযিকে ফরাগত হইবে এবং নানা প্রকারের পেরেশানী হইতে নাজাত পাইবে।

(৪) এই রাত্রিতে দুই রাকাত করিয়া চৌদ্দ রাকাত নামাজ যে কোন সূরা দিয়া পড়িবে। নামাজের পর সূরা ফাতিহা চৌদ্দ বার, সূরা ইখ্‌লাছ চৌদ্দ বার, সূরা ফালাক চৌদ্দ বার, সূরা নাছ চৌদ্দ বার, আয়াতুল কুরছী এক বার এবং নীচের আয়াত দুইটি এক বার পড়িবে—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ

مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ زصلى لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— লাকাদ্ জা-আকুম্ রাছুলুম্ মিন্ আন্‌ফুছিকুম্ আযীযুন আলাইহি মা আনিত্তুম্ হারীছুন্ আলাইকুম্ বিল্‌মু'মিনীনা রাউফুর্ রাহীম। ফা-ইন্ তাওয়াল্লাও ফাকুল্ হাছ্‌বিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু; আলাইহি তাওয়াক্কাল্‌তু ওয়া হুয়া রাব্বুল আর্‌শিল্ আযীম।

অর্থঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন রাছুল আগমন করিয়াছেন। তোমাদের দুঃখ কষ্ট তাঁহার নিকট কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল, মুমেনদের প্রতি তিনি বড়ই স্নেহশীল দয়াবান। অতঃপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তাহলে (হে রাছুল) তুমি বলিয়া দাও, আল্লাহ্ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। আমি তাঁহারই উপর ভরসা রাখি এবং তিনি সুবিশাল আরশের মালিক।

তারপর যে দোয়া করিবে, কবুল হইবে।

এই নামাজ পড়িলে বিশটি হজ্বের ছওয়াব, বিশ বৎসর একাধারে ইবাদতের ছওয়াব এবং তার পরের দিন রোযা রাখিলে অগ্র-পশ্চাৎ দুই বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব পাইবে।

এই নামাজ হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে এই নামাজ পড়িতে দেখিয়াছেন।

এই রাত্রিতে তিনবার সূরা ইয়াছীন পড়িলে আয়ু বৃদ্ধি হইবে, ধনবান হইবে এবং আসমান ও জমিনের বালা মছিবত হইতে রক্ষা পাইবে।

এই রাত্রে ছেলে-মেয়ে সকলে মিলিয়া ফরাগত করিয়া খাওয়া দাওয়া করিলে রোজগারে বরকত ও রিযিকে ফরাগত হইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— *শা'বানের চৌদ্দ তারিখ সূর্য্যাস্ত যাইবার সময় নীচের দোয়া চল্লিশ বার পড়িলে চল্লিশ বৎসরের ছগীরা গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।*

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۝

বাঃ উঃ— লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত সাহায্য ছাড়া পাপ হইতে বাঁচিবার এবং সৎকাজ করিবার কাহারও কোন উপায় ও শক্তি নাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

রমযান মাস

শবে ক্বদরের নামাজ— এই নামাজ রমযান মাসের ২৬ তারিখ দিনগত রাত্রিতে পড়িতে হয়। বিত্র নামাজের পর হইতে ছোব্‌হে কাজেব পর্য্যন্ত এই নামাজের সময় থাকে। নামাজ, কোরান তিলাওয়াত, যিক্‌র, মোরাকাবা, দোয়া-দরূদ, ইস্তিগ্‌ফার ইত্যাদি নফল এবাদতে সারা রাত্রি জাগরণ থাকিলে বেশুমার ছওয়াব পাওয়া যায় এবং সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়। দুই রাকাত করিয়া এই নামাজ পড়িতে হয়।

এই নামাজের নিয়ত এইরূপঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতে লাইলাতিল্ ক্বাদ্‌রে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই নামাজ পড়িবার নিয়ম— এই নামাজ ইশার নামাজের পর তারাবীহ্ ও বিত্‌র নামাজ পড়িয়া পড়িতে হয়।

(১) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, শবে ক্বদরের রাত্রিতে চার রাকাত নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা "ইন্না আন্‌যাল্‌না" একবার এবং সূরা ইখ্‌লাছ সাতাইশ বার পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে নামাজীর সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে; সে যেন মায়ের উদর হইতে অদ্যই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে বেহেশ্‌তে এক হাজার মহল দান করিবেন।

(২) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই রাত্রিতে দুই রাকাত নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা "ইন্না আন্‌যাল্‌না" একবার এবং সূরা "ইখ্‌লাছ" তিনবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে শবে ক্বদরের রাত্রির সমস্ত ছওয়াব দান করিবেন। তাহার রোযা কবুল করিবেন এবং তাহাকে হযরত ইদ্রিছ আলাইহিছ্‌ছালাম, হযরত শোয়াইব আলাইহিছ্‌ছালাম, হযরত আয়ুব আলাইহিছ্ ছালাম, হযরত দাউদ আলাইহিছ্‌ছালাম এবং হযরত নূহ আলাইহিছ্‌ছালামের মত ছওয়াব দান করিবেন এবং বেহেশ্‌তে তাহাকে মশ্‌রিক হইতে মগ্‌রিব পর্য্যন্ত এক শহর দান করিবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই রাতে আরও চার রাকাত নামাজ পড়া যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা "ইন্না আন্‌যাল্‌না" তিন বার এবং সূরা "ইখ্‌লাছ" পঞ্চাশ বার পড়িবে। নামাজের পর সিজ্‌দায় যাইয়া নীচের দোয়াটি একবার পড়িবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— সুব্‌হানাল্লাহি ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বর।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, এবং আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ নাই। আর আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ।

তারপর যে দোয়া করিবে, কবুল হইবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে অসীম নিয়ামত দান করিবেন এবং সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিবেন।

(৪) এই রাত্রিতে দুই রাকাত করিয়া আরও বার রাকাত নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা "ইন্না আন্‌যাল্‌না" একবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা "কাফিরূন" একবার পড়িতে হয়। এই নিয়মে বার রাকাত নামাজ আদায় করিবে।

শবে ক্বদরের রাত্রিতে নীচের দোয়াটি বেশী পরিমাণে পড়া আবশ্যক।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ يَا غَفُوْرُ -

يَا غَفُوْرُ - يَا غَفُوْرُ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন্ তুহিব্বুল্ আফ্‌ওয়া ফা'ফু আন্নী ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুর্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। হে অতি ক্ষমাকারী, হে অতি ক্ষমাকারী, ; হে অতি ক্ষমাকারী!

রমযান মাসের ছাব্বিশ তারিখে সূর্য্যাস্ত যাইবার সময় পরবর্তী দোয়াটি চল্লিশ বার পাঠ করিলে চল্লিশ বৎসরের ছগীরাহ্ গুনাহ্ মাফ হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোয়াটি এই

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— সুব্‌হানাল্লাহে ওয়াল্ হামদু লিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বর।

প্রসিদ্ধ ওলী হযরত আবুল হাছান খেরকানী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি নিম্নলিখিত হিসাবে সর্বদা শবে ক্বদর পাইয়াছি।

রমযান	মাসের	পহেলা	তারিখ	রবিবার	হইলে	শবে	ক্বদর	হয়	২৯ শে
"	"	"	"	সোমবার	"	"	"	"	২১ "
"	"	"	"	মঙ্গলবার	"	"	"	"	২৭ "
"	"	"	"	বুধবার	"	"	"	"	১৯ "
"	"	"	"	বৃহস্পতিবার	"	"	"	"	২৫ "
"	"	"	"	শুক্রবার	"	"	"	"	১৭ "
"	"	"	"	শনিবার	"	"	"	"	২৩ "

কিন্তু শবে ক্বদরের নামাজ সাতাইশ তারিখেই পড়িতে হয়।

তারাবিহের নামাজ

এই নামাজ ইশার নামাজের পর হইতে ছোব্‌হে কাজেব পর্য্যন্ত পড়িতে পারা যায়। ইশার নামাজের ফরয ও দুই রাকাত ছুন্নতের পর এবং বিত্‌রের পূর্বে পড়িতে হয়। তারাবীহের নামাজ দুই রাকাত করিয়া বিশ রাকাত পড়িতে হয়। এই নামাজের নিয়ত দেওয়া গেলঃ—

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌আতাই ছালাতিত্ তারাবীহে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

যদি উপযুক্ত হাফেজ যিনি সম্পূর্ণ কোরান শরীফ ভালরূপে মুখস্ত করিয়াছেন ও শরীয়তের বিধানানুযায়ী চলেন এবং টাকা-পয়সার লোভ না করিয়া শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে তারাবীহের নামাজে কোরান শরীফ খতম করেন, ঐ রকম উপযুক্ত হাফেজ পাইলে তাঁহার পিছনে খতমে তারাবীহের নামাজ পড়িতে পারা যায়। উল্লিখিত শর্তানুযায়ী হাফেজ পাওয়া না গেলে একা অথবা কয়েকজনে মিলিয়া উপযুক্ত ইমামের পিছনে জমাতের সহিত সূরা তারাবীহের নামাজ পড়াই উত্তম।

(১) সূরা তারাবীহের মধ্যে সূরা "আলাম তারা" হইতে সূরা "নাছ" পর্য্যন্ত দুইবার পড়িলে বিশ রাকাত তারাবীহের নামাজ শেষ হয়।

(২) প্রতি রাকাতে সূরা ইখলাছ একবার করিয়াও পড়িলে বিশ রাকাত তারাবীহের নামাজ আদায় করিতে পারা যায়। প্রথম নিয়মে পড়িলে কোরান খতমের ছওয়াব পাওয়া যায়।

প্রতি চারি রাকাত তারাবীহ্ নামাজের শেষে নীচের দোয়াটি তিনবার পাঠ করিবে।

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ أَبَدًا أَبَدًا سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ۝

বাঃ উঃ—সুব্‌হানা যিল্ মুলকে ওয়াল্ মালাকুতে সুব্‌হানা যিল্ ইয্‌যাতে ওয়াল্ আয্‌মাতে ওয়াল্ হাইবাতে ওয়াল্ কুদ্‌রাতে ওয়াল্ কিব্‌রিয়ায়ে ওয়াল জাবারূতে সুব্‌হানাল্ মালিকিল্ হাইয়িল্লাযী লা ইয়ানামু ওয়া লা ইয়ামুতু আবাদান্ আবাদান্ সুব্বুহুন্ কুদ্দুসুন্ রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতে ওয়ার্ রূহ্।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ আমি রাজ্য ও রাজত্বের অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। সম্মান, মহত্ব, আতঙ্ক, ক্ষমতা, গর্ব ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি। আমি ঐ মহান বাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, যিনি চিরঞ্জীব, কখনও নিদ্রা যান না ও মৃত্যু বরণ করেন না। আমাদের প্রভু ও ফেরেশ্তাগণের ও জীবরীল (আঃ) বা রূহের প্রভু অতি পবিত্র, পরম পবিত্র।

তারপর হাত উঠাইয়া এই মোনাজাতটি করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ

يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيْزُ - يَا غَفَّارُ

يَاكَرِيْمُ - يَاسَتَّارُ - يَارَحِيْمُ - يَاجَبَّارُ - يَاخَالِقُ -

يَابَرُّ - اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ - يَامُجِيْرُ -

يَامُجِيْرُ - يَامُجِيْرُ - بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্না নাছ্আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া নাউযুবিকা মিনান্নারে ইয়া খালেকাল্ জান্নাতে ওয়ান্নারে বেরাহ্মাতিকা ইয়া আযীযু, ইয়া গাফ্ফারু, ইয়া কারীমু, ইয়া ছাত্তারু, ইয়া রাহীমু, ইয়া জাব্বারু, ইয়া খালেকু, ইয়া বাররু, আল্লাহুম্মা আজিরনা ওয়া খাল্লিছ্না মিনান্নার, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু, বি-রাহ্মাতিকা ইয়া আর্হামার্ রাহেমীন।

অর্থঃ আয় আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমার দরবারে বেহেশ্ত চাহিতেছি এবং তোমার নিকট দোযখ হইতে আশ্রয় চাহিতেছি তোমারই করুণায়, হে বেহেশ্ত ও দোযখের স্রষ্টা! হে পরাক্রমশালী! হে অসীম ক্ষমাকারী! হে মহান দাতা! হে দোষ-ত্রুটি গোপনকারী! হে দয়াময়! হে মহাক্ষমতাবান! হে সৃষ্টিকর্তা! হে মঙ্গলকারী! হে আল্লাহ্! আমাকে আশ্রয় দান কর এবং আমাকে দোযখ হইতে মুক্তি দাও, হে আশ্রয়দাতা! হে আশ্রয়দাতা! হে আশ্রয়দাতা! আপন করুণায়, হে সর্বাপেক্ষা বেশী দয়ালু।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র রমযান মাসে তারাবীহের নামাজ জমাতে আদায় করিবার সময় কোন লোক ২,৪,৬,৮ বা ততোধিক রাকাত জমাতে আদায় করিতে পারিল না, এমতাবস্থায় যত রাকাত তারাবীহের নামাজ জমাতে পড়িতে পারে নাই তত রাকাত, বিত্রের নামাজ জমাতে পড়ার পর আদায় করিবে।

রমজান মাসে বিত্রের নামাজ

পবিত্র রমযান মাসে বিত্রের নামাজের প্রথম রাকাতে

সূরা 'তাকাছুর' (اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ) দ্বিতীয় রাকাতে

সূরা 'কাফিরূন' (قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) তৃতীয় রাকাতে

সূরা 'ইখ্লাছ' (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়া অতি উত্তম।

রমযান ব্যতীত অন্য সময়ে বিত্রের নামাজের প্রথম রাকাতে

সূরা 'নছর' (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ), দ্বিতীয় রাকাতে

সূরা 'লাহাব' (تَبَّتْ يَدَا اَبِىْ لَهَبٍ), তৃতীয় রাকাতে

সূরা 'ইখ্লাছ' (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) পড়িলে দাঁতের রোগ, সান্নি রোগ ইত্যাদি হইতে খোদার ফযলে আমান থাকা যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

শওয়াল মাস

বর্ণিত আছে, এই মাসের চাঁদের রাতে অথবা ঈদের নামাজের পরে ঘরের মধ্যে চার রাকাত নফল নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ একুশবার করিয়া পড়িতে হয়। যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশ্‌তে আটটি দরজা খুলিয়া দিবেন এবং দোযখের সাতটি দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন। ঐ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত বেহেশ্‌তে নিজের স্থান না দেখিবে, সে পর্যন্ত মরিবে না।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের দিনে অথবা রাত্রিতে আট রাকাত নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পঁচিশ বার করিয়া পড়িবে। নামাজের পর سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ্) সত্তর বার পড়িবে।

তারপর নীচের দরূদ শরীফ সত্তর বার পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ وَعَلٰى

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লিম্।

এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা নামাজীর দিলে রহমত ও হিকমতের দরজা খুলিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তে একটি বৃহৎ বাড়ী তৈয়ার করিবেন। ঐ সঙ্গে দুনিয়ার সত্তরটি মক্‌ছুদও পুরা করিবেন।

জিল্‌ক্বদ মাস

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের চাঁদের রাতে চার রাকাত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ তেইশবার করিয়া পড়িবে। যে এই নামাজ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য বেহেশ্‌তে চার হাজার লাল ইয়াকুতের ঘর বানাইবেন। প্রত্যেক ঘরে জওহারের সিংহাসন থাকিবে। প্রত্যেক সিংহাসনে হুর বসা থাকিবে। তাহাদের কপাল সূর্য্য হইতে বেশী উজ্জল হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বর্ণিত আছে, এই মাসের প্রত্যেক রাতে আরও দুই রাকাত নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ তিনবার করিয়া পড়িবে। যে এই নামাজ পড়িবে, প্রত্যেক রাতে একজন শহীদের ও এক হজ্বের ছওয়াব তাহার আমল নামায় লিখিত হইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের প্রত্যেক শুক্রবার চার রাকাত নামাজ পড়িতে পারা যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ একুশবার করিয়া পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা নামাজীর জন্য এক হজ্ব ও এক ওম্‌রার ছওয়াব লিখিবেন।

জিলহজ্জ মাস

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের চাঁদের রাতে চার রাকাত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ পঁচিশ বার পড়িবে, এই নামাজ পড়িলে প্রচুর ছওয়াব পাওয়া যাইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের প্রথম দশ দিনের প্রত্যেক রাত্রিতে বিত্‌রের নামাজের পর দুই রাকাত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা কাওছার তিনবার ও সূরা ইখ্‌লাছ তিনবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে “মকামে ইল্লীনে” প্রবেশ করাইবেন এবং প্রত্যেক কেশের বদলে এক হাজার নেকী লিখিবেন এবং এক হাজার দিনারের ছদ্‌কার ছওয়াব দান করিবেন।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের যে কোন শেষ রাত্রিতে চার রাকাত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে আয়াতুল কুরছী তিন বার, সূরা ইখ্‌লাছ তিন বার, সূরা ফালাক একবার ও সূরা নাছ একবার করিয়া পড়িবে। নামাজের পর হাত তুলিয়া নীচের দোয়াটি তিনবার পড়িবে।

سُبْحَانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِى الْقُدْرَةِ

وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ

يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ ـ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعِبَادِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

وَالْبِلَادِ ۝ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا عَلٰى كُلِّ حَالٍ ۝

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا - رَبُّنَا جَلَّ جَلَالُهٗ وَقُدْرَتُهٗ بِكُلِّ مَكَانٍ ۝

বাঃ উঃ— সুব্হানা যিল ইয্যাতে ওয়াল্ জাবারূতে সুব্হানা যিল্ কুদ্রাতে ওয়াল মালাকুতে সুব্হানাল্ হাইয়্যিল্লাযী লাইয়ামুতু লা-ইলাহা ইল্লা-হুয়া ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া-হুয়া হাইয়্যুল্ লাইয়ামূত্। সুব্হানাল্লাহে রাব্বিল্ এবাদে ওয়াল বিলাদ। ওয়াল্হাম্দু লিল্লাহে কাছিরান্ তাইয়্যিবাম্ মুবারাকান্ আলা কুল্লি হাল্। আল্লাহু আকবারু কাবীরা। রাব্বানা জাল্লা জালালুহু ওয়া কুদরাতুহু বিকুল্লি মাকান্।

অর্থঃ আমি পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালার। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি ক্ষমতা ও রাজত্বের অধিকারী আল্লাহ্ তায়ালার। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্ তায়ালার, যাহার মৃত্যু নাই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি জীবন দান করেন ও তিনি মৃত্যু ঘটান। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁহার মৃত্যু নাই। আমি পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি সকল বন্দা ও শহর সমূহের প্রভুর এবং সকল অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার জন্য প্রচুর, উত্তম বরকতময় প্রশংসা। আল্লাহ্ তায়ালা সবচেয়ে বড়ই বড়। হে আমাদের প্রতিপালক, যাহার মহত্ব ও ক্ষমতা সর্বত্রই বিরাজমান।

তারপর যাহা ইচ্ছা সেইভাবে দোয়া করিবে। হজ্বের ও নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের যিয়ারতের ও জিহাদের ছওয়াব পাইবে এবং খোদার ফজলে তাহার যে কোন দোয়া পূর্ণ হইবে। এই নামাজ প্রথম দশ তারিখের অর্থাৎ প্রথম দশ দিনের প্রত্যেক রাতে পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে জন্নাতুল ফিরদাউছ দান করিবেন এবং এক হাজার বদী দূর করিবেন।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের জুমাবারে ছয় রাকাত নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ পনর বার পড়িবে। নামাজ শেষে দশবার নীচের দোয়াটি পড়িবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ ۝

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল্ মালিকুল্ হাক্কুল্ মুবীন।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি সত্য ও স্পষ্ট প্রকাশিত অধিপতি।

তারপর দশবার দরূদ শরীফ পড়িবে। যে এই নামাজ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রথমে তাহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের আট তারিখ দিনগত রাত্রে দুই রাকাত নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরছী একশত বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখ্লাছ একশত বার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন নামাজীর সমস্ত গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন এবং তাহার সংঙ্গে আরও সত্তরজন লোকের গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের নয় তারিখ দিনগত রাত্রিতে বার রাকাত নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ পনর বার পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং সত্তর বৎসরের ইবাদতের ছওয়াব পাওয়া যাইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের নয় তারিখ দিনগত রাত্রিতে আরও চার রাকাত নামাজ পড়িতে পারা যায়। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্লাছ একবার, সূরা ফালাক একবার ও সূরা নাছ একবার পড়িতে হয়। নামাজের পর সত্তর বার নীচের দোয়াটি পড়িবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— সুব্হানাল্লাহে ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহে ওয়া-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বর।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। আর আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ্ তায়ালাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তারপর সত্তরবার দরূদ শরীফ পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, এই মাসের দশ তারিখ ঈদের নামাজের পর ঘরে আসিয়া চার রাকাত নামাজ পড়িবে। এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা 'আ'লা' (سَبِّحِ اسْمَ ছাবিবহিছ্মা) একবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'শামছ' (وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ওয়াশ্ শাম্ছি ওয়া দোহাহা) একবার, তৃতীয় রাকাতে

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা 'লাইল' (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ওয়াল্ লাইলি ইযা ইয়াগ্শা) একবার এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা 'ওয়াদ্দোহা' (وَالضُّحَى) একবার পড়িবে। এই নামাজ পড়িলে সমস্ত আসমানী কিতাবের তিলাওয়াতের সমান ছওয়াব পাইবে।

বর্ণিত আছে, কোরবাণী করার পর দুই রাকাত নামাজ পড়া যায়। এই নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা 'শামছ' (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ওয়াশ্ শামছি ওয়া দোহাহা) পাঁচবার করিয়া পড়িতে হয়। এই নামাজ পড়িলে হাজীগণের ছওয়াব পাইবে, কোরবানী কবুল হইবে এবং কোরবানীর জানোয়ারের প্রত্যেক কেশের বদলে ছওয়াব পাইবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি কোরবানী করিতে অসমর্থ হইবে সে ঈদের নামাজের পরে যদি ঘরে আসিয়া দুই রাকাত নামাজ পড়ে এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা কাওছার তিনবার করিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে উট কোরবানীর ছওয়াব পাইবে।

তক্বীরে তাশ্রীক

এই মাসের (জিল হজ্জ মাসে) নয় তারিখ ফজর হইতে তের তারিখ আছর পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাজের পরে নীচের তকবীরটি পড়িতে হয়। না পড়িলে শক্ত গুনাহ্গার হইবে। যদি ভুলক্রমে কোন ওয়াক্তে পড়া না হয়, তবে যখন স্মরণ হইবে তখনই পড়িয়া ফেলিবে।

তক্বীরটি এই ঃ—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ- لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ-
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহু আক্বর আল্লাহু আক্বর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বর আল্লাহু আক্বর ওয়া লিল্লাহিল্ হাম্দ্।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। আর আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য।

এই তকবিরটিকে তক্বীরে তাশ্রীক বলা হয়। ইহা একবার পড়া ওয়াজেব, তিনবার পড়া মোস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ্ মিছরী; পৃঃ ২২৪)

ইশ্রাক্বের নামাজ

এই নামাজ সূর্য্যোদয়ের বিশ মিনিট পরে পড়িতে হয়। এই নামাজের সময় সূর্য্যোদয় হইতে দুই ঘন্টা পর্য্যন্ত থাকে। ইহা দুই রাকাত করিয়া চার রাকাত পড়িতে হয়। প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরছি তিনবার ও সূরা ইখ্লাছ সাতবার পড়িবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'শামছ' (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ওয়াশ্ শামছি ওয়া দোহাহা) একবার পড়িবে। পরের দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা 'ত্বারিক' (وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ওয়াছ্ছামায়ে ওয়াত্ ত্বারিক্বি) এক বার এবং দ্বিতীয় রাকাতে আয়াতুল কুরছী একবার ও সূরা ইখ্লাছ তিনবার পড়িবে। এই নামাজের নিয়তটি দেওয়া গেল ঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্য়াতাই ছালাতিল্ ইশ্রাকে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্বর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফজরের নামাজ পড়িয়া আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যানে বসিয়া থাকিয়া সূর্য্যোদয়ের পর চারি রাকাত ইশ্‌রাকের নামাজ পড়িবে, ইহাতে একহজ্জ ও এক ওমরার ছওয়াব পাইবে এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাহার ঐ দিনের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যত আশা আছে, উহা সবই পূর্ণ করিয়া দিবেন এবং তাহার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে সত্তরটি বালাখানা তৈয়ার করিতে আদেশ দিবেন।

ইশ্‌রাকের নামাজ পড়িয়া ঘুমাইবে না, তাহাতে দরিদ্র হইবে।

দোহা বা চাশ্‌তের নামাজ

এই নামাজ সূর্য্যোদয়ের আড়াই ঘন্টা পর হইতে সূর্য্যস্থির হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পড়া যায়। ইহাকে ফারসী ভাষায় চাশ্‌তের নামাজ বলে। এই নামাজে প্রথম দুই রাকাতের প্রথম রাকাতে সূরা 'শাম্‌ছ' (وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ওয়াশ্‌শাম্‌ছি ওয়া দোহাহা) এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা 'দোহা' (وَالضُّحٰى ওয়াদ্দোহা) একবার পড়িবে। পরের দুই রাকাতও এই নিয়মে পড়িবে। এই নামাজের নিয়তটি দেওয়া গেল ঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى
سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিদ্দোহা সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই নামাজের দ্বিতীয় নিয়ম— এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা 'আ'লা' (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ছাবিবহিছ্‌মা রাব্বিকা) একবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

'শাম্‌ছ' (وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ওয়াশ্‌শাম্‌ছি ওয়া দোহাহা) একবার, তৃতীয় রাকাতে সূরা 'লাইল' (وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ওয়াল্লাইলি ইযা ইয়াগ্‌শা) একবার, চতুর্থ রাকাতে সূরা 'ওয়াদ্দোহা' (وَالضُّحٰى) একবার পড়িবে।

এই নামাজ পড়িলে বেহেশ্‌তে সোনার মহল তৈয়ার হইবে এবং দরিদ্রতা দূর হইবে ও সমূদ্রের ফেনা সমতুল্য গুনাহ্ মাফ হইবে।

হাদীছ শরীফে আছে, "আল্লাহ্ তায়ালা অতি কৌশলে তিনশত ষাটটি জোড়ার সহিত বনী আদমকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রত্যেকেরই উক্ত জোড়া সমূহের ছদ্‌কা আদায় করণার্থে দৈনিক কমপক্ষে তিনশত ষাট বার তছ্‌বীহ পাঠ করা অথবা চারি রাকাত দোহার নামাজ পড়িয়া উহার ছদ্‌কা আদায় করা কর্তব্য।"

দোহার নামাজের সালাম ফিরাইয়া একবার আয়াতুল কুরছী এবং اٰمَنَ الرَّسُوْلُ ('আমানার্ রাসূলু') হইতে فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ('ফান্‌ছুরনা আ'লাল্ কাওমিল্ কাফিরীন') পর্য্যন্ত একবার পড়িবে।

তারপর قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ ('কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল্ মুল্‌কে') হইতে وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ("ওয়াতারযুকু মান্ তাশাউ বিগাইরি হিছাব") পর্য্যন্ত তিনবার পড়িবে। তৎপর আয়াতে কুতুব একবার এবং দরূদ শরীফ একুশবার পড়িয়া নীচের মুনাজাত করিবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

رسوله الكريم ○ اللهم اغفرلي وارحمني

وارزقني وتب علي انك انت التواب الرحيم ○

বাঃ উঃ— আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল্‌ আলামীন। ওয়াছ্‌ছালাতু ওয়াছ্‌ ছালামু আলা রাছুলিহিল্‌ কারীম। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্‌লী ওয়ার্‌হাম্‌নী ওয়ার্‌যুক্‌নী ওয়া তুব্‌ আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্‌তাত্‌ তাওয়্যাবুর্‌ রাহীম।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রভু। আর তাঁহার সম্মানিত রাছুলের প্রতি রহমত ও সালাম অবতীর্ণ হউক; হে আল্লাহ্‌! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দয়া কর এবং রিযিক দান কর এবং আমার তওবা কবুল কর। বস্তুতঃ তুমিই বহু তওবা কবুলকারী মহান দয়ালু।

তারপর তিনবার পড়িবে—

اللهم ارزقنا حلالا طيبا واسعا ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মার্‌যুক্‌না হালালান্‌ তাইয়্যোবাওঁ ওয়াছেআ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্‌! আমাদিগকে হালাল পবিত্র প্রচুর রিজিক দান কর।

তারপর— ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم

وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا

محمد واله واصحابه اجمعين - بفضل سبحان ربك

رب العزة عما يصفون - وسلام على المرسلين - والحمد

لله رب العلمين - بحق لا اله الا الله محمد رسول الله ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— রাব্বানা তাকাব্বাল্‌ মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাছ্‌ ছামীউল্‌ আলীম। ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খাইরী খাল্‌কিহী ওয়া নূরে আর্‌শিহী ছাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী আজমাঈন। বি-ফাদ্‌লে সুব্‌হানা রাব্বিকা রাব্বিল্‌ ইয্‌যাতে আম্মা-ইয়াছিফুন। ওয়া সালামুন্‌ আলাল্‌ মুর্‌ছালীনা ওয়াল্‌ হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল্‌ আলামীন। বি-হাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে (আমাদের নেক আমল সমূহ) কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

আর আল্লাহ্‌ তায়ালা তাঁহার সৃষ্টির সেরা এবং তাঁহার আরশের নূর ছাইয়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম, তাঁহার বংশধর ও তাঁহার সকল সাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুক। (হে রাছুল) "তাহারা (কাফেরেরা) যাহা বলে ঐ সকল (দোষ) হইতে তোমার প্রতিপালক, মর্য্যাদাশীল প্রতিপালক, পবিত্র। এবং রসুলগণের প্রতি সালাম। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালারই জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক।" এই বাক্যসমূহের বরকতে। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌" এই কলেমার উছীলায়। পড়িয়া মুনাজাত শেষ করিবে।

শুক্রবার দিনের ইশ্‌রাক ও দোহার নামাজের ফযিলত অন্যান্য দিন হইতে বেশী। এই দিন বেশী করিয়া নফল নামাজ পড়িলে বেশুমার ছওয়াব হয়।

ছালাতুত্তছবীহের নামাজ

এই নামাজ পড়িবার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। যে কোন সময় পড়িতে পারা যায়। কিন্তু যে সময় নামাজ পড়া শরীয়তে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই সময় পড়িবে না। এই নামাজ চার রাকাত। একই নিয়তে এই নামাজ পড়িতে হয়। এই নামাজের নিয়তটি দেওয়া গেল।

نويت ان اصلي لله تعالى اربع ركعات صلوة

التسبيح سنة رسول الله تعالى متوجها الى جهة

الكعبة الشريفة الله اكبر ○

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্‌ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা আর্‌বাআ রাক্‌য়াতে ছালাতিত্তাছ্‌বীহে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান্‌ ইলা জিহাতিল্‌ কা'বাতিশ্‌ শারীফাতে আল্লাহু আকবর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই নামাজ পড়িবার নিয়ম— নিয়ত ও তক্‌বীরে তাহ্‌রীমার পর অর্থাৎ "আল্লাহু আকবর" বলিয়া নিয়ত বাঁধিবার পর ছোব্‌হানাকা, আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ সম্পূর্ণ পড়িয়া সূরা ফাতিহার পূর্বে নীচের দোয়াটি পনর বার পড়িবে ঃ—

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ؀

বাঃ উঃ— সুব্‌হানাল্লাহে ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বর।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য এবং আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অপর কোন মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ্ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ।

উক্ত দোয়া পাঠের পর সূরা "ফাতিহা" পড়িয়া সূরা "ইযা যুলযিলাতিল্ আরদু" পড়িবে, তারপর আবার ঐ দোয়া দশবার পড়িয়া "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া রুকুতে যাইবে। রুকুর তছ্‌বীহ্ শেষ করিয়া ঐ দোয়া দশবার পড়িবে। তৎপর "ছামিয়াল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্" বলিয়া কওমায় যাইবে অর্থাৎ দাঁড়াইবে। কওমার তছ্‌বীহ্ অর্থাৎ "রাব্বানা লাকাল্ হামদ" পড়িয়া ঐ দোয়া দশবার পড়িবে। তৎপর "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া প্রথম সিজ্‌দায় যাইবে। প্রথম সিজ্‌দার তছ্‌বীহ্ শেষ করিয়া ঐ দোয়া দশবার পড়িবে। তৎপর "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া বসিবে এবং ঐ দোয়া দশবার পড়িবে। আবার "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া দ্বিতীয় সিজ্‌দায় যাইবে। দ্বিতীয় সিজ্‌দার তছ্‌বীহ্ শেষ করিয়া ঐ দোয়া পুনঃ দশবার পড়িবে। তৎপর "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াইবে। দাঁড়াইয়া প্রথমে সূরা ফাতিহার পূর্বে ঐ দোয়া পনর বার পড়িবে। তৎপর সূরা ফাতিহা পড়িয়া সূরা "আলহাকুমুত্তাকাছুরু" পড়িবে। তারপর ঐ দোয়া দশবার পড়িবে। এই ভাবে প্রথম রাকাতের ন্যায় ঐ দোয়া রুকুতে দশবার, কওমায় দশবার (অর্থাৎ রুকুর পর দাঁড়াইয়া দশবার) প্রথম সিজ্‌দায় দশবার, প্রথম সিজ্‌দার পর বসিয়া দশবার এবং দ্বিতীয় সিজ্‌দায় দশবার পড়িবে। তারপর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িবে। আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পর তৃতীয় রাকাত পড়িতে উঠিবে। তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত ঠিক প্রথম দুই রাকাতের ন্যায়ই পড়িবে। তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখ্‌লাস পড়িবে। উক্ত চারি রাকাত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে উপরোক্ত দোয়াটি পঁচাত্তর বার করিয়া পড়িলে মোট তিন শত বার পড়া হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তওবার নামাজ

এই নামাজের কোন নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নাই। যে কোন সময় পড়া যায়। যখন কোন ব্যক্তি ঘটনাচক্রে কোন পাপ কাজ করিয়া বসে, তখনই অযু করিয়া দুই রাকাত তওবার নফল নামাজ পড়িয়া আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মাফ চাওয়া দরকার। তওবা ও ইস্তিগ্‌ফার মানব জাতির মিরাছ; যাহা হযরত আদম আলাইহিছ্‌ছালাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং মানুষের কর্তব্য, সব সময় আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তওবা করা অর্থাৎ গুনাহ্ মাফ চাওয়া। পাপ কাজ হইতে তওবার জন্য ফেরেশ্‌তা ৭ ঘন্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন। সুতরাং ৭ ঘন্টার মধ্যে তওবা করা কর্তব্য।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম দৈনিক সত্তর বার ইস্তিগ্‌ফার করিতেন, আর এক বর্ণনা মতে একশত বার ক্ষমা চাহিতেন।

তওবার নামাজের নিয়ম দেওয়া গেল। প্রথমে যে কোন সূরা দিয়া দুই রাকাত তওবার নামাজ পড়িবে। নিয়ত এইরূপ ঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّوْبَةِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ؀

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিত্তাওবাতে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

তৎপর পরবর্তী আয়াতগুলি তিনবার করিয়া পড়িবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؀

বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহমানির্ রাহীম।

(১) وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلٰى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝

(১) বাঃ উঃ— ওয়াল্লাযীনা ইযা ফাআলু ফাহিশাতান্ আও যালামু আন্‌ফুসাহুম্ যাকারুল্লাহা ফাস্তাগ্‌ফারু লি-যুনুবিহিম্ ওয়া মাইঁয়্যাগ্‌ফিরুয্ যুনুবা ইল্লাল্লাহু ওয়া লাম্ ইয়ুছিররু আলা মা ফাআলু ওয়া হুম্ ইয়া'লামুন।

অর্থঃ আর যাহারা যখন কোন অশ্লীল কার্য্য করে অথবা তাহাদের নিজেদের (দেহ ও আত্মার) প্রতি জুলুম করে তাহারা (তখন) আল্লাহ্ তায়ালাকে স্মরণ করে অতঃপর তাহারা তাহাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করে এবং (বিশ্বাস রাখে) আল্লাহ্ ব্যতীত পাপ সমূহ ক্ষমা কেই বা করিবে এবং তাহারা অতীতে যাহা করিয়াছে তাহা জানিয়া বুঝিয়া আর পুনরায় করে না।

(২) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ

اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

(২) বাঃ উঃ— ওয়া মাইঁয়্যা'মাল্ ছুআন্ আও ইয়াযলিম্ নাফ্‌সাহু ছুম্মা ইয়াস্তাগ্ ফিরিল্লাহা ইয়াজিদিল্লাহা গাফুরার্ রাহীমা।

অর্থঃ আর যে ব্যক্তি কোন পাপের কাজ করিবে অথবা নফছের (দেহ ও আত্মার) উপর জুলুম করিবে, অতঃপর সে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিবে, সে আল্লাহ্ তায়ালাকে বড়ই ক্ষমাশীল মহান দয়ালু রূপে পাইবে।

তারপর পরবর্তী ইস্তিগ্‌ফারগুলি পড়িবে।

(১) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْۢبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

তিনবার

(১) বাঃ উঃ—আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ— আমি আমার প্রভু আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সমস্ত গুনাহ্ (বড় গুনাহ্ ছোট গুনাহ্ জানিয়া করিয়াছি গুনাহ্ না জানিয়া করিয়াছি গুনাহ্) হইতে মাফ চাহিতেছি এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারাই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

(২) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ

الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

তিনবার

(২) বাঃ উঃ— আস্তগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহে।

অর্থঃ আমি সেই আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

তাহ্‌তাবী কিতাবে (মিসরী) আছে, এই এস্তেগ্‌ফার পড়িলে কবীরা গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়।

(৩) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

غَفَّارُ الذُّنُوْبِ سَتَّارُ الْعُيُوْبِ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

তিনবার

(৩) বাঃ উঃ— আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুমু গাফ্‌ফারুয্ যুনুবে ছাত্তারুল্ উয়ুবে ওয়া আতুবু ইলাইহে।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি; যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি চিরস্থায়ী, গুনাহ্ সমূহের অসীম ক্ষমা কারী, দোষ-ত্রুটি সমূহের অতীব গোপন কারি এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪) رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ ۝

তিনবার

(৪) বাঃ উঃ— রাব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়াতুব্ আলাইয়্যা ইন্নাকা আন্‌তাত্তাউয়্যাবুল্ গাফুর।

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি অতি তওবা গ্রহণকারী, অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

(৫) سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي

اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ তিনবার

(৫) বাঃ উঃ— সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বি-হামদিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্‌লী ইন্নাকা আন্‌তাত্তাউয়্যাবুর্ রাহীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, তোমারই প্রশংসার সাথে। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। বস্তুতঃ তুমি অতি তওবা গ্রহণকারী পরম দয়ালু।

(৬) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

يَا غَفُوْرُ - يَا غَفُوْرُ - يَا غَفُوْرُ ۝ তিনবার

(৬) বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন্ তুহিব্বুল্ আফ্‌ওয়া ফা'ফু আন্নী ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু, ইয়া গাফুরু।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে তুমি ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, হে অতি ক্ষমাকারী! হে অতি ক্ষমাকারী! হে অতি ক্ষমাকারী!

(৭) اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِي وَرَحْمَتُكَ

اَرْجٰى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي ۝ তিনবার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭) বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা মাগ্‌ফিরাতুকা আওছাউ মিন্ যুনুবী ওয়া রাহ্‌মাতুকা আর্‌জা ইন্‌দী মিন্ আমালী।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! তোমার ক্ষমা আমার পাপ সমূহ হইতে সীমাহীন প্রশস্ত, আর তোমার রহমত আমার নিকট আমার আমল হইতে অধিক আশাপ্রদ।

(৮) اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَتُوْبُ اِلَيْكَ مِنْ هٰذِهِ الْخَطِيْئَةِ

তিনবার لَا اَرْجِعُ اِلَيْهَا اَبَدًا ۝

(৮) বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আতুবু ইলাইকা মিন্ হাযিহিল্ খাতীআতে লা-আর্‌জাউ ইলাইহা আবাদা।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি এই গুনাহ্ হইতে তোমার নিকট তওবা করিতেছি। আমি আর কখনও উহার দিকে ফিরিয়া যাইব না।

অতঃপর কলেমায়ে শাহাদাত তিনবার পড়িবে।

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ۝

বাঃ উঃ— আশ্‌হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না ছাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান্ আবদুহু ওয়া রাছুলুহু।

অর্থঃ আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই, আমি সংশয়হীন খালেছ অন্তরে আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, নিশ্চয় ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার বান্দা এবং তাঁহার রাছুল।

তারপর তিনবার অথবা এগার বার দরূদ শরীফ পড়িয়া পরবর্তী মুনাজাত করিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على
رسوله الكريم. يا هادى المضلين ويا راحم
المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين. ارحم عبدك
ذالخطر العظيم والمسلمين كلهم اجمعين واجعلنا
مع الاحياء المرزوقين الذين انعمت عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين
يا رب العلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه
ونور عرشه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين.
بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام
على المرسلين. والحمد لله رب العلمين. بحق
لا اله الا الله محمد رسول الله ٥

বাঃ উঃ— আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল্‌ আলামিন, ওয়াছ্‌ছালাতু ওয়াছ্‌ছালামু আলা রাছুলিহিল্‌ কারীম। ইয়া হাদিয়াল মুদাল্লীনা ওয়া ইয়া রাহেমাল্‌ মুয্‌নিবীনা ওয়া ইয়া মুক্বীলা আছ্‌রাতিল্‌ আছেরীন। ইর্‌হাম্‌ আব্‌দাকা যাল্‌ খাত্‌রিল্‌ আযীমি ওয়াল্‌ মুছ্‌লিমীনা কুল্লাহুম আজ্‌মাঈন, ওয়াজ্‌য়াল্‌না মাআল্‌ আহ্‌ইয়া-ইল্‌ মারযুক্বীনাল্লাযীনা আন্‌আম্‌তা আলাইহিম্‌ মিনান্নাবিয়্যীনা ওয়াছ্‌ছিদ্দীক্বীনা ওয়াশ্‌শুহাদায়ে ওয়াছ্‌ছালিহীনা আমীনা ইয়া রাব্বাল্‌ আলামীন। ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আলা খাইরি খালকিহী ওয়া নূরে আরশিহী ছাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী আজ্‌মাঈন্‌। বি ফাদ্‌লে সুব্‌হানা রাব্বিকা রাব্বিল্‌ ইয্‌যাতে আম্মা ইয়াছিফুন। ওয়া সালামুন্‌ আলাল্‌ মুর্‌ছালীন্‌। ওয়াল্‌ হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল্‌ আলামীন্‌। বি হাক্বে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌।

অর্থঃ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু এবং তাঁহার সম্মানিত রাছুলের উপর রহ্‌মত ও সালাম নাযিল হউক, হে পথভ্রষ্টকারীদের পথ প্রদর্শক এবং হে পাপীদের প্রতি মেহেরবান! হে ভুল ত্রুটিকারীদের সমূহ ভুলের ক্ষমাকারী তোমার বড় পাপী বান্দাকে এবং সকল মুসলমানদিগকে দয়া কর, আর আমাদিগকে ঐ সব জীবিত হালাল রিযিক প্রাপ্তদের সাথে অর্থাৎ যে সব নবী, ছিদ্দিক, শহীদ এবং নেক্‌কারদের উপর নেয়ামত প্রদান করিয়াছ তাঁহাদের সাথে গণ্য কর। কবুল কর হে নিখিল বিশ্বের প্রতি পালক।

আর আল্লাহ্‌ তায়ালা রহমত নাযিল করুক তাঁহার সৃষ্টির সেরা এবং তাঁহার আরশের নূর হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম, তাঁহার সকল বংশধর ও তাঁহার সকল ছাহাবীদের উপর। (হে রাসূল) তাহারা (কাফেরেরা) যাহা বলে ঐ সকল (দোষ) হইতে তোমার প্রতিপালক, মর্য্যাদাশীল প্রতিপালক পবিত্র। এবং রসূলগণের প্রতি সালাম। এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক। এই বাক্য সমূহের বরকতে। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্‌ রাছুলুল্লাহ্‌" এই কলেমার উছীলায়।

ইহা ছাড়া অন্যান্য মুনাজাতও করা যায়। উল্লিখিত নিয়মে তওবার নামাজ সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শবে ক্বদরের দিন, শবে বরাতের দিন, দুই ঈদের দিন, আশুরার দিন অর্থাৎ যে কোন মোবারক দিনে অথবা রাতে পড়া উচিত।

শুক্‌রের নামাজ

আল্লাহ্‌ তায়ালার অসংখ্য নিয়ামতের শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ্‌ তায়ালার তরফ হইতে মানুষ যত রকমের দান বা নিয়ামত পাইয়াছে তন্মধ্যে ইসলাম, ঈমান ও তরীকত সর্বশ্রেষ্ঠ। খাঁটি ও নির্ভেজাল তরীকত অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত মুর্শেদের নিকট বায়াত হইয়া পরিপূর্ণ শরীয়তানুযায়ী নামাজ, রোযা, যিক্‌র, মোরাকাবা, দোয়া দরূদ, ইস্তিগ্‌ফার ও তিলাওয়াতে কোরান ইত্যাদি ইবাদত করিয়া সাধনা করিলে ইসলাম ও ঈমান যে কত বড় নিয়ামত, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। এই জন্যই ইসলাম ও ঈমানের পরে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তরীকতের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই প্রধান তিনটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়া মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার নিকট শুক্‌রিয়া আদায় করিলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে ঈমানের সহিত মৃত্যু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত দুনিয়ার নিয়ামত মানুষ পাইয়াছে, যথাঃ ধন-দৌলত, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, স্ত্রী-পুত্র, গাড়ী-বাড়ী, স্বাস্থ্য, যাবতীয় আহার্য্য, পানীয় বস্ত্র ও পরিধেয় পোষাক ইত্যাদির জন্যও শুক্‌রিয়া আদায় করা উচিত। যে কোন নিয়ামতের অধিকারী হইলে বা ভোগ করিলে, বিপদ-আপদ হইতে উদ্ধার পাইলে অথবা বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে শুক্‌রিয়া আদায় করা দরকার। উল্লিখিত সমস্ত নিয়ামতের জন্য দুই রাকাত নফল নামাজ যে কোন সূরা দিয়া পড়িয়া আল্লাহ্ তায়ালার নিকট শুক্‌রিয়া আদায় করা উচিত। এই নামাজ যে কোন দিনে বা রাত্রিতে পড়া যায়। সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শবে ক্বদর, শবে বরাত, দুই ঈদের দিন, আশুরার দিন অথবা যে কোন মোবারক দিন ও রাত্রিতে পড়া যায়। এই নামাজের নিয়ত দেওয়া গেলঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الشُّكْرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিশ্ শুক্‌রে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহু আকবর।

সালাম ফিরাইয়া "আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্" ১১ বার পড়িবে। ইহা একবার পড়িলে ত্রিশ গুণ ছওয়াব পাওয়া যায়। তারপর পরবর্তী এক নম্বর আয়াত শরীফ ৭ বার এবং দুই নম্বর দোয়াটি ১১ বার পড়িবে।

(১) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ○

বাঃ উঃ—(১) বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। ওয়া ইন্ তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহে লা তুহ্‌ছুহা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি, যিনি পরম করুণাময় মহান দয়ালু এবং তোমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালার নেয়ামতকে গণনা করিতে থাক তবে উহা (গণনা করিয়া) শেষ করিতে পারিবে না।

(২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْعَمَ عَلَيْنَا وَهَدَانَا اِلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ○

বাঃ উঃ— (২) আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আন্‌আমা আলাইনা ওয়া হাদানা ইলা দীনিল্ ইসলাম।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদের উপর নেয়ামত প্রদান করিয়াছেন এবং আমাদিগকে দ্বীন ইসলামের প্রতি হেদায়েত দান করিয়াছেন।

তারপর ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া ইচ্ছানুযায়ী মুনাজাত করিবে। আল্লাহ্ তায়ালার নিয়ামতের শুক্‌রিয়া আদায় করিলে উহা বর্দ্ধিত হয়।

যথাঃ আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী— لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

অর্থঃ— 'যদি তোমরা শুক্র (কৃতজ্ঞতা) প্রকাশ কর তবে নিশ্চয়ই তোমাদের নিয়ামত বর্দ্ধিত করিয়া দিব।"

তাহাজ্জুদ নামাজ

তাহাজ্জুদ নামাজ বড়ই ফযীলতের নামাজ। যে ব্যক্তি এই নামাজ রীতিমত পড়ে, তাহার মত ভাগ্যবান লোক পৃথিবীতে বিরল।

পবিত্র হাদীস শরীফে আছে— তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারী মৃত ব্যক্তির কবর সত্তর গজ প্রশস্ত হইবে এবং আশাতীত ভাবে আলোকিত থাকিবে।

পবিত্র হাদীস শরীফ মতে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালা প্রতি শেষ রাত্রে প্রথম আসমানে আগমন করিয়া বান্দাকে প্রার্থনা করিবার জন্য এরশাদ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহাজ্জুদ নামাজ পাঠকারী প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তায়ালার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক্ষমা লাভে সমর্থ হয় এবং জীবিকা পায় ও পার্থিব বালা-মছীবত হইতে রক্ষা পায়।

পবিত্র হাদীছ শরীফে নবীয়ে করীম (ছঃ) এরশাদ করিয়াছেন— "অর্দ্ধেক রাত্রির দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যত সম্পদ আছে, উহার চেয়ে অধিক মূল্যবান। অসুবিধা মনে না করিলে রাত্রির নফল নামাজ উম্মতের জন্য ফরয করিয়া দিতাম।"

তাহাজ্জুদের নামাজ বেশীর পক্ষে বার রাকাত এবং কমপক্ষে দুই রাকাত পর্য্যন্ত পড়া যায়। ইহার সময় রাত্রি বারটার পর হইতে আরম্ভ হইয়া ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্ব পর্য্যন্ত থাকে। এই নামাজ পড়িবার নিয়ম দেওয়া গেল।

এই নামাজ দুই রাকাত করিয়া পড়িতে হয় এবং প্রত্যেক রাকাতে সূরা ইখ্‌লাছ তিনবার করিয়া পড়া যায় অথবা নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ দ্বারাও পড়া যায় —

আয়াতুল্ কুরছী; آمَنَ الرَّسُوْلُ (আমানার্ রাসূলু) হইতে শেষ পর্য্যন্ত, قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ (কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মূলকে) হইতে بِغَيْرِ حِسَابٍ বেগাইরি হিছাব পর্য্যন্ত; لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ 'লাকাদ্ জাআকুম্ রাসূলুম্ মিন্ আন্‌ফুছিকুম্ হইতে শেষ পর্য্যন্ত;

সূরা কাহাফের শেষ চার আয়াত إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুচ্ছালেহাতি' হইতে শেষ পর্য্যন্ত,

সূরা হাশ্‌রের শেষ তিন আয়াত هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

'হুয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা-হুয়া' হইতে শেষ পর্য্যন্ত; সূরা ইয়াসীন; সূরা মূযাম্মিল; সূরা বুরুজ; সূরা আ'লা; (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ) সূরা শাম্ছ; (وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا) সূরা লাইল; (وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشٰى) সূরা দুহা;

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(وَالضُّحٰى وَالَّيْلِ) সূরা যিল্‌-যাল্; (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ) সূরা আদীয়াত; (وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا) সূরা তাকাছুর; সূরা কাফিরূন; সূরা ইখ্‌লাছ; সূরা ফালাক্ ও সূরা নাছ। এই নামাজের নিয়ত এইরূপঃ—

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا إِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ أَكْبَرُ ০

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিত্তাহাজ্জুদে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই নামাজ শেষ করিয়া যিক্‌র, ইস্তিগ্‌ফার, কলেমায়ে শাহাদাত এবং দরূদ শরীফ পড়িয়া ইচ্ছানুযায়ী মুনাজাত করিবে।

তাহাজ্জুদের নামাজের প্রতি রাকাতে এক কিম্বা একের অধিক সূরাও পড়া যায়।

ঈদুল ফিতরের নামাজ

শাওয়াল চাঁদের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়িতে হয়। বিশেষ কারণ বশতঃ এই দিন পড়িতে না পারিলে পরের দিনও পড়া যায়। সূর্য্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর হইতে দুপুরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই নামাজ পড়িতে পারা যায়।

ঈদের দিন সকালে কিছু মিষ্টি নাস্তা করিয়া ফিত্‌রা আদায় করিবে। তারপর মেস্‌ওয়াক, গোসল ও অযু করিয়া ভাল কাপড় পরিধান করতঃ খুশ্‌বু লাগাইয়া মনে মনে তক্‌বীর বলিতে বলিতে নামাজ পড়িতে যাইবে।

নামাজের নিয়ত পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল:—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ

مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতে ঈদিল্ ফিত্‌রে মাআ ছিত্তাতে তাক্‌বিরাতিওঁ ওয়াজিবিল্লাহে তায়ালা ইক্‌তাদাইতু বিহাযাল্ ইমামে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

মোক্তাদীগণ বলিবেন— "اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ"

বাঃ উঃ— (ইক্‌তাদাইতু বি-হাযাল্ ইমামে)

যিনি ইমাম হইবেন তিনি বলিবেন —

"اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَّحْضُرُ"

বাঃ উঃ— (আনা ইমামুল্লিমান হাদারা ওয়া মাইঁয়্যাহ্‌দোরু)

এই নামাজ পড়িবার নিয়ম— এই নামাজ ছয় তাক্‌বীরের সাথে ইমামের পিছনে পড়িতে হয়। "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া নিয়ত বাঁধিবার পর সানা পড়িবে। তারপর ইমাম উচ্চস্বরে তিনবার "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া তক্‌বীর বলিবে। প্রথম দুই তক্‌বীর বলার সাথে সাথে ইমাম ও মোক্তাদী সকলেই হাত কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে এবং তৃতীয় তক্‌বীরেও হাত কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া নামাযের নিয়তের মত হাত বাঁধিয়া ফেলিবে। তারপর সকলে মনে মনে আউযুবিল্লাহ্ বিসমিল্লাহ্ সম্পূর্ণ পড়িয়া ইমাম শব্দ করিয়া প্রকাশ্যে সূরা ফাতিহার সহিত অন্য সূরা বা আয়াত পড়িবে। তারপর তক্‌বীর বলিয়া রুকুতে গিয়া প্রথম রাকাতের নামাজ শেষ করিয়া দাঁড়াইয়া সূরা ফাতিহার সহিত অন্য একটি সূরা বা আয়াত পড়ার পর ইমাম উচ্চস্বরে তিনবার তক্‌বীর বলার সাথে সাথে হাত কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া ছাড়িয়া দিবে এবং চতুর্থ তক্‌বীর বলার সাথে সাথে রুকুতে যাইয়া বাকী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নামাজ শেষ করিবে

অতঃপর ইমাম দুইটি খুত্‌বা পাঠ করিয়া সকলকে নিয়া দরূদ শরীফ পড়ার পর মুনাজাত করিবে।

ঈদুল আযহার নামাজ

জিল্‌হজ্জ্ব মাসের দশ তারিখে ঈদুল আযহার নামাজ পড়িতে হয়। এগার তারিখ ও বার তারিখেও এই নামাজ পড়া যায়। সূর্য্য কিছুদূর উঠার পর হইতে দুপুরের পূর্ব পর্য্যন্ত এই নামাজের সময় থাকে। এই দিন মেস্‌ওয়াক ও গোসল করিয়া নামাজের জন্য অজু করিবে। তারপর ভাল কাপড় পরিধান করিয়া, খুশবু লাগাইয়া তক্‌বীর বলিতে বলিতে নামাজ পড়িতে যাইবে।

এই নামাজের নিয়ত দেওয়া হইল ঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْاَضْحٰى

مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتٍ وَّاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বা ঃ উ ঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতে ঈদিল্ আয্‌হা মাআ ছিত্তাতে তাকবীরাতিওঁ ওয়াজিবিল্লাহে তায়ালা ইক্‌তাদাইতু বি-হাযাল্ ইমামে মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

মোক্তাদীগণ বলিবেন اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

বা ঃ উ ঃ— ইক্‌তাদাইতু বিহাযাল্ ইমামে।

যিনি ইমাম হইবেন তিনি বলিবেন اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَّحْضُرُ

বা ঃ উ ঃ— আনা ইমামুল্লিমান্ হাদারা ওয়া মাইঁয়্যাহ্‌দোরু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এই নামাজ পড়িবার নিয়মাবলী হুবহু ঈদুল ফিত্‌রের নামাজের মত। ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আয্‌হার নামাজ পড়িতে যাইবার সময় এই তক্‌বীরটি বলিতে হয়।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ - وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহু আক্‌বর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বর আল্লাহু আক্‌বর ওয়া লিল্লাহিল্‌ হাম্‌দ্‌।

জানাযার নামাজ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিয়া কাফন পরাইবার পরে তাহার জন্য দোয়া-প্রার্থনা করিয়া যে নামাজ পড়া হয়, তাহাকে জানাযার নামাজ বলে।

নীচে জানাযার নামাজের নিয়ম দেওয়া গেল

মৃত ব্যক্তির খাটকে সকলের সম্মুখে রাখিবে। মৃত ব্যক্তির মাথা উত্তর দিকে এবং পা দক্ষিণ দিকে রাখিবে। ইমাম মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর আড়াই হাত দূরে দাঁড়াইবে। কল্‌বে ইল্‌মে মা'রেফাতের নূর থাকে বলিয়াই মৃত ব্যক্তির সিনা বরাবর দাঁড়াইতে হয়। জানাযার নামাজ চার তক্‌বীরের সহিত আদায় করিতে হয়। জানাযার নামাজের নিয়ত দেওয়া হইলঃ—

نَوَيْتُ اَنْ اُؤَدِّىَ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ

فَرْضِ الْكِفَايَةِ اَلثَّنَاءُ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةُ عَلَى

النَّبِىِّ وَالدُّعَاءُ لِهٰذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ

مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্‌ উওয়াদ্দিয়া আর্‌বাআ তাক্‌বীরাতে ছালাতিল্‌ জানাযাতে ফারদিল্‌ কেফায়াতে আছ্‌ছানাউলিল্লাহে তায়ালা ওয়াচ্ছালাতু আলান্নাবিয়্যি ওয়াদ্দোয়াউ লি-হাযাল্‌ মাইয়্যেতে ইক্‌তাদাইতু বি-হাযাল্‌ ইমামে মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্‌ কা'বাতিশ্‌ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

মৃত ব্যক্তি স্ত্রীলোক হইলে لِهٰذَا الْمَيِّتِ (লিহাযাল্‌ মাইয়্যেতে) এর পরিবর্তে لِهٰذِهِ الْمَيِّتَةِ (লিহাযিহিল্‌ মাইয়্যেতে) বলিতে হইবে। মোক্তাদীগণ বলিবেন اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ (ইক্‌তাদাইতু বি-হাযল্‌ ইমামে) যিনি ইমাম তিনি বলিবেন اَنَا اِمَامٌ لِّمَنْ حَضَرَ وَمَنْ يَّحْضُرُ

বাঃ উঃ— আনা ইমামুল্লিমান্‌ হাদারা ওয়া মাইঁয়্যাহ্‌দোরু।

মৃতব্যক্তির উপযুক্ত ছেলে থাকিলে তিনি নামাজের ইমামতী করিবেন। তাঁহার অবর্তমানে উপযুক্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থাকিলে তিনি ইমামতী করিবেন। তাহাদের অবর্তমানে ওয়ারিশগণের অনুমতি লইয়া যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি জানাযার নামাজ পড়াইতে পারিবেন। মহল্লার ইমাম উপযুক্ত হইলে তিনিও ইমামতী করিতে পারিবেন।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলিয়া নামাজের নিয়ত বাঁধার পর নীচের দোয়াটি পড়িবে—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ○

বাঃ উঃ— সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা ওয়া তাবারাকাছ্‌মুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা ছানাউকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুক।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং তোমার নাম অত্যন্ত বরকতময় এবং তোমার মহত্ব অতি উচ্চ এবং তোমার প্রশংসা মর্য্যাদাপূর্ণ এবং তুমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারপর দ্বিতীয় তক্‌বীর বলিয়া নীচের দরূদ শরীফ পড়িবে অথবা নামাজের মধ্যে যে দরূদ শরীফ পড়া হয় উহা পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ
وَسَلَّمْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ
وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন্ কামা ছাল্লাইতা ওয়া ছাল্লাম্‌তা ওয়া বারাক্‌তা ওয়া রাহিম্‌তা ওয়া তারাহ্‌হাম্‌তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষন কর, যেরূপ হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের উপর এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহেচ্ছালামের বংশধরগণের উপর রহমত, শান্তি, বরকত, দয়া ও করুনা বর্ষন করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত সুমহান।

তারপর তৃতীয় তক্‌বীর বলিয়া নীচের দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا
وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا - اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا
فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্ লিহায়্যেনা ওয়া মাইয়্যেতেনা ওয়া শাহেদেনা ওয়া গায়েবেনা ওয়া ছাগীরেনা ওয়া কাবীরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উন্‌ছানা আল্লাহুম্মা মান্ আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্না ফা আহ্‌য়িহী আলাল ইছ্‌লামে, ওয়া মান্ তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল্ ঈমান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট ও বড়, নর ও নারী সকলকে ক্ষমা করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! আমাদের মধ্য হইতে যাহাকে জীবিত রাখ তাহাকে ইসলাম ধর্মের উপর জীবিত রাখ, আর আমাদের মধ্য হইতে যাহাকে মৃত্যু দান কর তাহাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দান কর।

ইহা পড়িয়া চতুর্থ তক্‌বীর বলিয়া ডান ও বাম দিকে ছালাম ফিরাইবে।

মুর্দা নাবালেগ হইলে তৃতীয় তক্‌বীরের পর উপরোক্ত দোয়ার পরিবর্তে এই দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا
وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাজ্ আল্‌হু লানা ফারতাওঁ ওয়াজ্‌আল্‌হু লানা আজ্‌রাওঁ ওয়া যুখ্‌রাওঁ ওয়াজ্‌আল্‌হু লানা শাফিয়াওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফাআ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য তাহাকে (ছেলেটিকে) অগ্রদূত করিয়া লও এবং তাহাকে আমাদের জন্য প্রতিদানের উছিলা ও সঞ্চিত ধন করিয়া লও এবং তাহাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী ও গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী করিয়া লও।

মুর্দা বালিকা হইলে এই দোয়া পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا
وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাজ্ আল্‌হা লানা ফারতাওঁ ওয়াজ্‌আল্‌হা লানা আজ্‌রাওঁ ওয়া যুখ্‌রাওঁ ওয়াজ্‌আল্‌হা লানা শাফিয়াতাওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফাআহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য তাহাকে (মেয়েটিকে) অগ্রদূত করিয়া লও এবং তাহাকে আমাদের জন্য প্রতিদানের উছিলা ও সঞ্চিত ধন করিয়া লও এবং তাহাকে আমাদের জন্য সুপারিশকারিনী ও গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারিনী করিয়া লও।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ তক্‌বীর বলার সময় হাত উঠাইতে হইবে না। এই ভাবে জানাযার নামাজ শেষ করিতে হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জীবিত আছে বলিয়া জানা গেলে অথবা ক্রন্দন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

করিয়া মারা গেলে তাহার নাম রাখিতে হইবে এবং গোসল দিয়া জানাযার নামাজ পড়িতে হইবে। মৃত অবস্থায় ভুমিষ্ঠ হইলে নামাজ পড়িতে হইবে না, শুধু একখণ্ড কাপড়ে জড়াইয়া দাফন করিবে।

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার নিয়ম

যিনি মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবেন, তিনি প্রথমে অযু করিয়া লইবেন। গোসলের স্থানের চারিদিকে পর্দ্দার ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। কুল (বড়ই) পাতার সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করাইতে হয়। ইহা না পাইলে সাদা পানি ব্যবহার করিতে পারিবে। প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে খাটের উপর শোয়াইয়া নাভী হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিবে। তারপর বাহ্য-প্রস্রাবের স্থান এক খণ্ড কাপড় দ্বারা মসেহ্ করিবে। মৃত ব্যক্তির গুপ্তস্থানের দিকে একেবারেই দৃষ্টি করিবে না। তারপর অযু করাইবে। অযুর মধ্যে প্রথমে মুখ তারপর দুই হাত কনুই পর্য্যন্ত ধুইবে। অতঃপর মাথা মসেহ্ করিবে। ইহার পর উভয় পা ধুইবে। মুখ ও নাকের ভিতর পানি দিবে না। কাপড় ভিজাইয়া মুখ ও নাকের ভিতর মুছিয়া লইবে। মাথা ও দাড়ি সাবান দ্বারা ধুইবে। তৎপর মৃতকে বাম করটে শোয়াইয়া ডান পার্শ্বে পানি ঢালিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ধুইবে। তারপর ডান কাতে শোয়াইয়া বাম পার্শ্বে পানি ঢালিবে, যাহাতে সমস্ত শরীর ভাল মতে ধোয়া যায়। তারপর মৃতকে হেলান দিয়া বসাইয়া আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিতে হয়। ইহাতে মল বাহির হইলে ধুইয়া ফেলিবে। এ জন্য অযু বা গোসল পুনরায় করাইতে হইবে না। গোসলের পর শুকনা কাপড় দ্বারা শরীর মুছিয়া ফেলিবে। নখ কাটিবে না। দাড়ি ও মাথায় চিরুনী ব্যবহার করিবে না। মাথায় ও দাড়িতে আতর-গোলাপ লাগাইবে। সিজ্দার অংগে কর্পূর লাগাইবে।

পুরুষকে পুরুষ দ্বারা এবং স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোক দ্বারা গোসল দিতে হয় কিন্তু নাবালেগকে সকলেই গোসল দিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারিবে না। স্বামী মৃতা স্ত্রীকে দেখিতে ও কবরে নামাইতে পারিবে এবং স্ত্রীর মুর্দার খাট বহন করিতে পারিবে।

কাফন

পুরুষ লোকের কাফন তিনখানা কাপড় দ্বারা দেওয়া সুন্নত। যথাঃ— (১) লেফাফা- ইহা সর্ব প্রথমে বিছাইতে হয়। ইহা মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কিছু বেশী লম্বা রাখিতে হয়; যাহাতে দুই প্রান্ত বাঁধিতে অসুবিধা না হয়। (২) ইযার— ইহা মৃত ব্যক্তির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হইতে হইবে। (৩) কামীছ— ইহা গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা রাখিতে হয়, কিন্তু আস্তিন ও কলি বিহীন হইতে হইবে।

মেয়েলোকের জন্য পাঁচ খানা কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া সুন্নত, যথাঃ— (১) পিরহান (২) ইযার (৩) উড়নী বা সেরবন্দ- ইহার দ্বারা মাথা ঢাকিতে হয়। ইহা দুই হাত দৈর্ঘ্যে ও আধ হাত চওড়া হইবে। (৪) লেফাফা— ইযার ও লেফাফা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা হওয়া আবশ্যক। (৫) সীনাবন্দ- ইহা দৈর্ঘ্যে তিন হাত লম্বা এবং বগল হইতে হাটু পর্য্যন্ত প্রস্থ হইতে হইবে।

আর্থিক অভাব হইলে পুরুষের জন্য দুই কাপড় যথা ইযার ও লেফাফা এবং স্ত্রীলোকের জন্য তিন কাপড় যথা ইযার, লেফাফা ও সেরবন্দ দিলেও চলিবে।

কাফন বিছাইবার নিয়ম

পুরুষের জন্য — খাটের উপর প্রথমে লেফাফা, লেফাফার উপর ইযার এবং ইযারের উপর কোর্তার অর্ধেক এইরূপ ভাবে বিছাইবে যাহাতে মৃতকে কোর্তার উপর রাখিলে অবশিষ্টাংশ মাথার উপর দিয়া আনিলে বরাবর হইয়া গায়ে লাগে। ইযারকে প্রথমে বামদিক হইতে জড়াইয়া পরে ডান দিক হইতে জড়াইবে, তারপর লেফাফাও বামদিক হইতে জড়াইয়া পরে ডান দিক হইতে জড়াইবে। কাফন খুলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনায় মাথা, বুক ও পায়ের নিকট সূতা দ্বারা বাঁধিয়া দিবে।

স্ত্রীলোকের জন্য — প্রথমে সীনাবন্দ, তারপর লেফাফা, তারপর ইযার, অতঃপর পিরহান বিছাইয়া মৃতাকে উহার উপর শোয়াইবে। প্রথমে পিরহান পরাইবে। মাথার চুলগুলি দুই ভাগ করিয়া উভয় কাঁধের দিক হইতে আনিয়া পিরহানের উপর রাখিবে। তৎপর সেরবন্দ দ্বারা মাথা জড়াইয়া দুই পাশ হইতে আনিয়া বুকের উপর রাখিবে। তৎপর ইযারকে বাম দিক হইতে জড়াইয়া পরে ডান দিক হইতে জড়াইবে। তারপর লেফাফাও এইরূপে জড়াইবে। সর্বশেষে সীনাবন্দ জড়াইবে। কাফনের উপর আতর গোলাপ লাগাইবে।

দাফন
(মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা)

প্রথমে কবরের মধ্যে মৃত ব্যক্তির দুইজন পরহেযগার নিকটতম আত্মীয় নামিয়া দাঁড়াইবে; উপর হইতে অন্য লোকে মৃতকে ধরিয়া তাহাদের হাতে দিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কবরে নামাইবার সময় নীচের দোয়াটি পড়িবে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ۝

বাঃ উঃ— বিছমিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতে রাছুলিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালার নামে এবং রাছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের প্রচারিত ধর্মের উপর।

মৃতের মাথা উত্তর দিকে কেব্‌লা রোখ্ করিয়া রাখিবে। স্ত্রীলোককে কবরে নামাইবার সময় কবরের চতুর্দিকে পর্দা করিতে হইবে। মৃত স্ত্রীলোককে কবরে নামাইবার জন্য যাহাদের সঙ্গে বিবাহ জায়েয নাই, তাহাদের থেকে কেহ নামাইবে। তাহাদের অভাবে পরহেযগার লোকে কবরে নামাইবে।

মৃত ব্যক্তির নামাজ ও ফরয রোযার কাফ্ফারা

যদি পীড়া ও বেহুশ হওয়ার দরুণ কোন ব্যক্তি ফরয রোযা থাকিতে অক্ষম হয় এবং এই অক্ষম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে সে যত রোযা থাকিতে পারে নাই, তত রোযার কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। এক রোযার পরিবর্তে একজনের ফিৎরার সমান কাফ্ফারা আদায় করিতে হয়।

যদি উক্তরূপ অবস্থার দরুণ নামাজ পড়িতে না পারে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহা হইলে যত ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে পারে নাই, তত ওয়াক্তের নামাজের কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। বিত্‌র নামাজ সহ একদিনে ছয় ওয়াক্ত নামাজের কাফ্ফারা দিতে হইবে। এই হিসাবে যত ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়াছে, তত ওয়াক্তের কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে।

ফরয রোযার মত এক ওয়াক্ত নামাজের কাফ্ফারা একজনের ফিৎরার সমান।

এই রকম নামাজ ও রোযার কাফ্ফারা গরীব নামাজী আত্মীয় স্বজন অথবা কোন নামাজী ফকীর মিছকীনকে দেওয়া যাইতে পারে।

সূর্য গ্রহণের (কছুফের) নামাজ

এই নামাজ সুন্নত। ইহা দুই রাকাত মাত্র। এই নামাজ জমাতের সহিত বা একাকীও পড়িতে পারা যায়। জমাতে পড়িলে আযান ও একামত দিতে হয় না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যতক্ষণ গ্রহণ থাকে, ততক্ষণ তছবীহ্ তিলাওয়াত, যিক্‌র-আয্‌কারও ইস্তিগ্‌ফারে বসিয়া থাকা সুন্নত।

এই নামাজের নিয়ত দেওয়া হইল—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ

سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ কাছুফে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

চন্দ্র গ্রহণের (খছুফের) নামাজ

এই নামাজও সুন্নত। দুই রাকাত মাত্র। এই নামাজ একাকী পড়িতে পারা যায়; জমাতেও পড়িতে পারা যায়। জমাতে পড়িলে আযান ও একামত দিতে হয় না। যতক্ষণ গ্রহণ থাকে, ততক্ষণ তছবীহ্, তিলাওয়াত, যিক্‌র-আয্‌কার ও ইস্তিগ্‌ফারে বসিয়া থাকা সুন্নত।

এই নামাজের নিয়ত দেওয়া হইল—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْخُسُوْفِ

سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ

الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ খাছুফে সুন্নাতু রাছুলিল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কছরের নামাজ

যদি কোন ব্যক্তির নিজ বাসস্থান হইতে বাহির হইয়া কোন দূরবর্তী স্থানে যাইতে সাধারণ গতিতে হাঁটিয়া তিন দিন ও তিন রাত্রি সময় লাগে, তবে ঐ ব্যক্তি শারীয়তানুযায়ী ঘর হইতে বাহির হওয়ার পর মোছাফির বলিয়া গণ্য হইবে। ঐ তিন দিন তিন রাত্রির দূরত্বের জায়গা কোন যান-বাহনের সাহায্যে গেলেও সে মোছাফির বলিয়া গণ্য হইবে। তিন দিন তিন রাত্রির দূরত্বের সমান ৪৮ (আটচল্লিশ) মাইল। ৪৮ মাইলের কম দূরত্বে গেলে কছর পড়িতে হইবে না। কছর অর্থ কম করা। অর্থাৎ যোহর, আছর এবং ইশার চারি রাকাত ফরয নামাজের পরিবর্তে দুই রাকাত ফরয নামাজ পড়া। কিন্তু মোছাফির যদি স্থানীয় কোন ইমামের পিছনে ইক্তেদা করিয়া নামাজ পড়ে, তবে তাহাকে পুরা চারি রাকাতই পড়িতে হইবে।

মোছাফির যদি কোন স্থানে পনর দিন অথবা পনর দিনের বেশী থাকিবার ইচ্ছা করে, তবে সেই ব্যক্তিকে আর কছর পড়িতে হইবে না। পুরা চারি রাকাত ফরয নামাজ পড়িতে হইবে। ফজর ও মাগ্‌রিবের নামাজের কোন কছর নাই। সুন্নত নামাজেরও কোন কছর নাই। চার রাকাত সুন্নত সম্পূর্ণই পড়িতে হইবে। ভয়ভীতি ও অশান্তির কারণ হইলে সেই অবস্থায় সুন্নত নামাজ না পড়িলেও দোষ নাই।
(রুকনদ্দীন ও বাহারে শরীয়ত)

যোহরের কছরের নামাজের নিয়ত দেওয়া হইল।

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ
الْقَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ
الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিয্ যোহ্‌রিল্ ক্বাছ্‌রে ফারদোল্লাহে তায়ালা মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এইরূপে আছর ও ইশার কছর নামাজ পড়িতে হইলে যোহরের জায়গায় আছর অথবা ইশা বলিতে হইবে।

যদি মোছাফির অবস্থায় রমযান মাসের রোযা রাখিতে না পারা যায়, তবে রমযান মাসের যত রোযা মোছাফির অবস্থায় রাখা না যায়, তত রোযা বাড়ীতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আসার পর পরবর্তী রমযানের পূর্বে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। না করিলে ফরয ত্যাগের অপরাধে মহা পাপী হইতে হইবে।

এস্তেখারার নামাজ

যদি কেহ বিবাহ, বাণিজ্য, জমি ক্রয় এইরূপ যাবতীয় বৃহৎ কার্য্যে কি করা সঙ্গত, বুঝিতে না পারে এবং করিলে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জানিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাকে অযু করিয়া পাক কাপড় পরিধান করতঃ ইশার নামাজের পর তওবা এস্তেগ্‌ফার পড়িয়া দুই রাকাত এস্তেখারার নামাজ আদায় করিতে হইবে।

এস্তেখারার নামাজের নিয়ত এইরূপ—

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِسْتِخَارَةِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাক্‌য়াতাই ছালাতিল্ এস্তেখারাতে মোতাওয়াজ্জিহান্ ইলা জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারীফাতে আল্লাহু আক্‌বর।

এই নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফেরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখ্‌লাছ পড়িবে। নামাজ শেষ করিয়া ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া পরবর্তী দোয়াটি তিনবার পাঠ করিয়া কেব্‌লা রোখ হইয়া ডান কাতে শুইয়া থাকিবে। আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে কল্পিত কাজ ভাল হইবে, না মন্দ হইবে স্বপ্নযোগে জানিতে পারিবে। যদি একবারে কোন কিছু বুঝিতে না পারে তবে তিনবার, পাঁচবার কিংবা সাতবার পর্য্যন্ত এস্তেখারা করিলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে অবশ্যই ফলাফল বুঝিতে পারিবে।

এস্তেখারার দোয়া দেওয়া গেল—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ - اَللّٰهُمَّ اِنْ
كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ
وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ
فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ
وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ
وَاقْدُرْهُ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্তাখীরুকা বি-এলমেকা ওয়া আস্তাক্দিরুকা বি-কুদ্রাতিকা ওয়া আছ্আলুকা মিন্ ফাদ্লিকাল্ আযীমে ফা-ইন্নাকা তাক্দিরু ওয়া-লা-আক্দিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা-আ'লামু ওয়া আন্তা আল্লামুল্ গুয়ুব। আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল্ আম্রা খাইরুল্ লী ফী দীনী ওয়া মা-আশী ওয়া আক্বেবাতে আম্‌রী ফা আক্দিরহু লী ওয়া ইয়াছ্ছিরহু লী ছুম্মা বারিক্ লী ফীহে ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাজাল্ আম্রা শাররুল্লী ফী দীনী ওয়া মাআশী ওয়া আক্বেবাতে আম্‌রী ফা-আছ্রিফ্হু আন্নী ওয়া আছ্রিফ্নী আনহু ওয়া আক্দির্হু লিয়াল্ খাইরা হাইছু কানা ছুম্মা আরদিনি বিহি।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার জ্ঞানের উছিলায় তোমার সকাশে কল্যান কামনা করিতেছি এবং তোমার শক্তির উছিলায় তোমার দরবারে শক্তি কামনা করিতেছি। আর তোমার নিকট তোমার মহান করুনা ভিক্ষা করিতেছি। বস্তুতঃ তুমিই প্রকৃত ক্ষমতা রাখ আর আমি ক্ষমতা রাখি না, এবং তুমিই প্রকৃত জ্ঞান রাখ আর আমি জ্ঞান রাখিনা এবং তুমি অদৃশ্য যাবতীয় বিষয়ে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ্! তোমার জ্ঞানে যদি এই কাজটি আমার ধর্মীয় ব্যাপারে আমার জীবিকার ব্যাপারে এবং আমার কাজের পরিণামে আমার জন্য মঙ্গলময় হয়, তবে উহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দাও এবং উহা আমার জন্য সহজ করিয়া

www.AmarIslam.com

যদি কোন কারনে এস্তেখারার নামায পড়তে না পারেন ... অনবরত অগনিত বার পড়তে হয়, তবুও এস্তেখারা থেকে একেবারে বিরত থাকতে হয় না -> (বেহেশ্তি জেওর)

www.AmarIslam.com

"আল্লাহুম্মা খিরলী ওয়াখতার লী"

দাও। অতঃপর ইহাতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর তোমার জ্ঞানে যদি এই কাজটি আমার ধর্মে, জীবিকা অর্জনে এবং কাজের পরিণামে আমার জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে তুমি উহাকে আমার থেকে ফিরাইয়া দাও এবং আমাকে উহা হইতে ফিরাইয়া রাখ। আমার জন্য কল্যাণ নির্দ্ধারিত কর, উহা যেখানেই হউক, অতঃপর উহা দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট কর।

("আল্লাহুম্মা খিরলী ওয়াখতার লী")

মুনাজাত বা দোয়া প্রার্থনা

• পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, দোয়া করা একটি ইবাদত এবং পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন, "তোমারা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, প্রত্যেকেরই আল্লাহ্ তায়ালার নিকট নিজ মক্ছুদের জন্য ছওয়াল করা আবশ্যক। এমনকি জুতা বা সেণ্ডেলের ফিতা ছিড়িয়া গেলে উহার জন্য এবং নিমকের জন্য (অর্থাৎ অতি সামান্য বস্তুর জন্যও) আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ছওয়াল কর।

আরও হাদীছ শরীফে আছে, দোয়া ইবাদতের মজ্জা (সারবস্তু)।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেদের জন্য দোয়ার দুয়ার খুলিয়া দেয়, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দেন। যত প্রকার ছওয়াল আল্লাহ্ তায়ালার নিকট করা হয়, তন্মধ্যে আফিয়াতের (অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ হইতে নিরাপত্তার) জন্য ছওয়াল করা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয়।

দোয়ার পূর্ব্বে ও পরে দরূদ শরীফ না পড়িলে সেই দোয়া কবুল হয় না। তাই মুনাজাতের প্রথমে আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার হাবীবের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া মুনাজাত আরম্ভ করিতে হয়।

চক্ষু খোলা রাখিয়া মুনাজাত করিতে হয়। আকাশের দিকে তাকান নিষেধ। নিজের মক্ছুদের কথা দৃঢ়তার সহিত তিনবার বলিতে হয়। মুনাজাত করিবার সময় মন-দিল খুব নরম করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার কাছে নিজকে হেয় জানিয়া অত্যন্ত কাকুতি-মিনতির সহিত নিজের মক্ছুদের বিষয়ে প্রার্থনা করিবে। মুনাজাত মধ্যম আওয়াজে করিতে হয়। মুনাজাতের সময় হাত দুইখানা সিনা পর্য্যন্ত উঠাইতে হয় এবং দুই হাতের মাঝখানে সামান্য ফাঁক রাখিতে হয়। মুনাজাতের শেষে দুই হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মুছিতে হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুনাজাতের সময় প্রথমে নিজের গুনাহ্ মাফ চাহিতে হয়, তারপর আখিরাতের বিষয়-বস্তু চাহিবে, অতঃপর দুনিয়ার বিষয়-বস্তু চাহিতে হয়।

দোয়া কবুল হওয়ার সময়— প্রত্যেক দিন শেষ রাত্রিতে, শুক্রবার ইমাম খুত্বা পড়িতে উঠিবার সময়, দুই খুত্বার মধ্যবর্তী সময়ে, রমযান মাসে ইফ্তারের সময়, দুই ঈদের দিন ও রাত্রিতে, রমযান মাসে ছেহ্রীর সময়, শবে বরাত ও শবে ক্বদরের রাত্রিতে, আশুরার রাত্রিতে, কোরান শরীফ পড়ার সময় কান্না আসিলে, মুসলধারে বৃষ্টির সময় ও মছিবতের সময়। উল্লিখিত সময়ে দোয়া করিলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে দোয়া কবুল হইবে। দোয়া প্রার্থনাকারীকে অবশ্যই হালাল দ্রব্য খাইতে হইবে এবং হালাল বস্ত্রপরিধান করিতে হইবে। নতুবা দোয়া কবুল হইবে না।

মুনাজাতের নিয়ম দেওয়া হইল।
মুনাজাতের সর্ব প্রথমে পড়িবেঃ—

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على
رسوله الكريم ○

বাঃ উঃ— আল্হামদু লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন্। ওয়াচ্ছালাতু ওয়াছ্ছালামু আলা রাছুলিহিল্ কারীম্।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু আর তাঁহার সম্মানিত রাছুলের প্রতি রহমত ও সালাম অবতীর্ণ হউক।

তারপর নিজের ইচ্ছামত মুনাজাত করিবে এবং নিম্নলিখিতভাবে মুনাজাত শেষ করিবে।

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم - وصلى
الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد
واله واصحابه اجمعين - بفضل سبحان ربك رب

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

العزة عما يصفون - وسلام على المرسلين - والحمد لله
رب العلمين - بحق لا اله الا الله محمد رسول الله ○

বাঃ উঃঃ— রাব্বানা তাকাব্বাল্ মিন্না ইন্নকা আনতাছ্ ছামিউল আলীম। ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খাইরে খাল্‌কিহী ওয়া নূরে আরশিহী ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিও ওয়া আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী আজ্‌মাঈন। বি-ফাদ্‌লে সুব্‌হানা রাব্বিকা রাব্বিল্ ইয্‌যাতে আম্মা ইয়াছেফুন। ওয়া ছালামুন আলাল্ মুরছালীন। ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন্। বি-হাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহ্।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে (আমাদের নেক আমল সমূহ) কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

আর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার সৃষ্টির সেরা এবং তাঁহার আরশের নূর ছাইয়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম তাঁহার বংশধর এবং তাঁহার সকল ছাহাবীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুক। (হে রাছুল) "তাহারা (কাফেরেরা) যাহা বলে ঐ সকল (দোষ) হইতে তোমার প্রতিপালক, মর্য্যাদাশীল প্রতিপালক পবিত্র, এবং রসূলগণের প্রতি সালাম, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক।" এই বাক্য সমূহের বরকতে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহ্" এই কলেমার উছীলায়।

নিম্নে কতকগুলি মুনাজাত দেওয়া হইলঃ—
গুনাহ্ মাফ চাওয়ার জন্য পরবর্তী মুনাজাতটি বড়ই ফযীলতের। হযরত আদম আলাইহিছ্ছালাম আল্লাহ্ তায়ালার নিকট এই আয়াত পড়িয়া কাহারও মতে তিনশত বৎসর এবং কাহারও মতে পাঁচশত বৎসর নিজ পদস্খলনের জন্য মাফ চাহিয়াছিলেন।

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنكونن من الخسرين ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— রাব্বানা যালামনা আন্‌ফুছানা ওয়া ইল্লাম্ তাগ্‌ফির্‌লানা ওয়া তার্‌হাম্‌না লানা কুনান্না মিনাল খাছেরীন্।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমরা আপন নফছের (দেহ ও আত্মার) উপর জুলুম করিয়াছি এবং যদি তুমি আমাদিগকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া যাইব।

সকল নামাজের পরে নীচের মুনাজাতটি করিলে আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের সহিত মৃত্যু ঘটিবে—

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً - إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

বাঃ উঃ— রাব্বানা লা-তুযিগ্ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাব্‌লানা মিল্ লাদুন্‌কা রাহ্‌মাতান্ ইন্নাকা আন্‌তাল্ ওয়াহ্‌হাব্।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে হেদায়েত দান করার পর আমাদের অন্তর সমূহকে বাঁকা করিয়া দিও না এবং তোমার তরফ হইতে আমাদের জন্য রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমি বড় দাতা।

গুনাহ্ মাফ ও রহমতের জন্য নীচের মুনাজাত করিবে।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ - وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝

বাঃ উঃ— রাব্বিগ্‌ফির্ ওয়ার্‌হাম্ ওয়া আন্‌তা খাইরুর্ রাহেমীন। ওয়া আন্‌তা খাইরুল্ গাফেরীন্।

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। তুমি ত দয়ালুদের মধ্যে সর্বোত্তম দয়ালু এবং তুমি ক্ষমাকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম ক্ষমাকারী।

শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে বাঁচিবার জন্য পরবর্তী আয়াত দ্বারা মুনাজাত করিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ۝

বাঃ উঃ— রাব্বি আউযুবিকা মিন্ হামাযাতিশ্ শাইয়াতীনে ওয়া আউযুবিকা রাব্বি আইঁয়্যাহ্‌দোরূন। সুরা:- মুমিনুন ৯৭, ৯৮ আয়াত

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা সমূহ হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এবং হে আমার প্রভু! আমার নিকট তাহাদের (শয়তানের) উপস্থিতি হইতে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি।

নিজের, মা-বাপের ও মো'মেনের গুনাহ্ মাফের জন্য নীচের মুনাজাত করিবে।

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

বাঃ উঃ— রাব্বিগ্‌ফির্‌লী ওয়ালে ওয়ালেদাইয়া ওয়া লিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল্ হিছাব্।

অর্থঃ হে আমার প্রভু! আমাকে, আমার মাতাপিতাকে এবং সমস্ত ঈমানদারগণকে ক্ষমা করিয়া দাও, যেই দিন হিসাব নিকাশ অনুষ্ঠিত হইবে।

দুনিয়া ও আখিরাতের ভালাইর জন্য নীচের মুনাজাত করিবে।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ -

বাঃ উঃ— রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্‌ইয়া হাছানাতাঁও ওয়া ফিল্ আখেরাতে হাছানাতাঁও ওয়া কেনা আযাবান্ নার।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ (দান কর) এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

যে ব্যক্তি পরবর্তী মুনাজাত সর্বদা করিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার সমস্ত দোয়া ও আমল কবুল করিবেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٥

বাঃ উঃ— রাব্বানা তাক্বাব্বাল্ মিন্না ইন্নাকা আন্তাছ ছামীউল আলীম্।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে (আমাদের নেক আমল সমূহ) কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

প্রত্যেক ফরয নামাজের পর নীচের মুনাজাত করিবে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَعُوْدُ السَّلَامُ - فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ٥

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা আন্তাছ ছালামু ওয়া মিন্কাছ ছালামু ওয়া ইলাইকা ইয়াউদুছ ছালাম। ফা-হাইয়্যিনা রাব্বানা বিছ্ছালামে ওয়া আদ্খিল্নাল্ জান্নাতা দারাছ্ছালাম, তাবারাক্তা রাব্বানা ওয়া তা আলাইতা ইয়া যাল্ জালালে ওয়াল্ ইক্রাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্ তুমিই প্রকৃত শান্তি এবং প্রকৃত শান্তি তোমারই নিকট থেকে বর্ষিত হয়, এবং শান্তি তোমারই দিকে ফিরিয়া যায়।

অতএব হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে শান্তির সাথে জীবিত রাখ এবং আমাদিগকে শান্তির ঘর বেহেশ্তে প্রবেশ করাও। হে আমাদের প্রভু! তুমি অতি বরকতময়। হে মহত্ব ও মর্য্যাদার অধিকারী! তুমি অতি উচ্চ ও মহান।

ক্ষমা প্রার্থনার জন্য ও নিজের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার জন্য নীচের মুনাজাত করিবে।

يَا غَفَّارَ الذُّنُوْبِ اِغْفِرْ ذُنُوْبِىْ - يَا سَتَّارَ الْعُيُوْبِ اُسْتُرْ عُيُوْبِىْ يَا اَللّٰهُ ٥

বাঃ উঃ— ইয়া গাফ্ফারায্ যুনুবে ইগ্ফির্ যুনুবি ইয়া ছাত্তারাল উয়ুবে উছ্তুর্ উয়ূবী ইয়া আল্লাহ্।

অর্থঃ হে পাপসমূহের অসীম ক্ষমাকারী! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দাও। হে দোষ-ত্রুটি সমূহের অতীব গোপনকারী! আমার দোষ-ত্রুটি সমূহ গোপন রাখ। হে আল্লাহ্।

দুনিয়ার বালা-মুছিবত ও আখিরাতের আযাব হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নীচের মুনাজাত করিবে।

اَللّٰهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ -

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা আফেনা মিন্ কুল্লি বালা-ইদ্দুনইয়া ওয়া আযাবিল্ আখেরাহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদিগকে দুনিয়ার সকল বিপদাপদ এবং পরকালের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ দান কর।

আল্লাহ্ তায়ালার দয়া, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নীচের মুনাজাত করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاغْفِرْلِىْ ٥

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্আলুকা মিন্ ফাদ্লিকা আল্লাহুম্মাফ্তাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা ওয়াগফিরলী

অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার রহমতের দ্বার খুলিয়া দাও এবং আমাকে ক্ষমা কর।

যে ব্যক্তি নামাজের পর নীচের মুনাজাত করিবে, সে দুনিয়া ও আখিরাতে যাবতীয় বিপদ-আপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং ধন-সম্পদ লাভ করিবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ - اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আছ্আলুকাল্ আফ্ওয়া ওয়াল্ আফিয়াতা ওয়াল্ মুআফাতা ফিদ্দিনে ওয়াদ্দুন্ইয়া ওয়াল্ আখেরাহ্। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ কাদীর।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দ্বীন, দুনিয়া ও পরকালের ক্ষমা, সুস্থতা ও পরিত্রাণ চাই। বস্তুতঃ তুমি সৃষ্ট সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ্ তায়ালার মহব্বত ও মা'রিফাত লাভের জন্য নীচের মুনাজাত করিবে।

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ عَنْ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِىْ بِنُوْرِ مَحَبَّتِكَ
اَبَدًا يَا اَللّٰهُ - يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْئَلُكَ
اَنْ تُحْيِىَ قَلْبِىْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اَللّٰهُ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা তাহ্হির কাল্বী আন্ গাইরিকা ওয়া নাব্বির কাল্বী বি-নূরে মাহাব্বাতিকা আবাদান্ ইয়া আল্লাহ্, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আছ্আলুকা আন্ তুহ্য়িয়া কাল্বী বি-নূরে মা'রিফাতিকা আবাদান্ ইয়া আল্লাহ্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে তুমি ব্যতীত অন্য সবকিছু হইতে পবিত্র করিয়া দাও এবং তোমার মহব্বতের নূর দ্বারা আমার অন্তরকে সর্বদা আলোকিত করিয়া রাখ। হে আল্লাহ্! হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী! তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। হে আল্লাহ্! তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার অন্তরকে সর্বদা তোমার মা'রেফাতের নূর দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া রাখ।

আরও দুইটি মুনাজাত দেওয়া হইল—

(১) رَبَّنَا اِنَّنَا اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ - وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا

عَذَابَ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ - رَبَّنَا تَقَبَّلْ
مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ - وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ
اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

বাঃ উঃ— রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগ্ফির্ লানা যুনুবানা ওয়া ক্বেনা আযাবান্নার্। ওয়াক্বেনা আযাবাল্ ক্বাব্রে ওয়াক্বেনা আযাবাল্ হাশ্রে ওয়াক্বেনা আযাবা ছাক্রাতিল্ মাউতে ওয়াক্বেনা শার্‌রা মা ক্বাদাইতা। রাব্বানা তাকাব্বাল্ মিন্না ইন্নাকা আনতাছ্ ছামীউল্ আলীম্। ওয়া তুব্ আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওয়্যাবুর্ রাহীম।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমাদিগকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর, আমাদিগকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে হাশরের আজাব হইতে বাঁচাও, আমাদিগকে মৃত্যুর কষ্ট হইতে রেহাই দান কর এবং তুমি যাহা ফয়ছালা করিয়াছ উহার মন্দ দিক হইতে আমাদিগকে পরিত্রান দান কর। হে আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। আর আমাদের তওবা কবুল কর। বস্তুতঃ তুমিই বহু তওবা কবুল কারী মহান দয়ালু।

(২) رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ○

বাঃ উঃ— রাব্বানা ফাগ্ফির্ লানা যুনুবানা ওয়া কাফ্ফির আন্না ছাইয়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মাআল আব্রার্।

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করিয়া দাও এবং আমাদের অন্যায় সমূহ (আমাদের আমলনামা হইতে) মুছিয়া দাও এবং আমাদিগকে নেককারদের সংসর্গে মৃত্যু দান কর।

হযরত আনাছ, হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত ইব্নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তায়ালা আন্‌হুম হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম দোয়ার সময় তাঁহার হস্ত মোবারকদ্বয় এতদুর উঠাইতেন যে তাঁহার হস্ত মোবারকদ্বয়ের সাদা অংশ দেখা যাইত। তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল না মুছা পর্য্যন্ত হস্ত মোবারক নামাইতেন না। দোয়ার সময় তাঁহার হস্ত মোবারকদ্বয়ের সম্মুখ ভাগ একত্রিত করিয়া ভিতরের অংশ দ্বারা তাঁহার পবিত্র মুখ-মণ্ডল মুছিতেন। দোয়ার সময় তিনি আকাশের দিকে তাঁহার নজর মোবারক উঠাইতেন না। (এহ্ইয়াও উলুমিদ্দীন)

কছমের বয়ান

আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাহারও নামে কছম করা জায়েজ নাই। অন্য কাহারও নামে কছম করিলে শিরিকে গণ্য হইবে। আল্লাহ্ তায়ালার নাম উচ্চারণ না করিয়া শুধু "কছম খাইয়া বলিতেছি" এই রূপ বলিলেও কছম হইবে। কোরান শরীফের কছম করিলেও কছম হইবে। অর্থাৎ কেহ যদি বলে "কোরান শরীফের কছম খাইয়া বলিতেছি" তবে কছম হইয়া যাইবে।

কছম করিয়া উহা ভঙ্গ করিলে অর্থাৎ যে ব্যাপারে কছম করিবে উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে শক্ত গুনাহ্ হইবে এবং কছম ভঙ্গের জন্য কাফ্ফারা দিতে হইবে।

অতীতের কোন ঘটনা সম্বন্ধে মিথ্যা কছম খাওয়া কবিরা গুনাহ্। উহার জন্য খোদার নিকট সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য।

আন্দাজ করিয়া অথবা ভুল বশতঃ কছম খাইলে উহার গোনাহ্ আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। ইহার জন্যও আল্লাহ্র নিকট মাফ চাওয়া উচিত। কোন হালাল বস্তু নিজের জন্য হারাম করিলে উহা কছম হয়। ঐ হালাল বস্তু পুনরায় খাইলে বা ব্যবহার করিলে কছমের কাফ্ফারা দিতে হইবে।

ভবিষ্যতে কোন কাজ করিবে বা করিবে না বলিয়া কছম করিয়া ভুল ক্রমেও যদি ঐ কছমের ব্যতিক্রম করে তবে উহার জন্য কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে।

কোন গোনাহের কাজ করিবার জন্য কছম করিলে ঐ কছম ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজিব এবং কছম ভাঙ্গিয়া উহার জন্য কাফ্ফারা দিতে হইবে। যেমন কেহ নামাজ রোযা ইত্যাদি শরীয়তের অবশ্য করণীয় কোন কাজ করিবে না বলিয়া কছম খাইলে ঐ কছম ভাঙ্গিয়া শরীয়তের আহ্কাম পালন করিতে হইবে। নতুবা গোনাহ্গার হইবে। এই কছম ভাঙ্গিয়া কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কছমের কাফ্ফারা ঃ— ১০ জন মিছকীনকে দুই বেলা তৃপ্তি করিয়া খাওয়ান অথবা ১০ জন মিছকিনকে এক এক খানা তহবন্দ ও কোর্তা দেওয়া। উল্লিখিত দুই রকমের কাফ্ফারার মধ্যে যদি কোনটিই আদায় করার ক্ষমতা না থাকে তবে তিনটি রোযা একাক্রমে থাকিতে হইবে। মাঝে ফাক দিয়া রোযা থাকিলে কাফ্ফারা আদায় হইবে না।

কয়েকটি জরুরী মাছায়েল

(১) সূর্য্যোদয়ের সময়, সূর্য্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুরের সময় নামাজ পড়া নিষেধ। তদ্রূপ আছরের নামাজের পর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং ফজরের নামাজের পরে সূর্য্য না উঠা পর্য্যন্ত নামাজ পড়া নিষেধ। কিন্তু কাযা নামাজ এবং জানাযার নামাজ আছরের পরে এবং ফজরের নামাজের পরে সূর্য্য উঠার পূর্ব্বে পড়িতে পারা যায়। উক্ত তিন সময়ে ইস্তিগ্ফার ও তছবীহ্ পড়িতে পারা যায়।

(২) ফরয নামাজ একাকী পড়িবার সময় একামত বলিয়া পড়া অতি উত্তম। ফজর, মাগ্রিব ও ইশার নামাজের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা ও কেরাত একাকী নামাজ পড়িবার সময় উচ্চস্বরে পড়া উত্তম। তবে নিঃশব্দেও পড়া যায়। তাহাজ্জুদের নামাজেও কেরাত উচ্চস্বরে পড়া যায়।

(৩) নফল নামাজ এক সালামে দিনে চার রাকাত এবং রাতে আট রাকাত পড়িতে পারা যায়। অর্থাৎ চার রাকাতের নিয়ত করিয়া দিনে চার রাকাত নফল নামাজ পড়াকে এক সালাম বলে। তদ্রূপ আট রাকাতের নিয়ত করিয়া রাত্রিতে আট রাকাত নফল নামাজ পড়াকে এক সালাম বলে। আট রাকাত অথবা চার রাকাত নফল নামাজ এক সালামে পড়িতে হইলে প্রত্যেক দুই রাকাতের পর বসিয়া আত্তাহিয়্যাতু পড়িতে হয় এবং শেষ রাকাতে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ ও দোয়া মাছুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইবে।

(৪) কাহারও নিকট হইতে টাকা-পয়সা কর্জ করা ভাল নয়। কারণ কর্জ করিলে টাকা-পয়সার বরকত কমিয়া যায়। বিশেষ কারণ বশতঃ কর্জ করিতে হইলে অতি শীঘ্র তাহা পরিশোধ করিয়া দেওয়া উচিত। যদি কেহ কোন টাকা-পয়সা, জিনিষ-পত্র ইত্যাদি পাওনা থাকে তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা উচিত। কারণ আধ পয়সার হক পাওয়ার জন্য কিয়ামতের মাঠে পাওনাদারকে ৫০০ (পাঁচ শত) রাকাত মকবুল নামাজের পরিবর্তে আধ পয়সার হক আদায় করিতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫) যে কোন জিনিষ ক্রয়ের সময় মূল্য ঠিক করিয়া নিতে হয়। নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে একটি পয়সাও কম দিলে ঐ ক্রয় শরীয়ত মতে জায়েয হইবে না। সুতরাং মূল্য ঠিক করিয়া সম্পূর্ণ পয়সা হিসাব করিয়া পরিশোধ করিবে।

(৬) ওজন করিয়া অথবা মাপ দিয়া কোন জিনিষ কিনিবার সময় ওজনের অথবা মাপের অতিরিক্ত জিনিষ লওয়াও শরীয়ত মতে জায়েয নাই।

(৭) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল-নামা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট পেশ করা হয়। তাই কোরান শরীফের যে কোন আয়াত, দোয়া-দরূদ ইত্যাদির আমল সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার হইতে আরম্ভ করা অতি উত্তম।

(৮) চন্দ্র মাসের যে যে তারিখে দুনিয়াবি ভাল কাজ করা নিষেধ তাহা এইঃ— ৩, ৫, ১৩, ১৬, ২১, ২৪, ২৫,

৩ তারিখে— কাবীল কর্তৃক হাবীল নিহত হয়।
৫ তারিখে— হযরত ইউছুফ আলাইহিচ্ছালাম কুপে নিক্ষিপ্ত হন।
১৩ তারিখে— হযরত আদম আলাইহিচ্ছালাম বেহেশ্‌ত হইতে বাহির হন।
১৬ তারিখে— হযরত যাকারিয়া আলাইহিচ্ছালাম শহীদ হন।
২১ তারিখে— হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দান্দান মোবারক শহীদ হন।
২৪ তারিখে— হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালাম নদীতে নিক্ষিপ্ত হন।
২৫ তারিখে— হযরত ইব্রাহীম আলাইহিচ্ছালাম অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হন।

এতদ্ব্যতীত মহরম মাসের	১০	তারিখ	ও	২০	তারিখ
রবিউচ্ছানী মাসের	১	তারিখ	ও	১৬	তারিখ
জমাদিউল আউয়াল মাসের	২	তারিখ	ও	১০	তারিখ
শা'বান মাসের	৪	তারিখ	ও	৭	তারিখ
রমযান মাসের	৩	তারিখ	ও	৭	তারিখ
শাওয়াল মাসের	২০	তারিখ	ও	২৭	তারিখ
জিলক'দ মাসের	২	তারিখ	ও	৭	তারিখ
জিলহজ্জ মাসের	৬	তারিখ	ও	৮	তারিখ

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা (সকল মাসের)।

(৯) নাপাক অবস্থায় ঘুমাইবে না। নাপাক অবস্থায় ঘুমাইলে আয়ু কমিয়া যায়। পবিত্র হাদীছ শরীফে আছরের নামাজের পর ঘুমাইতে নিষেধ করা হইয়াছে, ঘুমাইলে পাগল হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১০) মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে—মাথায় একদিন অন্তর একদিন তৈল দিতে হয়।

(১১) হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন —"রাতের দ্বিতীয় প্রহর শেষ হইয়া তৃতীয় প্রহর আরম্ভ হইলে আল্লাহ্ তায়ালা প্রথম আস্‌মানে আগমন করিয়া ইরশাদ করেন— "আমার দরবারে দোয়া করিবার কেহ থাকিলে, কর; আমি কবুল করিব। ক্ষমা প্রার্থনা করার থাকিলে, কর; আমি মার্জনা করিব। জীবিকা চাহিবার থাকিলে চাও; দান করিব। পার্থিব বিপদ-আপদ হইতে মুক্তি চাও; দূর করিয়া দিব।" সোব্‌হে সাদেক হওয়া পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তায়ালা এরূপ ঘোষনা করিতে থাকেন।

(১২) হাদীছ শরীফ— "প্রস্রাব সম্বন্ধে খুব সতর্কতা অবলম্বন কর, কেননা বেশীর ভাগ কবরের আযাব ইহার জন্যই হইবে।"

(১৩) হাদীছ শরীফ—"যে ব্যক্তি এক বিঘত জায়গা অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে, সাত তবক জমিনের বেড়ী তাহার গলায় পরান হইবে।"

(১৪) হাদীছ শরীফ—"যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যাইয়া কোন গায়েবের কথা জিজ্ঞাসা করে এবং ইহাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, তবে ঐ ব্যক্তির চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হইবে না।"

(১৫) নফল নামাজে আগের সূরা পরে এবং পরের সূরা আগে পড়িতে পারা যায় এবং উহাতে নামাজের কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু ফরয নামাজে আগের সূরা পরে এবং পরের সূরা আগে পড়িতে পারা যায় না। এরূপ করিলে নামাজ মকরূহ হইবে।

ফরয নামাজের মধ্যে এক সূরা বাদ দিয়া তারপরের সূরা পড়িলে নামাজ মকরূহ হইবে। মধ্যে দুই বা দুইয়ের অধিক সূরা বাদ দিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ— কেহ ফরয নামাজের প্রথম রাকাতে সূরা নছর পড়িয়া মধ্যে সূরা লাহাব বাদ দিয়া সূরা ইখলাছ পরিলে নামাজ মকরূহ হইবে। কিন্তু যদি সূরা কাফিরূন পড়িয়া মাঝখানে সূরা নছর ও সূরা লাহাব বাদ দিয়া সূরা ইখ্‌লাছ পড়ে, তাহা হইলে নামাজ মকরূহ হইবে না।

নফল নামাজে প্রতি রাকাতে এক বা একাধিক সূরা পড়িতে পারা যায়।

(১৬) একবার উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হা নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে রসূল

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আপনার উম্মতের মধ্যে এমন লোক কে, যে হিসাব-নিকাশ ব্যতীতই বেহেশ্তে গমন করিবে? তিনি এরশাদ করিলেন, "যে নিজের জীবনের গুনাহ্র কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে কাঁদিতে থাকে।"

(১৭) বর্তমান যুগে অনেক লোক ব্যবসায়ীর নিকট টাকা ধার দেয় এবং উক্ত টাকার বিনিময়ে মাসিক অথবা এককালীন কিছু টাকা লাভ হিসাবে গ্রহণ করে, কিন্তু কর্জ টাকার পরিবর্তে লভ্যাংশ হিসাবে টাকা গ্রহণ করা হারাম। যেহেতু ইহা সুদে গন্য হয়।

যদি কোন ব্যবসায়ী তাহার মুলধনের সংগে অন্য কোন লোক হইতে টাকা লইয়া সেই টাকা মূলধনের সংগে শামীল করিয়া ছয়মাস অথবা বৎসরের শেষে যাহা লাভ হয় তাহা সম্পূর্ণ মুলধনের উপর হিসাব করিয়া অন্য হইতে গৃহীত টাকার পরিমাণে যত লভ্যাংশ আসে তাহাই টাকা দাতাকে দেয় তাহা হইলে শরীয়ত মতে জায়েজ হইবে। যদি ব্যবসায়ে লাভ না হইয়া লোকসান হয় তাহা হইলে ঐ লোকসানের অংশও টাকা দাতাকে বহন করিতে হইবে। মোট কথা টাকা দাতাকে তাহার টাকার পরিমাণ হিসাবে লাভ ক্ষতির অংশ বহন করিতে হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে উহা শরীয়তের বিধান মতে শুদ্ধ হইবে না।

(১৮) জুতা পরিধান করিবার সময় প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরিধান করিবে তারপর বাম পায়ে পরিধান করিবে। খুলিবার সময় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলিবে তারপর ডান পায়ের জুতা খুলিবে।

(১৯) পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, সর্বদা অযু করিয়া পাক পবিত্র থাকিলে রুজী রোজগার বৃদ্ধি পায়।

(২০) দাঁড়াইয়া পায়জামা পরিধান করিলে এবং বসিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিলে মানুষ দরিদ্র হয়। ইহা পবিত্র হাদিছ শরীফে উল্লেখ আছে।

(২১) মস্জিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা একেবারে নিষেধ।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি মস্জিদে দুনিয়ার কথাবার্তা বলিবে, তাহার ৪০ বৎসরের কবুল হইয়াছে এমন এবাদত নষ্ট হইয়া যাইবে। উল্লিখিত হাদীছ শরীফের পরিপ্রেক্ষিতে যাহাতে মস্জিদে একটিও দুনিয়াদারীর কথা বলা না হয়, সেই বিষয়ে প্রত্যেক মুসলমান ভাইগণকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে।

(২২) শরীয়তের বিধান মতে নিম্নলিখিত সাতটি দিনে সাতটি কাজ করিলে সুফল পাওয়া যায়। যথাঃ—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

১। রবিবারে— ঘর, ইমারত ইত্যাদির ভিত্তি স্থাপন করা এবং ভূমিতে বীজ বপন করা।
২। সোমবারে— বিদেশ যাত্রা করা।
৩। মঙ্গলবারে— হাজামত, ক্ষৌরী কাজ করা।
৪। বুধবারে— ঔষধ সেবন করা।
৫। বৃহস্পতিবারে— কালাম বখ্শাইয়া দেওয়া।
৬। শুক্রবারে— বিবাহ শাদী করা।
৭। শনিবারে— শিকার করা।

আযান

নামাজের সময় হইলে নামাজের জন্য উচ্চ আওয়াজ করিয়া নির্দিষ্ট কতগুলি কালাম দ্বারা আহবান করাকে আযান বলে। আযান দেওয়া সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্। আযানের নিয়ম দেওয়া হইল।

আযানের পূর্বে অযু করিয়া লইবে। তারপর কেবলামুখী হইয়া অর্থাৎ পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইবে এবং দুই কানের ছিদ্রে শাহাদত অঙ্গুলী দুইটি প্রবেশ করাইয়া দিবে। তারপর উচ্চস্বরে—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্বর, আল্লাহু আক্বর) দুইবার বলিবে।

তারপর اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আশ্হাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) দুইবার বলিবে।

তারপর اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাছুলুল্লাহ্) দুইবার বলিবে।

তারপর حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ্) দুইবার বলিবে এবং বলিবার সময় মুখ ডানদিকে ফিরাইবে কিন্তু বুক ফিরাইবে না।

তারপর حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্) দুইবার বলিবে এবং বলিবার সময় মুখ বামদিকে ফিরাইবে কিন্তু বুক ফিরাইবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

তারপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্‌বর) সোজা কেবলারুখ্ হইয়া দুইবার বলিবে।

তারপর لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) একবার বলিয়া আযান শেষ করিবে।

ফজরের নামাজের আযানের সময় حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্) বলিবার পর اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম) দুইবার বলিবে।

যিনি আযান দেন তাঁহাকে মোয়ায্‌যিন বলে। মোয়ায্‌যিন আযান দেওয়ার সময় শ্রবণকারীদের আযানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি আযানের জওয়াব দিবে সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। আযানের সময় কথাবার্ত্তা বলা মকরূহ। এমন কি কেহ তছবীহ্, তাহলীল, দোয়া, দরূদ বা কোরান শরীফ তেলাওয়াতে রত থাকা অবস্থায় আযানের শব্দ শুনিতে পাইলে উক্ত ইবাদত বন্ধ রাখিয়া মনোযোগের সহিত আযান শুনিতে হইবে এবং জওয়াব দিতে হইবে। অযু ব্যতীত আযান দিলে দেশে অভাব অনটন হয়।

আযানের জওয়াব নিম্নরূপঃ—

মোয়ায্‌যিন যখন "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলিবে, শ্রবণকারীরাও মনে মনে "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলিবে। মোয়ায্‌যিন যখন "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" বলিবে, শ্রবণকারীগণও মনে মনে "اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" বলিবে।

মোয়ায্‌যিন যখন "اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ" বলিবে, শ্রবণকারীগণ দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশের সম্মুখভাগ চুম্বন করতঃ উহা দ্বারা চক্ষু

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুছিতে মুছিতে নীচের দোয়া পড়া মোস্তাহাবঃ—

قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ -

বাঃ উঃ— কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রাছুলাল্লাহ্। আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিছ্ছাম্‌য়ি ওয়াল্ বাছার।

অর্থঃ হে আল্লাহর রছুল। আপনি আমার চোখের শান্তি। হে আল্লাহ্ তায়ালা, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি দ্বারা আমাকে উপকার কর।

পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়াটি পড়িবে, সে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের তত্ত্বাবধানে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে। অন্য হাদীছে আছে, সকল গোনাহ্ মাফ হইবে।

মোয়ায্‌যিন যখন "حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ" বলিবে। শ্রবণকারীগণ মনে মনে "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ" (লা-হাওলা ওয়া লা-কুয়্যাতা ইল্লা-বিল্লাহ্) বলিবে, মোয়ায্‌যিন যখন "حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ" বলিবে, শ্রবণকারীগণ মনে মনে مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ (মা শা-আল্লাহু কানা ওয়ামা লাম্ ইয়াশাউ লামইয়াকুন্) বলিবে। ফযরের সময় মোয়ায্‌যিন যখন "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" বলিবে, শ্রবণকারীগণ মনে মনে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ (ছাদ্দাক্‌তা ওয়া বারাক্‌তা) বলিবে। মোয়ায্‌যিন যখন "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলিবে, শ্রবণকারীগণও মনে মনে "اَللّٰهُ اَكْبَرُ" বলিবে। মোয়ায্‌যিন যখন "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" বলিবে, শ্রবণকারীগণও মনে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মনে " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ " বলিবেন।

আযানের দোয়া

পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি আযানের পর নীচের মুনাজাতটি করিবে, তাহার জন্য শাফায়াত করা নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের কর্তব্যে পরিণত হয়।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ

اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا

نِ الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ০

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্তাম্মাতে ওয়াছ্ছালাতিল্ কা-য়েমাতে আতে মুহাম্মাদানিল্ ওয়াছীলাতা ওয়াল্ ফাদীলাতা ওয়াবআছহু মাকামাম্ মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআদ্তাহু, ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল্ মীয়াদ।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! হে এই পূর্ণ দাওয়াতের এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নামাজের মালিক! হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে উছিলা (সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদা) এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অতিরিক্ত বিশেষ মর্য্যাদা দান কর এবং তাঁহাকে ঐ প্রশংসিত মকাম প্রদান কর, যাহা তাঁহার জন্য ওয়াদা করিয়াছ। বস্তুতঃ তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

একামত

জমাত আরম্ভ করিবার সময় একামত বলিতে হয়। জমাতের জন্য একামত বলা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্।

একামতের মধ্যে আযানের সমস্ত কলেমাগুলি বলিতে হয়। পার্থক্য শুধু এই যে, حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্) এর পরে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (ক্বাদ্ক্বামাতিচ্ছালাহ্) দুইবার বলিতে হয়। একামত একটু তাড়াতাড়ি বলিতে হয়।

একামতের মধ্যে "হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ্" এবং "হাইয়্যা আলাল্ ফালাহ্" বলিবার সময় মুখ ডান দিকে ও বাম দিকে ফিরাইতে হইবে না।

যিনি আযান দিবেন তিনি একামত বলাই উত্তম। যদি মোয়ায্যিন আযান দেওয়ার পর অনুপস্থিত থাকেন অথবা উপস্থিত থাকিয়া অনুমতি দেন তাহা হইলে অন্য কেহ একামত বলিতে পারিবে।

রোযা

রোযা তিন প্রকার। যথাঃ— ফরয, ওয়াজিব ও নফল।

পবিত্র রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। মানতের রোযা ও কাফ্ফারার রোযা ওয়াজিব। ইহা ছাড়া বাকী যত রোযা আছে, সবই নফল রোযা বলিয়া গণ্য হইবে। নফল রোযা রাখিলে অসীম ছওয়াব লাভ করা যায় এবং অসংখ্য গুনাহ্ মাফ হয়। সুতরাং নিম্নলিখিত মাসের কোন্ কোন্ তারিখে রোযা রাখিলে কি পরিমাণ পুণ্য লাভ ও গুনাহ্ মাফ হয়, তাহা দেওয়া হইল।

মহরম মাসের নফল রোযা — পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, রমযানের পর মহরম মাসের রোযা সমস্ত রোযা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। মহরমের প্রথম দশ দিন রোযা রাখিবার জন্য বেশ তাকিদ আছে। যদি কোন কারণ বশতঃ প্রথম দশদিন রোযা রাখিতে পারা না যায়, তবে এই চাঁদের নয় তারিখ ও দশ তারিখ অথবা দশ ও এগার তারিখ অবশ্যই রোযা রাখা উচিত।

মহরমের দশ তারিখকে **আশুরা** বলা হয়। এই আশুরার দিনে যে ব্যক্তি রোযা রাখিবে, সে দশ হাজার ফেরেশ্তার, দশ হাজার শহীদের ও দশ হাজার হাজীদের ছওয়াব পাইবে এবং ষাট বৎসর রোযা, নামাজ পড়ার সমতুল্য ছওয়াব পাইবে এবং এক বৎসরের নফল রোযার ছওয়াব পাইবে।

আরও হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, ঐ আশুরার দিন রোযা রাখিলে এক বৎসর পূর্ব্বেকার গুনাহ্ মাফ হইবে। চল্লিশ বৎসরের গুনাহের কাফ্ফারা হইবে এবং পরিবারের ফরাগতি অবস্থা হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আরও বর্ণিত আছে, মহরম মাসের একটি রোযার পরিবর্তে ত্রিশদিন রোযা রাখার সমান ছওয়াব পাইবে। বৎসরের মধ্যে চারিটি মাসকে হারাম মাস বলে। হারাম মাস বলিতে মহরম, রজব, জিলক্ব'দ্ ও জিলহজ্জ মাস সমূহকে বুঝায়। এই চারি মাসে নফল রোযা, তিলাওয়াতে কোরান, যিক্র আযকার, দোয়া-দরূদ ইত্যাদি ইবাদত অন্যান্য মাস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

রজব মাসের নফল রোযা — রজব চাঁদের প্রথম দিনের রোযা তিন বৎসরের গুনাহের কাফ্ফারা, দ্বিতীয় দিনের রোযা দুই বৎসরের গুনাহের কাফ্ফারা এবং তৃতীয় দিনের রোযা এক বৎসরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়।

রজব মাসের ছাব্বিশ তারিখ দিনগত রাত্রিকে শবে মে'রাজের রাত্রি বলা হয় এবং তারপরের দিন সাতাইশ তারিখকে শবে মে'রাজের দিন বলা হয়। এই সাতাইশ তারিখের দিন রোযা রাখিলে কখনও তাহার শরীর দোযখের আগুনে জ্বলিবে না এবং সে একশত বৎসরের রোযার ছওয়াব পাইবে।

অন্যত্র হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, যদি রজব মাসে একটি রোযাও রাখা যায় তাহা হইলে তাহার কবরের আযাব হইবে না।

শা'বান মাসের নফল রোযা — পবিত্র হাদীছ শরীফে শা'বান মাসের তের, চৌদ্দ ও পনর তারিখ রোযা রাখিবার জন্য তাকিদ আছে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি শা'বান মাসে তিনটি রোযা রাখিবে, তাহার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইবে।

আরও একটি হাদীছ শরীফে আছে, ঐ তিনটি রোযা রাখিয়া ইফ্তারের সময় তিনবার দরূদ শরীফ পড়িয়া ইফ্তার করিলে গত জীবনের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে এবং রিযিক ফরাগত হইবে।

হাদীছ শরীফে আরও আছে, যে ব্যক্তি শা'বান মাসে তিনটি রোযা রাখিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে বেহেশ্তের উট হইতে একটি উটের পিঠে ছওয়ার করাইয়া কবর হইতে উঠাইবেন।

হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি শা'বান মাসের পনর তারিখে রোযা রাখিবে, তাহাকে কখনও দোযখের আগুন স্পর্শ করিবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র রমযান মাসের ফরয রোযা

সম্পূর্ণ রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। ছেলেমেয়ে বালেগ হইলে রোযা ফরয হয়। ছোব্‌হে ছাদেক হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী মিলন হইতে বিরত থাকাই রোযা। যদি কেহ ইচ্ছাকৃত ভাবে একটি রোযাও ভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহাকে একটি রোযার পরিবর্তে একাধিকক্রমে ষাটটি রোযা কাফ্ফারা দিতে হইবে। ইহা করিতে অক্ষম হইলে ৬০ জন মিছকীনকে দুইবেলা আহার করাইতে হইবে। অথবা একজন মিছকীনকে ৬০ দিন দুই বেলা আহার করাইতে হইবে। আহার করাইতে না পারিলে ৬০ জন মিছকীনের প্রত্যেককে ছদ্‌কায়ে ফেত্‌রা পরিমাণ এক সের সাড়ে বার ছটাক গম অথবা উহার মূল্য প্রদান করিলে কাফ্ফারা আদায় হইবে। কিন্তু একজন মিছকীনকে ৬০ দিনের দুই বেলার খাদ্য একদিনে দিলে তাহাতে কাফ্ফারা আদায় হইবে না।

বৃদ্ধাবস্থায় শক্তিহীন হইয়া পড়িলে এবং শক্তি ফিরিয়া পাওয়ার আশা না থাকিলে রোযা না রাখিয়া প্রতি দিন রোযার পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করিলে চলিবে। প্রতি রোযার পরিবর্তে একসের সাড়ে বার ছটাক গম অথবা তাহার মূল্য মিছকীনকে দেওয়ার নাম ফিদিয়া। এক রোযার ফিদিয়া একজন মিছকীনকে অথবা কয়েকজন মিছকীনকে দেওয়া যাইতে পারে।

কোন বৃদ্ধ অথবা রুগ্নব্যক্তি রমযান মাসে ফিদিয়া আদায় করিল; কিন্তু রমযান মাসের পরে বৃদ্ধ ও রুগ্নব্যক্তি রোযা রাখার মত শক্তি ফিরিয়া পাইল, এই অবস্থায় তাহার যেই রোযাগুলি রাখিতে পারে নাই ঐ সবগুলিই কাজা করিতে হইবে এবং ঐ রোযাগুলির জন্য ফিদিয়া হিসাবে যাহা কিছু মিছকীনকে প্রদান করিয়াছিল, তাহা সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হইবে এবং পৃথক ভাবে উহার ছওয়াব লাভ করিবে।

রমযান মাসের রোযা রাখিবার জন্য শেষ রাত্রিতে যে আহার করা হয়, তাহাকে ছেহ্‌রী বলা হয় এবং সূর্য্যাস্তের পরে কোন কিছু খাওয়াকে ইফ্তার বলে। যে জিনিস দ্বারা রোযা খোলা হয়, তাহাকে ইফ্তারী বলে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, পানি অথবা খুরমা দিয়া ইফ্তার করা উত্তম। হালাল রুজী দ্বারা ইফ্তার করিতে হইবে এবং তাহাও বেশী খাইবে না। প্রত্যহ একই পরিমাণ খাইবে। সর্ব্বদা মনকে ভয় ও ভরসার মধ্যে রাখিবে।

প্রতিদিন ছেহ্‌রীর পরে পানি দ্বারা ভাল মতে কুলি করিয়া পরের দিনের রোযার নিয়ত করিতে হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক দিন নিয়ত করা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ফরয। যদি কোনদিন ভুলক্রমে রাত্রিতে নিয়ত করা না যায়, তবে পরের দিন দুপুরের পূর্ব্বে নিয়ত করিলেও চলিবে।

রোযার নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ০

বাঃ উঃ— নাওয়াইতু আন্ আছুমা গাদাম্মিন্ শাহ্‌রে রামাযানাল্ মুবারাকে ফার্‌দাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল্ মিন্নী ইন্নাকা আন্ তাছ্‌ছামীউল আলীম্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার উদ্দেশ্যে আগামীদিন বরকতময় রমযান মাসের ফরয রোযা রাখার নিয়ত করিলাম। অতএব ইহা আমার নিকট থেকে কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

যদি দিনের বেলায় দুপুরের পূর্বে নিয়ত করিতে হয়, তবে "اَصُوْمَ غَدًا" (অছুমা গাদাম) এর পরিবর্তে "اَصُوْمَ الْيَوْمَ" (আছুমাল্ ইয়াওমা) পড়িতে হইবে।

রোযার নিয়ত আরবী ভাষায় না জানিলে বাংলা ভাষায়ও করিতে পারা যায়। যথাঃ-

"ইয়া আল্লাহ্ তায়ালা! আমি আগামী দিন রমযান মাসের ফরয রোযা রাখিবার নিয়ত করিলাম। ইয়া আল্লাহ্ তায়ালা! তুমি আমা হতে কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী"। এই নিয়ত না জানিলে শুধু বলিবেঃ— "ইয়া আল্লাহ্ তায়া'লা! আমি আগামী দিন রমযান মাসের রোযা রাখিবার নিয়ত করিলাম। ইয়া আল্লাহ্ তায়ালা! তুমি আমার রোযা কবুল কর।" এই পর্য্যন্ত বলিলেই রোযা শুদ্ধ হইবে।

ইফতারের দোয়া

ইফ্‌তারের সময় পরবর্তী পৃষ্ঠার দোয়া পাঠ করিতে হয়—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِرِزْقِكَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ০

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলাইকা তাওয়াকাল্‌তু ওয়া বি-রিয্‌কেকা আফতার্‌তু বি-রাহ্‌মাতিকা ইয়া আর্‌হামার্ রাহেমীন্।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমারই জন্য রোযা রাখিয়াছি এবং তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছি এবং তোমারই প্রদত্ত রিজিক্ দ্বারা ইফ্‌তার করিতেছি তোমারই করুনায়, হে দয়াশীলদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।

রোযার মধ্যে **২টি ফরয**, যথাঃ—
(১) চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখা (২) রোযার নিয়ত করা।

রোযার সুন্নত

(১) শেষ রাত্রে ছেহ্‌রী খাওয়া। (২) সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে ইফ্‌তার করা। (৩) রাত্রে তারাবীহের নামাজ পড়া। (৪) কোরান শরীফ তিলাওয়াত করা। (৫) শেষ দশ রাত্রে মস্‌জিদে ই'তেকাফ করা। (৬) ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রকে দান করা।

নিম্নলিখিত কারণ সমূহের যে কোন কারণে রমযান মাসের রোযা না রাখা যায় অথবা রাখিয়া থাকিলে ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু রমযান মাসের পরে নিশ্চয়ই উহার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে। একটি রোযার পরিবর্তে একটি রোযা আদায় করাকে ক্বাজা বলে।

(১) পীড়িত ব্যক্তির পীড়া বৃদ্ধির আশংকা হইলে। (২) হঠাৎ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে। (৩) শক্তিহীন বৃদ্ধ হইলে। (৪) গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্টের আশংকা হইলে। (৫) স্ত্রীলোকের হায়েয নিফাছ হইলে। (৬) শিশুর স্তন্য দানের জন্য দুগ্ধের অভাব হইলে। (৭) প্রাণনাশের আশংকাজনক ক্ষুধা বা পিপাসা হইলে। (৮) হঠাৎ পেট বেদনা হইলে। (৯) সাপ, বিচ্ছু ইত্যাদি কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে। (১০) ছফরে অথবা বিদেশে গেলে।

বিদেশে মোসাফেরী অবস্থায় রোযা না রাখিতে পারা যায় তবে কোনরূপ কষ্ট বা অসুবিধা না হইলে রোযা রাখাই উত্তম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুফ্সিদাতে রোযা

নিম্নলিখিত কারণ সমূহে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়, পরে সেই রোযার শুধু কাজা আদায় করিতে হয়, কাফ্ফারা দিতে হয় না।

(১) কুলি করার সময় হঠাৎ পেটে পানি ঢুকিয়া গেলে। (২) পায়খানা কিম্বা প্রস্রাবের রাস্তায় পিচকারী করাইলে। (৩) নিদ্রিতাবস্থায় কেহ কোন কিছু ভক্ষণ করাইয়া দিলে। (৪) পেটে কিম্বা মাথার ক্ষত স্থানে ঔষধ লাগাইলে, তাহা পেটের ভিতর অথবা মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিলে। (৫) কানে কোন তরল ঔষধ প্রয়োগ করায় তাহা ভিতরে গেলে। (৬) নাকের ছিদ্র পথে কোন জিনিষ পেটে প্রবেশ করিলে। (৭) হাত ও জিহ্বা দ্বারা চানাবুট পরিমাণ কোন কিছু দাঁতের ফাঁক হইতে বাহির করিয়া খাইলে। (৮) মুখ ভরিয়া বমি আসার পর অনিচ্ছায় উহা আবার পেটে গেলে! (৯) সামান্য বমি মুখে আসার পর ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহা গিলিয়া ফেলিলে। (১০) ভুলক্রমে কোন কিছু পানাহার করিলে রোযা অবশ্য ভঙ্গ হয় না; কিন্তু পানাহারে রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া পুনঃ কোন কিছু পানাহার করিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যায়। এই রোযার কাজা করিতে হইবে। (১১) রাত্রি বাকী আছে মনে করিয়া ছোব্হে ছাদেকের পর ছেহ্‌রী খাইলে অথবা সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সূর্য্যাস্তের পূর্বে ইফ্তার করিলে রোযা ভঙ্গ হয়। (১২) রোযার নিয়ত ছাড়া রোযা রাখিয়া ইচ্ছা পূর্বক ভঙ্গ করিলে।

মক্রূহাতে রোযা

যে সব কাজের দরূণ রোযা মক্রূহ হয়, সেই গুলিকে মক্রূহাতে রোযা বলে। নিম্নলিখিত কাজে রোযা মক্রূহ হয় —

১। বিনা ওযরে কোন জিনিষ মুখে দিয়া চিবান।

২। গরমের কারণে বার বার কুলি করা।

৩। টুথ্ পাউডার, পেষ্ট, কয়লা অথবা অন্য কোন মাজন দ্বারা দিনের বেলায় দাঁত পরিষ্কার করা।

রোযার কয়েকটি জরুরী মাসায়েল

(১) রোযা রাখা অবস্থায় সুরমা লাগান কিম্বা কোন সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রান লওয়া জায়েয আছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২) আতর গোলাপের খুশবু বা কোন ফুলের ঘ্রাণ লইলে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না।

(৩) থুথু গিলিয়া ফেলিলে রোযা ভঙ্গ হয় না।

(৪) রোযা রাখা অবস্থায় ইন্‌জেক্শান দিতে পারা যায় না। দিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

(৫) তৈল ব্যবহার করিলে রোযার কোন ক্ষতি হয় না।

পবিত্র কোরান শরীফ রমযান মাসে নাযিল হইয়াছে। তাই এই সারা মাসে কোরান শরীফ তেলাওয়াত করা অতীব ছওয়াবের কাজ। যত বেশী কোরান শরীফ খতম করা যায়, ততই উত্তম। বেশী না পারিলে কমপক্ষে একবার হইলেও সম্পুর্ণ কোরান শরীফ খতম করা উচিত। এতদ্ব্যতীত দোয়া, দরূদ, যিক্‌র-আযকার, নফল নামাজ ইত্যাদি ইবাদতে নিজেকে মশগুল রাখিবে। রোযা রাখিয়া মিথ্যা কথা বলিবে না, পরের নিন্দা করিবেনা, কাহারও বিরুদ্ধে কথা লাগাইবেনা, মিথ্যা শপথ করিবে না ও কামভাবে দর্শন করিবে না। কারণ এই পাঁচটি কাজে রোযা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে।

এ'তেক্বাফ

এবাদতের উদ্দেশ্যে নিয়ত করিয়া মস্‌জিদে অবস্থান করাকে এ'তেক্বাফ বলা হয়।

রমযান মাসের শেষ দশদিন এ'তেক্বাফ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ কেফায়াহ্। হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশদিন এ'তেক্বাফ করিতেন। কোন মহল্লার একজন এ'তেক্বাফ করিলে সকলের তরফ হইতে আদায় হইয়া যাইবে। কিন্তু কেহই যদি এ'তেক্বাফ না করে তাহা হইলে সকলেই ইহার জন্য গুনাহ্‌গার হইবে। যে কোন মস্‌জিদে এতেক্বাফ করা যায়। পুরুষেরা মস্‌জিদে এ'তেক্বাফ করিতে হইবে। কিন্তু মেয়েলোকের জন্য মস্‌জিদে এ'তেক্বাফ জায়েজ নহে। তাহারা গৃহের মধ্যে ইবাদতের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া অর্থাৎ হুজরা বানাইয়া এ'তেক্বাফ করিতে পারিবে। রমযান মাসের ২০ তারিখ আছরের নামাজের পরে এ'তেক্বাফের নিয়ত করিয়া মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে হয়। আছরের জমাতের পর মস্‌জিদ হইতে আর বাহির না হইয়া এ'তেক্বাফের নিয়ত করাই উত্তম। ২০ তারিখ সূর্য্যাস্তের পর মস্‌জিদে ঢুকিলে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ আদায় হইবে না। রমযান মাস ৩০শা হইলে ৩০ তারিখ সূর্য্যাস্তের পর মস্‌জিদ হইতে বাহির হইবে। যদি ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে তাহা হইলে চাঁদ উঠার পর বাহির হইবে। রমযান মাসের শেষ ১০ দিন এতেক্বাফের জন্য রোযাও থাকিতে হইবে। কোন অসুস্থ ব্যক্তি অথবা মোছাফের রোযা না থাকিয়া এই দশদিন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

এ'তেকাফ করিলে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ আদায় হইবে না বরং নফল হইবে। পায়খানা, প্রস্রাব, অযু এবং গোসলের (প্রয়োজন হইলে) সময় ব্যতীত অন্য কোন দরকারে মস্‌জিদ হইতে বাহির হওয়া নিষেধ। এই সব কারণে বাহির হইলেও কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিবেনা। কাজ সমাধা করিয়া সত্তর মস্‌জিদে চলিয়া আসিতে হইবে। বিনা ওজরে এক মিনিট মস্‌জিদের বাহিরে থাকিলেও এতেকাফ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। এ'তেকাফ অবস্থায় কাহারও সহিত গল্পালাপ করিতে পারিবে না। এ'তেকাফকারী ইবাদতের নিয়তে চুপ করিয়া থাকা মক্‌রূহ্। এ'তেকাফ অবস্থায় কোরান তেলাওয়াত, দোয়া, দরূদ, এস্তেগ্‌ফার, নফল নামাজ, মোরাকাবা ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল থাকা উচিত। এ'তেকাফ অবস্থায় মস্‌জিদে খাওয়া দাওয়া করিবে। বাহিরে খাওয়া-দাওয়া করিলে এ'তেকাফ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কেহ যদি রমযানের ২৬ তারিখ আছরের পর এ'তেকাফের নিয়তে মস্‌জিদে প্রবেশ করে এবং ঈদের চাঁদ উঠার পর বাহির হয় তাহা হইলে উহা নফল হইবে। সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্ আদায় হইবে না।

শওয়াল মাসের নফল রোযা— পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখিয়া অতঃপর শওয়ালের ছয়টি রোযা রাখে, সে যেন সারাটি বৎসর রোযা রাখিল।

আরও হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি শওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার আমল নামায় প্রত্যেক রোযার পরিবর্তে এক হাজার রোযার ছওয়াব লিখিবেন।

আরও হাদীছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি শওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার উপর দোযখের আগুন হারাম করেন। শওয়াল মাসের ছয়টি রোযার ফযীলত ও ছওয়াব সম্বন্ধে এই রকম আরও বহু হাদীছ শরীফ আছে। এই ছয়টি রোযা মাসের যে কোন দিন রাখিলে চলিবে। এক সঙ্গেও ছয়টি রোযা রাখা যায়। অথবা মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়াও রাখা যায়। চাঁদের প্রথম ভাগে রাখিলে অধিক ছওয়াব হয়।

জিল্‌হজ্জ মাসের নফল রোযা— জিল্‌হজ্জ মাসের প্রথম নয়দিন রোযা রাখার জন্য যথেষ্ট তাকিদ আছে। যদি কোন কারণবশতঃ প্রথম নয়দিন রোযা রাখিতে পারা না যায়, তবে আট ও নয় তারিখ রোযা রাখা দরকার।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— ইয়াওমে তারাবীয়াতে যে ব্যক্তি রোযা রাখে, সে যেন বার্ হাজার বৎসর আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত করিল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিল্‌হজ্জ মাসের ৮ তারিখকে ইয়াওমে তারাবীয়াহ্ বলে। কারণ এইদিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত ইসমাইল (আঃ) কে কোরবানী দেওয়ার জন্য স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন।

এই চাঁদের নয় তারিখ রোযা রাখিলে এক বৎসর পূর্বের ও এক বৎসর পিছনের গুনাহ্ মাফ্ হইবে এবং চল্লিশ বৎসরের ছগীরা গুনাহের কাফ্‌ফারা হইবে।

বৎসরে পাঁচদিন রোযা রাখা হারাম। যথাঃ— *ঈদুল ফিত্‌রের দিন, জিল্‌হজ্জ চাঁদের দশ, এগার, বার ও তের তারিখের দিন।*

আইয়্যামে বীজ-এর রোযা

প্রতি চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযাকে আইয়্যামে বীজ-এর রোযা বলে। আইয়্যামে বীজ-এর রোযা থাকিলে সারা বৎসর রোযা রাখার ছওয়াব পাওয়া যায়।

পানাহার

পানাহার ইবাদতের একটি অঙ্গ। সুতরাং শরীয়তের বিধানানুযায়ী পানাহার করিলে পুণ্য লাভ হয়।

পানাহারের নিয়মাবলী

নিম্নলিখিত নিয়মে আহার করিলে উহা ইবাদত বলিয়া গণ্য হইবেঃ—

"আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীমা রাযাক্‌তানা ওয়া ক্বিনা আজাবান্নার" পড়ে

তারপর ১। بسم الله الرحمن الرحيم (বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহীম) বলিয়া আহার আরম্ভ করা; যদি আহার আরম্ভ করিতে 'বিছ্‌মিল্লাহির্ রাহ্‌মানির রাহীম' বলিতে ভুলিয়া যায়, তবে আহার শেষ হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত যখনই মনে পড়ে তখনই بسم الله اوله واخره (বিছ্‌মিল্লাহে আওয়ালাহু ওয়া আখারাহু) বলা।

২। লোভের তাড়নায় আহার না করা।

৩। হালাল দ্রব্য আবশ্যক পরিমাণে আহার করা।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

৪। ইবাদত করিবার উদ্দেশ্যে শরীরে শক্তি সঞ্চয়ের নিয়তে আহার করা।
৫। আহারের পূর্ব্বে অযু করিয়া লওয়া।
৬। টেবিল-চেয়ারে বসিয়া আহার না করা।
৭। ডান হাঁটু উঠাইয়া রাখিয়া বাম পা মাটিতে পাতিয়া বসিয়া আহার করা।
৮। আহারের সময় মাথায় টুপি রাখা।
৯। আহারের পূর্ব্বে ও পরে সামান্য লবন খাওয়া।
১০। ছোট ছোট লোক্মা মুখে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে চর্বন করিয়া খাওয়া।
১১। আহার শেষে হাতের আঙ্গুল চাটিয়া খাওয়া এবং ভোজনপাত্র বা বাসন মুছিয়া খাওয়া।
১২। অতিরিক্ত ভোজন না করা।
১৩। আহারের সময় পানি পান করিতে হইলে বাম হাতে গ্লাস ধরিয়া ডান হাতের পিঠ গ্লাসের নীচে অথবা পার্শ্বে লাগাইয়া পানি পান করা এবং নিঃশ্বাস গ্লাসের মধ্যে না ফেলা।
১৪। গরম খাদ্য ও পানীয় জিনিসে মুখে ফুঁদিয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়া মক্রূহ।
১৫। বাম হাতে কোন খাদ্যদ্রব্য না খাওয়া এবং কোন কিছু পান না করা।
১৬। পানি এক নিঃশ্বাসে পান না করিয়া তিন নিঃশ্বাসে, প্রতি নিঃশ্বাসে তিন ঢোকে অথবা প্রয়োজন বোধে পাঁচ ঢোকে পান করা। এক নিঃশ্বাসে পানি পান করিলে স্মরণ শক্তি ও চোখের জ্যোতি হ্রাস পায়।
১৭। আহারের পর হাত ধুইয়া নীচের দোয়া পড়িয়া শুক্রিয়া আদায় করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ○

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ○

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ○ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ○

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ○ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ○

وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌আমানা ওয়া ছাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল্ মুছ্লেমীন। ওয়া ইন্ তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহে লা তুহ্ছুহা। লি-ঈলাফি কোরাইশিন্ ঈলাফিহিম্ রিহ্লাতাশ্ শিতা-ই ওয়াচ্ছাইফ্। ফাল্ইয়া'বুদু রাব্বা হাযাল্ বাইতিল্লাযী আত্‌আমাহুম্ মিন্ জুইঁও ওয়া আমানাহুম্ মিন্ খাউফ্।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে খাওয়াইয়াছেন এবং আমাদিগকে পান করাইয়াছেন এবং আমাদিগকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর তোমরা যদি আল্লাহ্ তায়ালার নেয়ামত গণনা করিতে থাক তবে উহা গণনা করিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

কুরাইশগণের অনুরাগের জন্য। তাহাদের অনুরাগ শীত ও গ্রীষ্মকালে বিদেশ ভ্রমনের জন্য। সুতরাং তাহাদের উচিত এই পবিত্র গৃহের (কা'বা ঘরের) প্রভুর ইবাদত করা। যিনি তাহাদের ক্ষুধায় অন্ন দান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে ভয়-ভীতির কবল থেকে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন।
তারপর দরূদ শরীফ পড়িয়া মুনাজাত শেষ করা।

১৮। দাঁড়ানো অবস্থায় কোন কিছু পান না করা এবং আহার না করা। দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করিলে বিপদ আপদে পতিত হয়।

নীচের দোয়া পড়িয়া খাদ্যদ্রব্যে ফুঁৎকার করিয়া খাইলে খাদ্য দ্রব্যের অনিষ্ট হইতে খোদার ফজলে রক্ষা পাইবে। ইহা যাবতীয় রোগে ও মুখদোষে পানি পড়া দিলেও উপকার হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِىْ - بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِىْ - بِسْمِ اللّٰهِ

خَيْرِ الْاَسْمَاءِ - بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا

فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— বিছ্‌মিল্লাহিশ্‌ শাফী, বিছ্‌মিল্লাহিল্‌ কাফী, বিছ্‌মিল্লাহে খাইরুল্‌ আছ্‌মায়ে, বিছ্‌মিল্লাহে রাব্বিছ্‌ ছামাওয়াতে ওয়াল্‌ আর্‌দ। বিছ্‌মিল্লাহিল্লাযী লাইয়াদুরুরু মাআ ইছ্‌মিহী শাইউন্‌ ফিল্‌ আরদে ওয়ালা ফিছ্‌ছামায়ে ওয়া হুয়াছ্‌ ছামীউল্‌ আলীম।

অর্থঃ আরোগ্যদানকারী আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে আরম্ভ করিলাম। সর্ববিষয়ে যথেষ্টময় আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে শুরু করিলাম। সর্বোত্তম নাম আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে শুরু করিলাম। আকাশ সমূহ ও জমিনের প্রভু আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে আরম্ভ করিলাম। ঐ আল্লাহ্‌ তায়ালার নামে আরম্ভ করিলাম, যাঁহার নামের বদৌলতে আসমান ও জমিনে কোন কিছু ক্ষতি সাধন করিতে পারে না, এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।

১৯। আহার করিয়াই ঘুমান নিষেধ; ঘুমাইলে জ্ঞান শক্তি লোপ পায়।

২০। ৪০ দিনের ভিতর গোশ্‌ত না খাইলে দিল কঠিন হইয়া যায়।

ডান হাত ও বাম হাতের ব্যবহার

আজকাল আধুনিক ভাবাপন্ন মুসলমান সমাজে ডান হাত ও বাম হাতের সঠিক ব্যবহারের প্রতি অবহেলা ও অসতর্কতা পরিলক্ষিত হইতেছে। মুসলমানদের পানাহার, চলাফেরা, পায়খানা, প্রস্রাব ইত্যাদিতে হাত পায়ের সঠিক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কারণ এই ব্যাপারে শরীয়তে যথেষ্ট তাগিদ রহিয়াছে। এখানে এই সম্পর্কে কয়েকটি হাদীছ শরীফ উল্লেখ করা হইল।

পবিত্র হাদীছ শরীফে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে— রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন খাবার খাইবে ডান হাতে খাইবে, এবং যখন পানি পান করিবে ডান হাতে পান করিবে। (বাহারে শরীয়ত)

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে আরও বর্ণিত আছে— রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, কেহ বাম হাতে খাবার খাইবে না, বাম হাতে পানি পান করিবে না। কেননা বাম হাতে খাওয়া ও পান করা শয়তানের কাজ। (বাহারে শরীয়ত)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে— রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ডান হাতে খাইবে ও ডান হাতে পান করিবে এবং ডান হাতে লইবে ও ডান হাতে দিবে। কেননা শয়তান বাম

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাতে খায়, বাম হাতে পান করে এবং বাম হাতে লয় ও বাম হাতে দেয়। (বাহারে শরীয়ত)

অনেকে খাওয়ার সময় বাম হাতে পানি পান করা ভদ্রতা বলিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে উহা অমুসলমানদের কাজ। খাওয়ার সময় পানি পান করিতে হইলে বাম হাতে গ্লাস ধরিয়া ডান হাতের পিঠ দ্বারা গ্লাস স্পর্শ করিয়া পানি পান করা যায়। নাকের শ্লেষ্মা ও ময়লা বাম হাতে পরিস্কার করিতে হয়।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, রাছুলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ পানি পান করে পানীয় পাত্রে যেন নিশ্বাস না ফেলে, যখন সে পায়খানায় যায় ডান হাতে যেন গুপ্তাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাতে যেন শৌচ কার্য্য না করে।

অযুর সময় পা ধুইতে ডান হাত দিয়া পানি দিতে হয় এবং বাম হাত দিয়া ধুইতে হয়।

ডান পা ও বাম পায়ের ব্যবহার

ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে মস্‌জিদে প্রবেশ করিবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া প্রবেশ করিতে হয় এবং বাহির হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়া বাহির হইতে হয়। তদ্রূপ জুতা ও মোজা পরিধান করিবার সময় ডান পায়ের জুতা ও মোজা আগে পরিতে হয় এবং খুলিবার সময় বাম পায়ের জুতা ও মোজা আগে খুলিতে হয়। বিদেশে ভ্রমণে অথবা কোন কাজের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া ঘর থেকে বাহির হইতে হয়। পায়খানা ও প্রস্রাবখানায় ঢুকিবার সময় প্রথমে বাম পা দিয়া ঢুকিতে হয় এবং বাহির হওয়ার সময় ডান পা দিয়া বাহির হইতে হয়।

কেহ যদি বসা অবস্থায় এক পায়ের উপর অন্য পা রাখিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে বাম পায়ের উপর ডান পা রাখিতে হয়।

কোরান শরীফ তিলাওয়াত

সর্ববিধ ইবাদতের মধ্যে কোরান শরীফ পাঠ করা শ্রেষ্ঠ। পবিত্র হাদীস শরীফে আছে, হযরত নবীয়ে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন— "আমার উম্মতের ইবাদত সমূহের মধ্যে কোরান শরীফ পাঠ করা সর্বাপেক্ষা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উত্তম ইবাদত।" সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই দৈনিক কমপক্ষে একশত আয়াত পরিমাণ কোরান শরীফ পাঠ করা উচিত।

প্রত্যেক দিন সকালে সূরা ইয়াসীন, সূরা আর্‌রহ্‌মান, সূরা মুল্‌ক, সূরা মোয্‌যাম্মিল ইত্যাদি পাঠ করা উত্তম। উল্লিখিত সূরাগুলি প্রত্যেক দিন সকালে নিয়মিত পাঠ করিলে, আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সাংসারিক উন্নতি হয় এবং পরকালের পূণ্য হয় ও অসীম ছওয়াব লাভ করা যায়।

কোরান শরীফ তিলাওয়াতের নিয়ম

(১) তিলাওয়াতের পূর্বে অযু করিয়া লইবে।

(২) ভক্তির সহিত পড়িবে। তিলাওয়াতের সময় কাহারও সাথে কথাবার্ত্তা বলিবে না।

(৩) যদি কোন জরুরী কথাবার্ত্তা বলিতে হয়, তবে কথা শেষ করিয়া পুনরায়

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া কোরান শরীফ পাঠ শুরু করিবে।

(৪) নামাজের বৈঠকের ন্যায় পশ্চিম (কেবলার) দিকে মুখ করিয়া বসিবে।

(৫) তিলাওয়াতের সময় মনকে আল্লাহ্ তায়ালার দিকে রুজু রাখিবে।

(৬) ব্যথিত মনে কোরান শরীফ তিলাওয়াত করিবে, যাহাতে কোরান শরীফ তিলাওয়াতের সময় কান্না আসে।

(৭) তিলাওয়াত করিবার সময় কোথায় থামিতে হইবে, কোন্ শব্দ কিভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে ইত্যাদি নিয়মাবলী পালন করিয়া শুদ্ধভাবে পাঠ করিবে।

(৮) কোরান শরীফ খতম করিবার সময় সূরা "দোহা" হইতে "নাছ" পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি সূরা পড়ার পর নিম্নলিখিত দোয়াটি একবার পড়িতে হয়।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— সুব্‌হানাল্লাহে ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বর।

(৯) কোরান শরীফ খতম করিবার সময় সূরা ইখ্‌লাছ তিনবার পড়িতে হয়। প্রথম বার পড়িয়া উক্ত দোয়াটি পড়িয়া তারপর দুইবার পড়িতে হয়। তিনবার পড়ার দরুন কোরান খতমের দোষত্রুটির কাফ্‌ফারা হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১০) কোরান শরীফ খতম করিবার সময় সূরা "নাছ" পড়িয়া পুনরায় সূরা ফাতিহা অর্থাৎ আলহামদু সূরা পড়িতে হয়, তারপর সূরা বাক্বারার প্রথম হইতে

الْمُفْلِحُوْنَ পর্য্যন্ত পড়িতে হয়।

(১১) কোরান শরীফ খতম করিয়া বাম দিকে সূরা নাছ হইতে ডান দিকে সূরা ফাতিহার দিকে কোরান শরীফ বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

(১২) সম্পূর্ণ কোরান শরীফে চৌদ্দটি সিজ্‌দার আয়াত আছে। এই সিজ্‌দাযুক্ত আয়াত পড়িলে অথবা অন্য কোন লোকে পড়িবার সময় শুনিলে সিজ্‌দা দেওয়া ওয়াজিব হয়। ইহাকে 'তিলাওয়াতি সিজ্‌দা' বলে। সিজ্‌দার আয়াত শেষ করিয়া "আল্লাহু আক্‌বর"বলিয়া একটি সিজ্‌দা দিবে। সিজদার মধ্যে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল্ আ'লা) তিনবার পড়িবে। তৎপর "আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া উঠিয়া যাইবে। কোরান শরীফ দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া পড়া যায়। তিলাওয়াতের সিজ্‌দা দাঁড়ানো অথবা বসা অবস্থায় দেওয়া যাইতে পারে।

সিজ্‌দার আয়াত তিলাওয়াত করার সঙ্গে সঙ্গে সিজ্‌দা দিতে হয়। কিছুক্ষণ পর যদি সিজ্‌দা দেওয়ার ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সিজ্‌দার আয়াতটি পড়িয়া নীচের আয়াতটি পড়িলে, সিজ্‌দা পরে দিলেও কোন গুনাহ্ হইবে না। আয়াতটি এইঃ—

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝

বাঃ উঃ— ছামি'না ওয়া আতা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল্ মাছীর্।

(১৩) চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর কোরান শরীফ রাখিয়া তিলাওয়াত করা ভাল নহে। সুতরাং চেয়ারে বসিয়া কোরান শরীফ তিলাওয়াত না করাই উত্তম।

(১৪) কোরান শরীফ তিলাওয়াত করিবার সময় পবিত্র কাপড় পরিধান করিবে এবং মাথায় টুপী রাখিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

কয়েকটি সূরা, আয়াত ও দোয়ার ফযীলত

(১) সূরা ফাতিহা ঃ— ইহার মত সূরা ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাতে নাই। ইহা সকল বীমারের ঔষধ। নামাযের প্রতি রাকাতে পড়া হয়। ইহার নাম উম্মুল কোরান ও ছাব্‌য়া মাছানী (সপ্ত প্রশংসা) রাখা হয়।

(২) কোরান শরীফের নিম্নলিখিত আয়াতগুলিকে **আয়াতুল কুরছী** বলা হয়।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ

وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ط مَنْ

ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ

وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج

وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا

وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুম্। লা তাখুজুহু ছিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহু মাফিছ্‌ছামাওয়াতে ওয়া মাফিল্ আর্‌দ। মান্‌যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফাউ ইন্‌দাহু ইল্লা বি-ইয্‌নিহী ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম্ ওয়ামা খাল্‌ফাহুম্ ওয়া লা ইউহীতুনা বিশাই-য়িম্ মিন্ ইল্‌মিহী ইল্লা বিমা শাআ ওয়াছিআ কুরছিয়্যুহুছ্ ছামাওয়াতে ওয়াল্ আর্‌দ, ওয়া লাইয়াউদুহু হেফ্‌যুহুমা ওয়া হুয়াল্ আলিয়্যুল্ আযীম।

অর্থঃ আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, তাহাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করিতে পারে না। আসমান ও জমিনে যাহা কিছু আছে সব তাঁহারই। এমন কে আছে, যে নাকি তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহার সমীপে সুপারিশ করিবে? তাহাদের (লোকদের) সম্মুখে যাহা কিছু আছে এবং তাহাদের পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন, এবং তাহারা তাঁহার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(আল্লাহ্ তায়ালার) জ্ঞানের কিছুই আয়ত্বে আনিতে পারে না, তবে তিনি যাহা ইচ্ছা করেন। তাঁহার কুরছী আসমান সমূহ ও জমিনের সর্বত্রই ঘিরিয়া রহিয়াছে। আর এই দুইটির রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়, এবং তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান।

পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরছি পড়িবে, তাহার বেহেশ্‌তে প্রবেশ মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা দিতে পারে না।

শুইবার সময় ইহা পড়িলে নিজের বাড়ী-ঘর ও প্রতিবেশীর বাড়ী-ঘর নিরাপদে থাকিবে। জ্বীন ও ইন্‌ছানের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইশার নামাজের পর এই আয়াত শরীফ তিনবার পড়িয়া হাতে ফুঁক দিয়া একটি বা তিনটি তালি দিতে হয়। ইহাতে খোদার ফযলে আমানে থাকিবে।

(৩) সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত অর্থাৎ "اٰمَنَ الرَّسُوْلُ"

"আমানার্ রাসূলু" হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহারা পড়িবে তাহারা খোদার নিকট যাহা চাহিবে তাহা পাইবে। ইহা রাত্রে পড়িলে আমানে থাকিবে। বোখারী ও মুস্‌লিম শরীফের হাদীছে ইহা বর্ণিত আছে।

অন্যত্র হাদীছ শরীফে আছে, "আমানার্ রাছুলু" হইতে শেষ পর্য্যন্ত আরশের নীচের ধনভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইয়াছে। উহা রহমত, আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের উছীলা ও দোয়া। ইহা ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর একবার পড়া উচিত।

উহা নিজেরা শিক্ষা করিতে এবং স্ত্রী ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হাদীছ শরীফে বলা হইয়াছে।

এই আয়াত দুইটি নিয়মিত প্রত্যহ পাঠ করিলে নিম্নলিখিত ফায়দাগুলি পাওয়া যায়ঃ—

(ক) এই আয়াত দুইটি নিয়মিত পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমত এবং রসূল ও ফেরেশ্‌তাগণের দোয়া লাভের আশা করা যায়।

(খ) রাত্রে ঘুমাইবার পূর্বে ইহা পড়িলে চুরি-ডাকাতির ভয় থাকেনা।

(গ) বিপদের সময় আয়াতুল কুরছী এবং এই আয়াত দুইটি পড়িলে খোদার ফযলে বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(ঘ) একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ আয়াতুল কুরছী এবং এই আয়াত দুইটি পড়িলে আর্থিক অভাব দূর হয়, ঋণ পরিশোধ হয়, শত্রুর শক্তি হ্রাস পায় এবং মনের আশা পূর্ণ হয়। এই আয়াত দুইটি দেওয়া গেলঃ—

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ط
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ قف لَا نُفَرِّقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ قف وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ز غُفْرَانَكَ ق
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ج رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ج رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا
طَاقَةَ لَنَا بِهِ ج وَاعْفُ عَنَّا وقفة وَاغْفِرْ لَنَا وقفة
وَارْحَمْنَا وقفة أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ع ۝

বাংলা উঃ— আমানার্ রাছুলু বিমা উন্‌যিলা ইলাইহি মির্ রাব্বিহী ওয়াল্ মু'মিনুন্। কুল্লুন্ আমানা বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুছুলিহ্। লা নুফার্‌রিক্বু বাইনা আহাদিম্ মির্ রুছুলিহ্, ওয়া ক্বালু ছামি'না ওয়া আতা'না গুফ্‌রানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল্ মাছীর্। লাইয়ুকাল্লিফুল্লাহু নাফ্‌ছান ইল্লা ওছ্আহা লাহা মা কাছাবাত্, ওয়া আলাইহা মাক্‌তাছাবাত্, রাব্বানা লা তুআখিয্‌না ইন্ নাছীনা আও আখ্‌তা'না, রাব্বানা ওয়া লা তাহ্‌মিল আলাইনা ইছ্‌রাণ্ কামা হামাল্‌তাহু আলাল্লাজীনা মিন কাব্‌লিনা, রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিল্‌না মা লা ত্বাকাতা লানা বিহ্, ওয়া'ফু আন্না, ওয়াগ্‌ফির্ লানা, ওয়ার্‌হাম্‌না, আন্‌তা মাওলানা ফানছুর্‌না আলাল্ কাওমিল্ কাফিরীন।

অর্থঃ রাছুল ঈমান আনিয়াছেন ঐ সবের উপর যাহা তাঁহারই প্রভুর নিকট হইতে তাঁহার প্রতি নাযিল হইয়াছে, আর মুমিনগণও। তাহাদের সকলেই ঈমাণ আনিয়াছে আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ এবং তাঁহার কিতাব সমূহ এবং তাঁহার রসুলগণের প্রতি। (তাহারা বলে) আমরা তাঁহার রাছুলদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য করি না এবং তাহারা বলে, আমরা শুনিলাম এবং আমরা মানিয়া নিলাম। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তোমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আল্লাহ্ কাহাকেও তাঁহার সাধ্যের অতীত কর্তব্য চাপাইয়া দেন না। সে যাহা (সৎকাজ) অর্জন করিয়াছে উহার ফল লাভ করিবে এবং সে যাহা অপকর্ম করিয়াছে উহার ফল ভোগ করিবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদিগকে পাকড়াও করিও না, যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা দোষ ত্রুটি করি। হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের উপর এমন কঠিন কাজের বোঝা চাপাইয়া দিও না, যেরূপ উহা আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলে। হে আমাদের প্রভু! আর আমাদের উপর এমন দায়িত্ব চাপাইয়া দিও না, যাহা পালন করার শক্তি আমাদের নাই। আর আমাদের পাপ মুছিয়া দাও এবং আমাদিগকে ক্ষমা কর ও আমাদিগকে দয়া কর। তুমি আমাদের প্রভু, অতএব, আমাদিগকে কাফেরদের উপর জয়লাভে সাহায্য কর।

(৪) **কর্জ শোধ ও শত্রু দমনের আয়াতঃ—** **পরবর্তী** পৃষ্ঠার পবিত্র কোরান শরীফের আয়াত শরীফ দুইটি ফজর ও মাগ্‌রিবের নামাজের পর সাতবার পড়িলে খোদার ফজলে কর্জ শোধ ও শত্রু দমন হইবে। প্রত্যহ নামাজের পর ও শয়নকালে এই আয়াত দুইটি বহুবার পড়িলে উপার্জন বৃদ্ধি, সৌভাগ্যশালী ও দরিদ্রতা দূর হয়।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— হযরত মায়ায রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু ঋণগ্রস্থ হইয়া পরেন এবং কিছুতেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় হইয়া তিনি নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের স্মরণাপন্ন হইলেন। তিনি মায়ায (রাঃ) কে পরবর্তী আয়াত শরীফ দুইটি পড়িতে হুকুম দিলেন। মায়ায (রাঃ) এই দুইটি আয়াত শরীফের বরকতে শীঘ্রই ঋণমুক্ত হইলেন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াত দুইটি নীচে দেওয়া গেল

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ
الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ
مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

বাঃ উঃ— কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল্ মুল্কি তু'তিল মুল্কা মান্তাশাউ ওয়া তান্যিউল্ মুল্কা মিম্মান্তাশাউ ওয়া তুইয্যু মান্তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান্তাশাউ বিয়াদিকাল্ খাইর, ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর। তুলিজুল্ লাইলা ফিন্নাহারে ওয়া তূলিজুন্নাহারা ফিল্লাইলি ওয়া তুখ্রিজুল্ হাইয়্যা মিনাল্ মায়্যিতি ওয়া তুখ্রিজুল্ মায়্যিতা মিনাল্ হায়্যি ওয়া তার্যুক্বু মান্তাশাউ বি গাইরী হিছাব্।

অর্থঃ (হে রাছুল!) তুমি বল; হে সমগ্র সৃষ্টি রাজ্যের মালিক আল্লাহ্! তুমি যাহাকে ইচ্ছা সাময়িক রাজত্ব (কর্তৃত্ব) দান কর এবং যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা কর সাময়িক রাজত্ব (কর্তৃত্ব) কাড়িয়া লও, এবং যাহাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আর যাহাকে ইচ্ছা অপদস্ত কর। প্রকৃত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সৃষ্ট সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তুমি রাত্রিকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও, আর দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। তুমি জীবিতকে মৃত হইতে বাহির কর এবং মৃতকে জীবিত হইতে বাহির কর এবং তুমি যাহাকে ইচ্ছা কর অগণিত রিজিক দান কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৫) পবিত্র কোরান শরীফের সূরা "আল ইমরানের" একশত চুয়ান্ন আয়াতটি আয়াতে কুতুব নামে প্রসিদ্ধ।

(ক) এই আয়াতের আমল দ্বারা আমলকারী আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং ইহা দ্বারা সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি বর্ধিত হয়।

(খ) কেহ ফজর ও মাগরিবের বাদে নিয়মিত এই আয়াত পাঠ করিলে পাঠকারীর পরিবারবর্গ নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে বাস করিতে পারিবে।

(গ) ১৪ দিন মালিশ করিতে পারে এই পরিমাণ সরিষার তৈল একটি তামা, পিতল অথবা কাঁসার পাত্রে লইয়া ১৪ বার এই আয়াত শরীফ পড়িয়া দম (ফুঁক) করিবে। দম করিবার সময় হইতে তৈল মালিশ করা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাত্রটি মাটিতে রাখিতে পারিবে না। মাথার তালু হইতে নাভী পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে ১৪ দিন তৈল মালিশ করিতে হইবে এবং প্রত্যেকদিন একই সময়ে মালিশ করিবে। মালিশ করিবার জন্য তৈল পাত্র হইতে হাতের তালুতে ঢালিয়া লইতে হইবে। উক্ত নিয়মে তৈল মালিশ করিলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে জ্বীন-পরী ইত্যাদির আছর আর থাকিতে পারিবে না।

(ঘ) উল্লিখিত আয়াত কোন কঠিন মক্ছুদের জন্য দিনে চল্লিশ বার করিয়া চল্লিশ দিন পড়িলে মক্ছুদ পূর্ণ হইবে।

(ঙ) শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য দিনে উনত্রিশ বার করিয়া নয়দিন পড়িতে হইবে।

(চ) কোন ব্যক্তি হিংসা করিলে, হিংসা দূর করিবার জন্য দিনে উনত্রিশ বার করিয়া উনত্রিশ দিন পড়িতে হইবে।

(ছ) চাকুরীর জন্য দিনে দশবার করিয়া দশদিন পড়িতে হইবে।

(জ) যে কোন কাজের জন্য দিনে সাতবার করিয়া সাতদিন পড়িতে হইবে।

(ঝ) মাল, ধন-সম্পত্তি, ছেলে-মেয়ে ও শরীর সুস্থতার জন্য দিনে পাঁচবার পড়িতে হইবে।

(ঞ) শত্রুর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার সময় ও সমস্ত মক্ছুদ পূর্ণ করিবার জন্য দিনে তিনবার পড়িতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আয়াতে কুতুব

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى
طَآئِفَةً مِّنْكُمْ لا وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ
غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ
مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ط يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ
مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا
هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ
الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ج وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

বাঃ উঃ— ছুম্মা আন্‌যালা আলাইকুম্ মিম্ বা'দিল গাম্মি আমানাতান্ নুআঁছায়্যাগ্‌শা তা-য়িফাতাম্ মিন্‌কুম ওয়া তায়িফাতুন্ ক্বাদ্ আহাম্মাত্‌হুম্ আন্‌ফুছুহুম্ ইয়াযুন্নুনা বিল্লাহে গাইরাল্ হাক্কি যান্নাল্ জাহিলিয়্যাহ্, ইয়াকুলুনা হাল্ লানা মিনাল্ আম্‌রি মিন্ শাইয়িন্ কুল্ ইন্নাল্ আম্‌রা কুল্লাহু লিল্লাহ্, ইয়ুখ্‌ফুনা ফি আন্‌ফুছিহিম্ মা লাইয়ুব্‌দুনা লাক্, ইয়াকুলুনা লাও কানা লানা মিনাল্ আম্‌রি শাইউম্ মা কুতিল্‌না হাহুনা, কুল্ লাও কুন্‌তুম্ ফী বুয়ুতিকুম লাবারাযাল্লাযীনা কুতিবা আলাইহিমুল্ ক্বাত্‌লু ইলা মাদাজিয়িহিম, ওয়া লিয়াব্‌তালিয়াল্লাহু মাফী ছুদুরিকুম ওয়া লিয়ুমাহ্‌হিছা মা ফী কুলুবিকুম, ওয়াল্লাহু আলীমুম্ বিযাতিছ্ ছুদুর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ অতঃপর (পরাজয়ের) গ্লানির পর তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের উপর শান্তির তন্দ্রা অবতীর্ণ করিলেন, যাহা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল এবং আর একদল নিজেদের জীবনের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে মুর্খতার যুগের মত অবান্তর ধারণা পোষণ করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পরকে বলিতে লাগিল আমাদের কি এই যুদ্ধের ব্যাপারে কোন হাত আছে? তুমি বলিয়া দাও, বস্তুতঃ সকল কাজের ইখতিয়ার আল্লাহ্ তায়ালারই। তাহারা তাহাদের নিজেদের মনে এমন কিছু গোপন করিয়া রাখিতেছে যাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছে না। তাহারা পরস্পরে বলিতেছে, আমাদের যদি এই বিষয়ে কোন ইখতিয়ার থাকিত তবে আমরা এখানে নিহত হইতাম না। তুমি বলিয়া দাও, তোমরা যদি তোমাদের ঘর সমূহেও থাকিতে, তবুও যাহাদের ভাগ্যে নিহত হওয়া লেখা হইয়াছে তাহারা অবশ্যই তাহাদের মৃত্যুস্থলে বাহির হইয়া আসিত এবং ইহা (অহুদ ময়দানে প্রাথমিক বিপর্য্যয়) এই জন্য করা হইয়াছে যে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের অন্তরে কি আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে যাহা আছে তাহা খুলিয়া দিবেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা অন্তর সমূহের যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন।

(৬) **সূরা তওবার শেষ দুইটি আয়াত** প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরয নামাজের পর পাঠ করিলে দুর্বল ব্যক্তি সবল, অসম্মানিত ব্যক্তি সম্মানিত, অভাবী ব্যক্তি ধনবান এবং বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি বিপদ মুক্ত হইবে।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ ইহা পাঠ করিলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে দীর্ঘায়ু লাভ করিবে। এই আয়াত দুইটি দেওয়া গেল।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا
فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ صلى لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
قز
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ع

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বা ঃ উঃ— লাক্বাদ্ জা-আকুম্ রাছুলুম্ মিন্ আন্ফুছিকুম্ আযীযুন্ আলাইহে মা আনিত্তুম্ হারীছুন্ আলাইকুম্ বিল্ মু'মিনীনা রাউফুর্ রাহীম। ফা-ইন্ তাওয়াল্লাও ফাক্বুল্ হাছ্বিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু ওয়া হুয়া রাব্বুল্ আর্শিল্ আযীম।

অর্থঃ নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতে একজন রাছুল আগমন করিয়াছেন। তোমাদের দুঃখ কষ্ট তাঁহার নিকট কষ্টদায়ক; তিনি তোমাদের মঙ্গলের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল, মুমেনদের প্রতি তিনি বড়ই স্নেহশীল, দয়াবান। অতঃপর যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তা'হলে (হে রাছুল) তুমি বলিয়া দাও, আল্লাহ্ তায়ালাই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। আমি তাঁহারই উপর ভরসা রাখি এবং তিনি সুবিশাল আরশের মালিক।

(৭) যে ব্যক্তি ফজর নামাজের পর নীচের দোয়াটি সহ **সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত** সাতবার পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশ্তাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দোয়া করিবার জন্য এবং পাপ ক্ষমা প্রার্থনার জন্য নিযুক্ত করেন এবং সেই দিন মৃত্যু হইলে শহীদ হইবে। তদ্রূপ মাগ্রিবের নামাজের পরেও সাতবার পড়িলে উল্লিখিত সংখ্যক ফেরেশ্তা তাহার জন্য প্রভাত কাল পর্য্যন্ত দোয়া করিবে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। প্রভাত কালের মধ্যে মৃত্যু হইলে শহীদ হইবে।

দোয়া সহ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত দেওয়া গেল।

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ وَاحْفَظْ عَلٰى قَوْلِ اَعُوْذُ

بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ o

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ج

هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ o هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الْمُتَكَبِّرُ ط سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ o هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ

الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ط يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ o

বা ঃ উঃ— আল্লাহুম্মা আজিরনা মিনান্নারে ওয়াহ্ফায্ আলা ক্বাউলে আউযুবিল্লাহিছ্ ছামীয়িল্ আলীমে মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম্।

হুয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলিমুল্ গাইবি ওয়াশ্ শাহাদাতি হুয়ার্ রাহ্মানুর রাহীম্। হুয়াল্লাহুল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আল্ মালিকুল্ কুদ্দুছুছ ছালামুল্ মু'মিনুল্ মুহাইমিনুল্ আযীযুল্ জাব্বারুল্ মুতাকাব্বির্, সুব্হানাল্লাহি আম্মা ইয়ুশ্রিকুন। হুয়াল্লাহুল্ খালিক্বুল্ বারিউল্ মুছাব্বিরু লাহুল্ আছ্মাউল্ হুছ্না, ইয়ুছাব্বিহু লাহু-মা ফিছ্ছামাওয়াতি ওয়াল্ আর্দি ওয়া হুয়াল্ আযীযুল্ হাকীম।

অর্থঃ হে আল্লাহ্! আমাদিগকে দোযখ হইতে আশ্রয় দাও এবং "সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ তায়ালার নিকট বিতাড়িত শয়তান হইতে আশ্রয় চাহিতেছি।" এই বাক্যের বরকতে রক্ষা কর।

তিনিই আল্লাহ্! যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি সকল গুপ্ত ও প্রকাশ্যের জ্ঞানী। তিনি পরম করুণাময় দয়ালু। তিনিই আল্লাহ্, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই, তিনি মহান বাদশাহ, অত্যন্ত পবিত্র, শান্তি দাতা, নিরাপত্তা বিধানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী, সম্মানের অধিকারী, মহত্বের অধিকারী, গর্বকারী, মুশরিকদের শিরিক হইতে আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র। তিনি আল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা, সঠিকভাবে প্রস্তুতকারী, আকৃতি দানকারী, তাঁহার জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রহিয়াছে। আসমান সমূহে ও জমীনে যাহা কিছু আছে সবই তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তিনি সম্মানের অধিকারী মহান কৌশলী।

(৮) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে **সূরা ইয়াসীন** কোরান শরীফের দিল। যাহারা ইহা একবার পড়িবে, দশবার সম্পূর্ণ কোরান শরীফ খতম করার ছওয়াব পাইবে।

আরও হাদীছ শরীফে আছে, যত বড় কঠিন অভাবই থাকুক না কেন,

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূর্য্যোদয়ের সময় এই সূরা পাঠ করিলে সেই অভাব দূর হইয়া যাইবে এবং অতি শীঘ্রই ধনবান হইবে।

এই সূরা পাঠ করিলে, বিপদাপদ ও রোগ হইতে ইহার উছীলায় রক্ষা পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি নিয়মিতভাবে এই সূরা পাঠ করিবে, সে যে কোন দরজা দিয়া বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে। তাহার জন্য বেহেশ্‌তের আটটি দরজা খোলা থাকিবে।

(৯) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, **সূরা যিল্‌যাল্** (ইযা যুল্‌যিলাতিল আরদু) অর্ধেক কোরান শরীফের সমান।

(১০) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, **সূরা তাকাছুর** অর্থাৎ "আলহাকু মুত্তাকাছুরু" সূরাটি পড়িলে এক হাজার আয়াত শরীফ তিলাওয়াতের ছওয়াব পাওয়া যাইবে।

(১১) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, **সূরা কাফেরুন** কোরান শরীফের চার ভাগের এক ভাগ।

(১২) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, **সূরা ইখ্‌লাছ** কোরান শরীফের তিন ভাগের এক ভাগ।

(১৩) প্রত্যহ যোহর নামাজের পর **সূরা ফীল** (আলামতারা) ২১ বার পাঠ করিলে রুজীতে বরকত, কর্জ পরিশোধ, শত্রু দমন ইত্যাদি কার্য্যে অনেক ফল পাওয়া যায়।

(১৪) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, প্রত্যেক বস্তুর একটি সৌন্দর্য্য আছে এবং কোরান শরীফের সৌন্দর্য্য **সূরা আর্‌রহমান**।

(ক) যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ নিয়তে এই সূরা তিলাওয়াত করিবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার প্রতি করুণা প্রদর্শন করিবেন। তাহার জন্য আটটি বেহেশ্‌তের ষোলটি দরজা খুলিয়া দিবেন এবং দোযখের দরজা বন্ধ করিয়া দিবেন।

(খ) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে এই সূরা তিলাওয়াত করিলে পাঠকারীর চেহারা কিয়ামতের দিন পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইবে, বেহেশ্‌ত লাভ হইবে এবং কাহারও জন্য সুপারিশ করিলে তাহা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট গৃহীত হইবে। রিযক বৃদ্ধি পাইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৫) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, **সূরা ইখ্‌লাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাছ** সকাল ও সন্ধ্যায় প্রত্যেকটি সূরা তিন তিনবার পড়িলে সকল প্রকার আপদ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়।

(১৬) প্রত্যেকদিন ফজরের নামাজ ও মাগরিবের নামাজের পরে **সূরা ফালাক্ব** তিনবার পড়িয়া হাতের দুই তালুতে ফুঁক দিয়া মাথার তালু হইতে পা পর্য্যন্ত একবার মুছিবে। তারপর **সূরা নাছ** তিনবার পড়িয়া হাতের দুই তালুতে ফুঁক দিয়া মাথার তালু হইতে পা পর্য্যন্ত একবার মুছিবে। এই ভাবে প্রত্যেকদিন পড়িতে থাকিলে খোদার ফযলে যাদু টোনা ও জ্বীন-পরীর আছর হইতে রক্ষা পাইবে।

(১৭) প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর **সূরা ফালাক্ব** সাতবার এবং **সূরা নাছ** সাতবার পড়িলে পরবর্তী জুমা পর্য্যন্ত বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

(১৮) যে কোন বালা-মুছীবত হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলে **সূরা ফালাক্ব** সাতবার এবং **সূরা নাছ** সাতবার পড়িবে।

(১৯) **সূরা তাগাবুন** পাঠ করিয়া শত্রুর নিকট চলিয়া গেলে তাহার অন্যায় ব্যবহার হইতে নিরাপদ থাকিবে।

মহামারীর সময় ইহা পাঠ করতঃ পানিতে ফুঁৎকার করিয়া দ্বারে ও দেওয়ালে ছিটাইয়া দিলে রোগাক্রান্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়।

(২০) **একটি ফযিলতের দোয়াঃ—** যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের সালাম ফিরাইয়া পা-না নাড়িয়া কাহারও সহিত কথা না বলিয়া নীচের দোয়াটি দশবার পড়িবে, তাহার জন্য দশ নেকী লিখা হইবে ও দশটি গুনাহ্ মাফ হইবে। সেই দিন খারাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। শির্‌ক, বিদ্‌য়াত গুনাহ্ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে আছে, যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর দশবার পড়িবে, সে যেন দশটি গোলাম আযাদ করিল।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ

الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ؕ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু লাহুল্ মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ইয়ুহ্‌য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল্ লা-ইয়ামুতু বিয়াদিহিল্ খাইরু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই। সমগ্র সৃষ্টি রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই জন্য। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মরেন না। সকল কল্যাণ তাঁহারই হাতে এবং তিনি সৃষ্ট সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান।

(২১) **সর্বাপেক্ষা ফযীলতের কালামঃ**— পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, নিম্নলিখিত চারটি কালাম সর্বাপেক্ষা ফযীলতের এবং আল্লাহ্ তায়ালার নিকট খুবই পছন্দনীয়। হাদীছ শরীফে আরও আছে যে, নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম এই কলেমাগুলি পড়িতেন এবং উহাদিগকে সূর্য্যের গরদিশের নীচে যত জিনিষ আছে, ঐ সব হইতে বেশী ভাল বাসিতেন।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ o

বাঃ উঃ— সুব্‌হানাল্লাহে ওয়াল্ হাম্‌দু লিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বর।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ্ তায়ালাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(২২) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, নীচের দোয়াটি **নিরানব্বই রোগের ঔষধ,** তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট রোগ দুশ্চিন্তা।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ o

বাঃ উঃ— লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ্ তায়ালার প্রদত্ত সাহায্য ছাড়া পাপ হইতে বাঁচিবার এবং সৎকর্ম করিবার কাহারও কোন উপায় ও শক্তি নাই।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২৩) **একটি অতি মূল্যবান আয়াতঃ**— নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন "এই আয়াতের পরিবর্তে সারা দুনিয়াও গ্রহণ করিতে রাজী নই।" এক ব্যক্তি বলিল, যদি সে শিরক করে? হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অতঃপর বলিলেন, "সাবধান! যদিও সে শিরক করে।" (উহা তিনি তিনবার আবৃত্তি করিলেন।) আয়াতটি এই —

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا

مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ - اِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا -

اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ o

বাঃ উঃ— কুল্ ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আছ্‌রাফূ আলা আন্‌ফুছিহিম্ লা তাক্‌নাতু মির্ রাহ্‌মাতিল্লাহ্; ইন্নাল্লাহা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনুবা জামীয়া, ইন্নাহু হুয়াল্ গাফুরুর্ রাহীম।

অর্থঃ— হে নবী! তুমি বল, (আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন) হে আমার বন্দাগণ, যাহারা নিজেদের নফছের (দেহ ও আত্মার) প্রতি জুলুম করিয়াছ তোমরা আল্লাহ্ তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত পাপ ক্ষমা করিয়া দিবেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(২৪) **অসীম পাপ মার্জনার দোয়াঃ**— নীচের ইস্তিগ্‌ফারটি প্রত্যহ ফজরের নামাজের পর তিনবার এবং আছরের নামাজের পর তিনবার পড়িলে সমুদ্রের জলরাশির মত অসীম অগাধ পাপ মার্জনা করা হইবে।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ o

বাঃ উঃ— আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহে।

অর্থঃ— আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যিনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং (পাপ আর না করার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দৃঢ় সংকল্প করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

(২৫) **একটি মঙ্গলকর দোয়াঃ**— পবিত্র হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে, ফজরের নামাজের পূর্বে নীচের দোয়াটি একশতবার পড়িলে নিশ্চয়ই দুনিয়া তাহার প্রতি মোতাওয়াজ্জাহ্ হইবে এবং আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক কলেমা হইতে এক একজন ফেরেশ্‌তা তৈয়ার করিবেন, যাহারা কিয়ামত পর্য্যন্ত তছ্‌বীহ্ পড়িতে থাকিবে এবং উহার ছওয়াব ঐ ব্যক্তি পাইবে। (মাদারেজুন নবুওয়াত/২৮১পৃঃ)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ -

বাঃ উঃ— সুব্‌হানাল্লাহে ওয়া বিহাম্‌দিহী সুব্‌হানাল্লাহিল্ আযীমে ওয়া বিহাম্‌দিহী আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্।

অর্থঃ— আমি আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, তাঁহারই প্রশংসার সাথে। আমি মহান আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি তাঁহারই প্রশংসার সাথে। আমি আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

(২৬) নতুন চাঁদ দেখিলে এই দোয়াটি পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ

وَالْاِسْلَامِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ o

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল্ আমনে ওয়াল্ ঈমানে ওয়াছ্ ছালামাতে ওয়াল্ ইছ্‌লামে রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লাহ্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের উপর নবচাঁদের আবির্ভাব ঘটাও নিরাপত্তা ও ঈমানের সাথে এবং শান্তি ও ইসলামের সাথে। (হে চন্দ্র) আমার ও তোমার প্রভু আল্লাহ্ তায়ালা।

(২৭) পরবর্তী কলেমাগুলি পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালার করুণা লাভের আশা করা যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اُفْنِىْ بِهَا عُمْرِىْ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

اَدْخُلُ بِهَا قَبْرِىْ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَخْلُوْ بِهَا وَحْدِىْ -

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَلْقٰى بِهَا رَبِّىْ o

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আফ্‌নী বিহা উম্‌রী, লা—ইলাহা ইল্লাল্লাহু আদ্‌খুলু বিহা কাব্‌রী, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আখ্‌লু বিহা ওয়াহ্‌দী, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্‌কী বিহা রাব্বী।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই— আমি এই বাক্যের সহিত আমার জীবন শেষ করিব। আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই— আমি এই বাক্যের সহিত কবরে প্রবেশ করিব। আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই— আমি এই বাক্যের সহিত একাকী জীবন যাপন করিব। আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই— আমি এই বাক্যের সহিত আমার প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

(২৮) **কঠিন কাজ উদ্ধারের জন্য নীচের দোয়াটি বিশেষ ফলদায়ক।**

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا مَوْتًا

وَّلَا حَيٰوةً وَّلَا نُشُوْرًا وَّلَا اَسْتَطِيْعُ اَنْ اٰخُذَ اِلَّا مَا اَعْطَيْتَنِىْ

وَلَا اَنْ اَتَّقِىْ اِلَّا مَا وَقَيْتَنِىْ - اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِىْ لِمَا

تُحِبُّ وَتَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ فِىْ عَافِيَتِىْ o

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী লা আম্‌লিকু লিনাফ্‌ছী দার্‌রাওঁ ওয়ালা নাফ্‌য়াওঁ ওয়ালা মাউতাওঁ ওয়ালা হায়াতাওঁ ওয়ালা নুশূরাওঁ ওয়ালা আছ্‌তাতিউ আন্ আখুযা ইল্লা মা আ'তাইতানী ওয়ালা আন্ আত্তাক্বী ইল্লা মা ওয়াক্বাইতানী। আল্লাহুম্মা ওয়াফ্‌ফিক্‌নী লিমা তুহিব্বু ওয়া তার্‌দা মিনাল্ ক্বাউলে ওয়াল্ আমালে ফী আফিয়াতী।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! বস্তুতঃ আমি আমার নিজের জন্য কোন ক্ষতি বা লাভের এবং মৃত্যু ও জীবনের এবং কেয়ামতের দিন পুনঃ জীবন লাভের মালিক নহি। তুমি যাহা দান করিয়াছ উহা ছাড়া অন্য কিছু অর্জন করিবার শক্তি আমার নাই। তুমি যাহা হইতে আমাকে বাচাইয়াছ উহা ছাড়া আমি নিজে বাঁচার কোন সাধ্য নাই। হে আল্লাহ্! তুমি যে সব বাক্য ও কর্ম আমার সুখ শান্তির ব্যাপারে ভালবাস ও পছন্দ কর উহা করিবার জন্য আমাকে তৌফিক দান কর।

(২৯) হযরত বড় পীড় সাহেব কেবলা রহমাতুল্লাহি আলাইহি দরিদ্রতা দূর ও রুজীতে বরকতের জন্য এই যিক্‌র শিক্ষা দিয়াছেন।

তাহাজ্জুদের নামাজের পর কেবলা রোখ হইয়া নামাজের ন্যায় উপবেশন করতঃ শ্বাসকে নাভীর নীচ হইতে يَا رَازِقُ শব্দের সহিত সজোরে আঘাত করিবে। প্রথম আঘাত ডান জানুতে এবং দ্বিতীয় আঘাত ক্বলবের মধ্যে করিবে। এই নিয়মে কয়েকদিন করিলে খোদার ফযলে রুজীতে খুব বরকত হইবে।

(৩০) নীচের আয়াতটি দৈনিক একশত বার পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা রুজীতে বরকত প্রদান করিবেন। ইহা বহু পরীক্ষিত আমল।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ ০

বাঃ উঃ— আল্লাহু লাতীফুম্ বি-ইবাদিহী ইয়ার্‌যুক্বু মাঁইয়্যাশাউ ওয়া হুয়াল্ ক্বাবিয়্যুল্ আযীয্। (আল- শুরা :- ১৯নং আয়াত)

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালা আপন বান্দাদের ব্যাপারে খুবই মেহেরবান। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন রিজিক প্রদান করেন এবং তিনি অতি শক্তিশালী, প্রতাপশালী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩১) নীচের দোয়াটি তাহাজ্জুদ নামাজের পর একশতবার পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালার তরফ হইতে অসংখ্য ধন-সম্পদ পাইবে।

يَا وَهَّابُ هَبْ لِىْ رِزْقًا بَاسِطًا يَا بَاسِطُ ০

বাঃ উঃ— ইয়া ওয়াহ্‌হাবু হাব্‌লী রিয্‌ক্বাম্ বাছেতান ইয়া বাছেত্।

অর্থঃ— হে বহুদাতা আল্লাহ্ তায়ালা! আমাকে প্রচুর রিজিক দান কর। হে প্রচুর দাতা।

(৩২) প্রত্যেক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার জন্য **দোয়া ইউনুছ** অতি ফলপ্রদ। যেই মুসলমান এই আয়াতের দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দোয়া করিবে, কবুল হইবে। মনোস্কাম সিদ্ধির জন্য দৈনিক একশতবার করিয়া বার দিবস পড়িবে। আগে ও পরে এগার বার দরূদ শরীফ পড়িবে। বিপদকালে ও পীড়িতাবস্থায় পড়িলে বিপদ ও পীড়া হইতে মুক্তি পাইবে।(২১৯ পৃঃ)

(৩৩) সকল প্রকার মনের অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার জন্য নীচের দোয়াটি তিনশত তেরবার পড়িবে। মোকদ্দমায় জয়লাভের জন্য অতি ফলপ্রদ।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ০

বাঃ উঃ— হাছ্‌বুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল্ ওয়াকীল্। ওয়া নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান্নাসীর।

অর্থঃ— আমাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালাই যথেষ্ট। এবং তিনি উত্তম কার্য্য সম্পাদনকারী। এবং উত্তম অভিভাবক এবং কতই উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা:-আল-হজ্জ:শেষ আয়াত)

(৩৪) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— নীচের দোয়াটি শুক্রবার দিন সত্তরবার পড়িলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই ধনী ও সম্পদশালী হওয়া যায়।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ

بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বি হালালিকা আন্ হারামিকা ওয়াগ্‌নিনী বি-ফাদ্‌লিকা আম্মান্ ছিওয়াক্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! তোমার হারাম হইতে বাঁচাইয়া তোমার হালালের দ্বারা আমাকে যথেষ্ঠ কর এবং তোমার করুনা দ্বারা আমাকে তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে মুক্ত করিয়া ধনী করিয়া দাও।

(৩৫) পবিত্র মিশ্‌কাত শরীফে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি নীচের দোয়াটি সকালে ৩ বার ও সন্ধ্যায় ৩ বার পড়িবে, কোন শত্রুই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। অন্য একটি হাদীছ শরীফ মতে জানা যায় যে, দোয়াটি সকালে পড়িলে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সন্ধ্যায় পড়িলে ভোর পর্য্যন্ত কোন বিপদাপদ বা দুর্ঘটনা তাহার উপর পতিত হইবে না।

দোয়াটি এইঃ

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ

وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ o

বাঃ উঃ— বিছ্‌মিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদোর্‌রু মাআ ইছ্‌মিহী শাইউন্ ফিল্ আর্‌দে ওয়ালা ফিছ্‌ছামায়ে ওয়া হুয়াছ্ ছামীউল্ আলীম।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিলাম; যে নামের বদৌলতে জমিনে ও আসমানে কোন বস্তু কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী।

(৩৬) কোরান শরীফের পরবর্তী আয়াত সমূহকে **আয়াতে শেফা** বলে। কঠিন রোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই আয়াত সমূহ খুবই ফলপ্রদ। সাদা চিনা মাটির বাসনে মিশ্‌ক ও জা'ফরান দ্বারা লিখিয়া ধৌত করিয়া পান করিতে হয় অথবা তাবিজ হিসাবে গলায় পরিতে পারা যায়। ইহা উক্ত নিয়মে সর্বরোগে ব্যবহার করা যায়। আয়াত সমূহ এই—

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ o وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الصُّدُوْرِ o يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ

فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ o وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ

شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ o وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ o

قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ o

বাঃ উঃ— ওয়া ইয়াশ্‌ফী ছুদুরা কাওমিম্ মু'মিনীন। ওয়া শিফাউল্ লিমা ফিছ্‌ছুদুর। ইয়াখ্‌রুজু মিম্‌বুতুনিহা শারাবুম্ মুখতালেফুন্ আল্‌ওয়ানুহু ফীহি শিফাউল্ লিন্নাছ্। ওয়া নুনায্‌যিলু মিনাল্ কুরআনে মা হুয়া শিফাউঁ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লিল্ মু'মিনীন। ওয়া ইযা মারিদ্‌তু ফাহুয়া ইয়াশ্‌ফীন। কুল্ হুয়া লিল্লাযীনা আমানু হুদাওঁ ওয়া শিফা'।

(৩৭) নিম্নোক্ত পবিত্র নাম যে ব্যক্তি জুমার নামাজের পর একশত বার পাঠ করিবে, সে ব্যক্তির গুনাহ্ মাফ হইবে, এবং যাহা বলিবে তাহাই সত্য হইবে।

يَا غَفَّارُ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ o

বাঃ উঃ— ইয়া গাফ্‌ফারুগ্ ফির্‌লী যুনুবী।

অর্থঃ— হে অসীম ক্ষমাকারী! আমার জন্য আমার পাপ সমূহ ক্ষমা করিয়া দাও।

(৩৮) يَا بَاسِطُ (ইয়া বাছেতু)

প্রত্যুষে আল্লাহ্ তায়ালার এই পবিত্র নাম হাত উঠাইয়া দশবার পাঠ করতঃ হস্তদ্বয় মুখমণ্ডলে বুলাইবে। ইহা আমল করিলে কখনও গরীব হইবে না। দ্বিতীয়তঃ আহারের পর হাত না ধুইয়া বাহাত্তর বার এই পবিত্র নাম পাঠ করিয়া আকাশের দিকে ফুঁক দিলে কখনও অর্থ শূন্য হইবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩৯) দরূদে তুনাজ্জীনাঃ— কঠিন বিপদ-আপদ হইতে মুক্তির জন্য এই দরূদ শরীফ পড়া হয় বলিয়া ইহাকে "দরূদে তুনাজ্জিনা" নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা দরূদ শরীফ ও মুনাজাত উভয় প্রকারে পড়া যায়। এই দরূদ শরীফ পাঠে সমস্ত বিপদ-আপদ দুর হইয়া যায় এবং কঠিন মামলা-মোকদ্দমা হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ইহা পাঠে চাকুরী যাওয়ার ভয় থাকে না। এই দরূদ শরীফ নীচে দেওয়া গেল—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ - وَتَقْضِىْ لَنَا
بِهَا جَمِيْعَ الْحَاجَاتِ - وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّئَاتِ -
وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ - وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى
الْغَايَاتِ - مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ - فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ -
اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আলা আলি ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন্ ছালাতান্ তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীইল্ আহ্ওয়ালি ওয়াল্ আফাত্। ওয়া তাক্বদী লানা বিহা জামীআল্ হাজাত্। ওয়া তুতাহ্হিরুনা বিহা মিন্ জামীইছ্ ছায়্যিআত্। ওয়া তার্ফাউনা বিহা ইন্দাকা আ'লা'দ্ দারাজাত্। ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্ছাল্ গায়াত্ মিন্ জামীইল্ খাইরাতি ফিল্হায়াতি ওয়া বা'দাল্ মামাত্। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। বিরাহ্মাতিকা ইয়া আর্ হামার্ রাহিমীন।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! রহমত বর্ষণ কর ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁহার বংশধরগণের উপর, এমন রহমত যাহা দ্বারা তুমি আমাদিগকে সমস্ত ভয়ভীতি ও বিপদাপদ হইতে মুক্তি দান করিবে এবং যাহা দ্বারা আমাদের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করিবে এবং যাহা দ্বারা আমাদিগকে সকল মন্দ কাজ হইতে পবিত্র করিবে এবং যাহা দ্বারা আমাদিগকে তোমার নিকট সর্ব্বোচ্চ মর্য্যাদায় উন্নীত করিবে এবং যাহা দ্বারা আমাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে সকল প্রকার মঙ্গলময় সোপানের সর্বশেষ সীমারেখায় পৌঁছাইয়া দিবে। বস্তুতঃ তুমি সৃষ্ট সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। তোমার রহমতের উছিলায় হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪০) আল্লাহ্ তায়ালা থেকে ক্ষমা লাভের দোয়াঃ

يَا هَادِىَ الْمُضِلِّيْنَ وَيَا رَاحِمَ الْمُذْنِبِيْنَ وَيَا مُقِيْلَ
عَثَرَاتِ الْعَاثِرِيْنَ - اِرْحَمْ عَبْدَكَ ذَا الْخَطَرِ الْعَظِيْمِ
وَالْمُسْلِمِيْنَ كُلَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ وَاجْعَلْنَا مَعَ الْاَحْيَاءِ الْمَرْزُوْقِيْنَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصّٰلِحِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

বাঃ উঃ— ইয়া হাদিয়াল্ মুদাল্লীনা ওয়া ইয়া রাহিমাল্ মুয্নিবীনা ওয়া ইয়া মুক্বীলা আছ্রাতিল্ আছিরীন। ইর্হাম্ আব্দাকা যাল্ খাত্রিল আযীমে ওয়াল্ মুছলেমীনা কুল্লাহুম্ আজ্মাঈন। ওয়াজ্আল্না মাআল্ আহ্ইয়াইল্ মার্যুক্বীনাল্লাযীনা আন্আম্তা আলাইহিম্ মিনান্নাবিয়্যীনা ওয়াচ্ছিদ্দীক্বীনা ওয়াশ্শুহাদায়ে ওয়াচ্ছালিহীন, আমীনা ইয়া রাব্বাল্ আলামীন।

অর্থঃ— হে পথভ্রষ্টকারীদের পথ প্রদর্শক! এবং হে পাপীদের প্রতি দয়ালু! হে ভুল-ত্রুটি কারীদের সমূহ ভুলের ক্ষমাকারী! তুমি তোমার বড় পাপী বন্দাকে এবং সকল মুসলমানদিগকে দয়া কর। আর আমাদিগকে ঐ সব জীবিত হালাল রিযিক প্রাপ্তদের সাথে অর্থাৎ যে সব নবী, ছিদ্দীক, শহীদ এবং নেক্কারদের উরপ নেয়ামত প্রদান করিয়াছ, তাহাদের সাথে গণ্য কর। কবুল কর হে সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রভু।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪১) অত্যাচারীর অত্যাচার এবং শত্রুর শত্রুতা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইশার নামাজের পরে নীচের দোয়াটি একুশবার পড়িতে হয়। ইহা মুনাজাত হিসাবেও পড়া যায়।

দোয়াটি এইঃ—

وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ○

বাঃ উঃ— ওয়াহ্দিনা ওয়া নাজ্জিনা মিনাল্ কাওমিজ্জোয়ালিমীন।

অর্থঃ—(হে আল্লাহ্) আমাকে সোজা পথ দেখাও এবং আমাকে অত্যাচারীদের থেকে নাজাত দান কর।

(৪২) হযরত নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের জামাতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিম্নোক্ত মুনাজাত করিতেন।

اِلٰهِىْ تُبْتُ مِنْ كُلِّ الْمَعَاصِىْ

بِاِخْلَاصِ رَجَاءً لِّلْخَلَاصِىْ ○

اَغِثْنِىْ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ

بِفَضْلِكَ يَوْمَ يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِىْ ○

বাঃ উঃ— ইলাহী তুব্তু মিন্ কুল্লিল্ মাআছী
বি-ইখ্লাছির্ রাজাআল্ লিল্ খালাছী,
আগিছ্নী ইয়া গিয়াছাল্ মুস্তাগীছীন্
বি-ফাদ্লিকা ইয়াওমা ইউ'খাযু বিন্নাওয়াছী।

অর্থঃ— হে আমার মা'বুদ! আমি সকল পাপ হইতে নিষ্ঠার সাথে আমার পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে তওবা করিলাম। হে সাহায্য প্রার্থনাকারীদের সাহায্যকারী!

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

আমাকে সাহায্য কর তোমারই করুণায়, যে দিন গুনাহের কারণে মাথার অগ্রভাগের চুল সমূহ পাকড়াও করা হইবে।

(৪৩) ঈমানে কোনরূপ দুর্বলতা আসিলে বেশী করিয়া কয়েকবার নীচের দোয়াটি পাঠ করিবে। তাহা ছাড়া প্রত্যহ নামাজের পরে ইহা কয়েকবার পাঠ করিবে। ইহাতে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। এই দোয়াটি প্রত্যহ নামাজের পর মুনাজাতে পড়া উত্তম।

দোয়াটি এইঃ—

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ قَلِّبْ عَلٰى دِيْنِكَ ○

বাঃ উঃ— ইয়া মুকাল্লিবাল্ কুলুবে কাল্লিব্ আলা দীনিক্।

(মুসনাদে আহমাদ ২৭৪০)

অর্থঃ— হে মানব হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত কর।

(৪৪) **এস্তেগ্ফার ও তওবাঃ** আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আপন কৃত পাপের জন্য ক্ষমা চাহিয়া যে প্রার্থনা করা হয়, তাহাকে এস্তেগ্ফার বলে।

পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া এবং পাপ আর করিবেনা বলিয়া আল্লাহ্ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে তওবা বলে।

এস্তেগ্ফার ও তওবার দোয়া বহু রকমের আছে। এস্তেগ্ফার ও তওবার একটি দোয়া দেওয়া গেল।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ○

বাঃ উঃ— আস্তাগ্ফিরুল্লাহা রাব্বী মিন্ কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহ্।

অর্থঃ— আমি আমার প্রভু আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সমস্ত গুনাহ্ (বড় গুনাহ্, ছোট গুনাহ্, জানিয়া করিয়াছি গুনাহ্, না জানিয়া করিয়াছি গুনাহ্) হইতে মাফ চাহিতেছি এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

তওবার নামাজের অধ্যায়ে আরও কয়েকটি এস্তেগ্ফার ও তওবার দোয়া দেওয়া হইয়াছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

(৪৫) তছ্বীহ্, তাহ্মীদ, তাহ্লীল ও তক্বীরঃ

سُبْحَانَ اللهِ (ছুব্হানাল্লাহ্) ইহাকে তছ্বীহ্ বলে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্হাম্দু লিল্লাহ্) ইহাকে তাহ্মীদ বলে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) ইহাকে তাহ্লীল্ বলে।

اَللهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আক্বর) ইহাকে তক্বীর বলে।

এই চারিটি কলেমাকে একত্রিত করিলে এইরূপ হয়।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ۝

বাঃ উঃ— ছুব্হানাল্লাহে ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহে ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বর।

(৪৬) মস্জিদে ঢুকিবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া ঢুকিতে হয় এবং এই দোয়াটি পড়িতে হয়।

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَاغْفِرْلِىْ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাফ্তাহ্লী আব্ওয়াবা রাহ্মাতিকা ওয়াগ্ফির্লী।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! আমার জন্য তোমার করুণার দরজা খুলিয়া দাও এবং আমার পাপসমূহ ক্ষমা করিয়া দাও।

(৪৭) মস্জিদ হইতে বাহির হওয়ার সময় প্রথমে বাম পা দিয়া বাহির হইতে হয় এবং পরবর্তী পৃষ্ঠার দোয়াটি পড়িতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা মিন্ ফাদ্লিকা।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার দরবারে তোমার করুণা ভিক্ষা করি।

(৪৮) অফিস-আদালত, দেশ-বিদেশ যে কোন জায়গায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হওয়ার সময় এই দোয়াটি পড়িতে হয়।

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ۝

বাঃ উঃ— বিছ্মিল্লাহে তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিলাম, আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা করিলাম। গুনাহ্ হইতে বাঁচিবার এবং ইবাদত করিবার একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সাহায্য ছাড়া আর কোন উপায় ও শক্তি নাই।

(৪৯) নিম্নোক্ত দোয়াটি ফজরের নামাজের পর তিনবার এবং মাগ্রিবের নামাজের পর তিনবার পড়িলে জ্বীন-পরী, যাবতীয় অনিষ্টকারী প্রাণী ও যাদু টোনার অনিষ্ট এবং যাবতীয় বালা-মুছিবত হইতে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে আমান থাকিবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ

السَّمَاءِ وَيَعْرُجُ فِيْهَا - وَمِنْ شَرِّ مَا جَرَى فِى الْاَرْضِ وَمِنْ

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

সোনা অথবা তৎমুল্যের টাকা বা মাল এক বৎসর পর্য্যন্ত হাতে থাকাকে নিছাব বলে। যাহার নিকট উক্ত নিছাব পরিমাণ সোনা, রূপা, মাল অথবা টাকা থাকে, তাহাকে 'মালেকে নিছাব' বলে।

মালেকে নিছাবের যাকাত দেওয়া ফরয। নাবালেগ পুত্র কন্যা মালেকে নেছাব হইলে তাহাদের যাকাত দেওয়া ফরয নহে। যাকাতের মালের উপর চল্লিশ ভাগের এক ভাগ অথবা মালের টাকা হিসাব করিয়া শতকরা ২১/২ (আড়াই) টাকা হিসাবে দিলে যাকাত আদায় হইবে। নিছাবের বেশী মালের অধিকারীকেও সম্পূর্ণ মালের (সোনা, রূপা, মাল ইত্যাদি) যাকাত দেওয়া ফরয। ভাড়ার গাড়ীর যাকাত দিতে হয় না।

পবিত্র রমযান মাসে যাকাত আদায় করা ভাল। রমযান মাসের প্রথম তারিখ হইতে শেষ তারিখের ভিতরে এই যাকাত আদায় করিতে পারা যায়। যাকাত প্রথমে সাধারণতঃ আপন রক্ত সম্পর্কীয় গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিতে হয়। তারপর আপন গরীব প্রতিবেশী ও ধর্মীয় বন্ধু বান্ধবদিগকে দিতে হয়। প্রয়োজন বোধে অন্যান্য মাসেও যাকাত আদায় করিতে পারা যায়, কিন্তু বৎসরের হিসাব এক রমযান মাস হইতে অন্য রমযান পর্যন্ত করা ভাল।

ভাই, ভগ্নী, খালা, ফুফু, মামা, বিমাতা, জামাতা, শ্বশুর ও শ্বাশুড়ীকে যাকাত দেওয়া যায়। পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পিতামহ, মাতামহকে যাকাত দেওয়া নিষেধ। অমুসলমানকেও যাকাত দেওয়া নিষেধ।

সোনা ও রূপার সাধারণতঃ যে সময় যাকাত দেওয়া হয়, ঐ সময়ের প্রতি তোলা (ভরি) যে দরে বিক্রি হয়, ঐ দরে টাকা হিসাব করিয়া যাকাত আদায় করিলেও চলিবে। যাকাতের টাকা হিসাব করিয়া যাকাতের নিয়তে দিতে হয়, কেহ না জানে এমনিভাবে যাকাত দেওয়া উত্তম। ব্যবসায়ী প্রতি বছর সম্পূর্ণ মাল ও টাকার যাকাত দিবে।

ফিত্‌রা

রমযান শরীফের ঈদের দিন যাহার নিকট এই পরিমাণ মাল, টাকা, কাপড়-চোপড় এবং খাদ্য দ্রব্য থাকে, যদ্বারা তাহার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের কোন অসুবিধা হয় না, তাহার উপর ফিত্‌রা দেওয়া ওয়াজিব; কিন্তু তাহাকে মালেকে নিছাব হইতে হইবে। 'মালেকে নিছাব' কাহাকে বলে, তাহা যাকাতের অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

আটার দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করিতে হয়। একসের সাড়ে বার ছটাক আটার দ্বারা একজনের ফিত্‌রা আদায় হয়। এই একসের সাড়ে বার ছটাক আটার পরিবর্তে নিজ এলাকার বাজার দর হিসাব করিয়া উহার মূল্য পরিমাণ টাকা দিলেও চলিবে। টাকার পরিবর্তে আবার বাজার দরে টাকার পরিমাণ চাউল দিলেও চলিবে। এই ফিত্‌রা ঈদের নামাজের পূর্বে আদায় করিয়া দেওয়া ভাল। ফিত্‌রা দ্বারা রোযার ভুল ত্রুটির কাফ্‌ফারা হয়, রোযা কবুল হয় ও মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হয়।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

যাহাদের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণের ভার নিজের উপর ওয়াজিব, তাদের জন্য ফিত্‌রা দেওয়াও নিজের উপর ওয়াজিব। যথা— স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও পিতা-মাতা। ঈদের দিন ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করিলে তাহারও ফিত্‌রা আদায় করিতে হইবে। নাবালেগ পুত্র ও কন্যা মালেকে নেছাব হইলে তাহাদের ফিত্‌রা তাহাদের মাল হইতে আদায় করিবে। পিতা নিজ মাল হইতে দিলেও আদায় হইবে।

যাকাত ওয়াজিব হইবার জন্য নিছাব এক বৎসর পর্য্যন্ত হাতে থাকা শর্ত; কিন্তু ফিত্‌রার জন্য এক বৎসর শর্ত নহে।

বিঃ দ্রঃ দেশে কেজির মাপ প্রবর্তন হওয়াতে ১ সের ১২১/২ ছটাক আটার দামের পরিবর্তে ১৬৫৭ গ্রাম আটার দাম দিলে ফিত্‌রা আদায় হইবে। যেহেতু ১ সের ১২১/২ ছটাক সমান ১৬৫৭ গ্রাম।

হজ্ব

হজ্ব অর্থ নির্দিষ্ট দিন সমূহে কা'বা শরীফ ও তাহার নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানে আল্লাহ্ তায়ালা এবং রছুল-ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের নির্দ্দেশ মত অবস্থান ও কার্য্যাদি পালন।

প্রত্যেক সুস্থ, সজ্ঞান, বালেগ, স্বাধীন মুসলমান যাহার ছফরের ক্ষমতা আছে এবং পবিত্র হজ্ব পালনের খরচ ও হজ্ব হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত নিজ এবং পরিবারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচ বহন করিতে সক্ষম এবং যাতায়াতের পথও নিরাপদ হয় তাহার উপর হজ্ব করা ফরয।

হজ্বে যাওয়ার ক্ষমতা অর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে হজ্ব ফরয হইয়া যায়। বিনা কারণে হজ্ব করিতে বিলম্ব করিলে গুনাহ্‌গার হইবে। লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হজ্ব করা এবং হারাম টাকা পয়সা দ্বারা হজ্ব করা হারাম।

পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে, সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব করিল না, সে ইহুদী অথবা নাছারা হইয়া মরিতে পারে।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যমযম কুয়ার পানি দাঁড়াইয়া পান করিতে হয় এবং সম্ভব হইলে উদর পূর্ণ করিয়া পান করিবে। পানি পান করার সময় নীচের দোয়াটি পাঠ করিতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ شِفَاءً مِّنْ كُلِّ سَقَمٍ وَّارْزُقْنِى الْاِخْلَاصَ

وَالْيَقِيْنَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ০

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাজ্ আলহু শিফা-আম্ মিন্ কুল্লি ছাকামিঁও ওয়ার্‌যুক্‌নীল্ ইখ্‌লাছা ওয়াল্ ইয়াক্বীনা ওয়াল্ মুআফাতা ফিদ্দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখেরাহ্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! ইহাকে সকল প্রকার পীড়া হইতে আরোগ্য লাভের উপায় করিয়া দাও এবং আমাকে ইখলাছ, এক্বীন এবং ইহকাল এবং পরকালে ভয়ভীতি হইতে মুক্তি দান কর।

যে নিয়তে যমযম কুয়ার পানি পান করা হয় আল্লাহ্ তায়ালা উহা পূর্ণ করেন।

পানি পান করিবার সময় প্রতি ঢোক পানির শেষে এই দোয়াটি পড়িবে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ০

বাঃ উঃ— বিছমিল্লাহি ওয়াল্‌হামদু লিল্লাহি ওয়াছ্‌ছালাতু ওয়াছালামু আলা রাছু-লিল্লাহ্।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিলাম এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। এবং আল্লাহ্ তায়ালার রাছুলের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক।

হজ্বের বিস্তারিত বর্ণনা এই পুস্তকে দেওয়া সম্ভব নয় বিধায় দেওয়া হইল না। হজ্ব গমনেচ্ছুকগণের প্রতি হজ্ব সংক্রান্ত পৃথক উত্তম বই কিনিয়া হজ্বের যাবতীয় মাস্‌য়ালা ও দোয়া সমূহ জানিয়া লওয়ার জন্য অনুরোধ রহিল।

জবেহ

পশু, হাঁস, মুরগী এবং হালাল পাখী ইত্যাদির দেহ হইতে হারাম রক্ত শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ধারাল অস্ত্র দিয়া বাহির করিয়া দেওয়াকে জবেহ বলে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জবেহ করিবার নিয়ম

জবেহ করিবার সময় প্রাণীর মাথা জবেহকারীর বাম হাতের দিকে এবং উহার দেহ ডান হাতের দিকে রাখিতে হইবে। জবেহকারীর অযু করিয়া লওয়া সুন্নত। জবেহ করিবার সময় মাথায় টুপী রাখিবে এবং কেব্‌লামুখী হইয়া "বিছমিল্লাহে আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া জবেহ করিবে। যাহারা প্রাণী ধরিবে তাহারাও 'বিছমিল্লাহে আল্লাহু আক্‌বর" বলিবে। জবেহ করিবার পর প্রাণী ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য প্রাণীর গলায় ছুরি দিয়া খোঁচানো মুক্‌রূহে তাহ্‌রীমা। প্রাণী ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে চামড়া ছাড়ানো এবং জবেহর সময় মাথা ধড় হইতে পৃথক করিয়া ফেলা মক্‌রূহ। বিনা কারণে অন্ধকারে জবেহ করা মকরূহ এবং পুরুষ উপস্থিত থাকিতে স্ত্রীলোকের জবেহ করাও মক্‌রূহ।

জবেহের সময় পশুর গলার চারিটি নালী যথাঃ— *হলকুম অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের নালী, মরী অর্থাৎ খাদ্য নালী এবং গলার দুই দিকের দুইটি রক্তবাহী শিরা গলার উপরিভাগে এবং চোয়ালের নীচে কাটিয়া দিতে হইবে। এই চারটি রগ বা নালীর মধ্যে তিনটি কাটা গেলেও জবেহ হইয়া যাইবে। দুইট কাটিলে জবেহ শুদ্ধ হইবে না।*

জবেহকারী সজ্ঞান, মুসলমান হইতে হইবে এবং জবেহের নিয়ম কানুন সম্বন্ধে জ্ঞান রাখিতে হইবে; নতুবা জবেহ শুদ্ধ হইবে না। আল্লাহ্ তায়ালার নাম ছাড়া অন্য কাহারও নামে জবেহ করিলে অথবা ইচ্ছা করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার নাম না লইয়া জবেহ করিলে ঐ প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েজ হইবে না। ভুলে আল্লাহ্ তায়ালার নাম না লইয়া থাকিলে ঐ প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া দোরস্ত হইবে। জবেহকৃত প্রাণীর নিম্নলিখিত জিনিসগুলি খাওয়া হারাম। যথাঃ—১। জবেহকৃত প্রাণীর প্রবাহিত রক্ত, ২। মাংসের উপর পৃথক সাদা পরদা, ৩। পিঠের হাড়ের মধ্যস্থিত সাদা শ্বাস, ৪। মূত্র নালী, ৫। অণ্ডকোষ ৬। লিঙ্গ, ৭। মলদ্বার ও ৮। পিত্ত।

ক্বোরবানী

যাহার উপর ছদকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব অর্থাৎ ফিত্‌রা ওয়াজিব তাহার উপর ক্বোরবানীও ওয়াজিব। ক্বোরবানী করিতে সমর্থ হইয়া উহা না করিলে মহাপাপী হইবে। গরু, ছাগল, দুম্বা, উট, মহিষ ও ভেড়া ইত্যাদি দ্বারা ক্বোরবানী করা দুরস্ত আছে।

ছাগল, ভেড়া, দুম্বা একজনের জন্য একটি এবং গরু, মহিষ ও উট এক একটি সাত জনের জন্য ক্বোরবানী করিতে পারা যায়। ক্বোরবানীর জানওয়ার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দোষ-ত্রুটিহীন হইতে হইবে। চোখ কানা, অন্ধ, খোড়া, কান কাটা, লেজ কাটা, শিং ভাঙ্গা অত্যন্ত দুর্বল ও দাঁতহীন ইত্যাদি দোষযুক্ত পশুর দ্বারা কোরবানী দুরস্ত নাই।

কোরবানীর গরু ও মহিষের বয়স কমপক্ষে দুই বৎসর, ছাগলের বয়স কমপক্ষে এক বৎসর, দুম্বার বয়স কমপক্ষে ছয়মাস এবং উটের বয়স কমপক্ষে পাঁচ বৎসর হইতে হইবে।

কোরবানী নিজের তরফ হইতে এবং স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার তরফ হইতে দেওয়া যাইতে পারে। পরহেজগার ধার্মিক মুসলমান সমর্থ হইলে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের তরফ হইতে কোরবানী দেওয়া দরকার। যদি কেহ গরু দিয়া কোরবানী করে, তবে নবীয়ে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের তরফ হইতে উহার এক শরীক দেওয়া যাইতে পারে অথবা আর্থিক সুবিধা থাকিলে পৃথক ছাগল দিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। আপন মৃত পিতা-মাতা অথবা যে কোন ছাহাবায়ে কেরাম এবং অলিআল্লাহ্‌র তরফ হইতেও কোরবানী দেওয়া যাইতে পারে।

কোরবানীর জন্তু নিজে জবেহ করা উত্তম। যদি নিজে জবেহ না করে, তবে অন্যের দ্বারা জবেহ করিবার সময় তথায় হাজির থাকিতে হইবে।

কোরবানীর জন্তু জবেহ করার সময় প্রথমে নীচের দোয়াটি পড়িতে হয়।

إِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ - لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِيْنَ - اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ ○

বাঃ উঃ— ইন্না ছালাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়্যালুল্ মুসলেমীন্। আল্লাহুম্মা মিন্‌কা ওয়া লাক্।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ— নিশ্চয়ই আমার নামাজ ও আমার কোরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মৃত্যু নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালার জন্য। তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং এই বিশ্বাস পোষণ করিতে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং আমি সর্বপ্রথম মুসলমান হইলাম। হে আল্লাহ্! তোমার পক্ষ হইতে এবং তোমারই জন্য।

এই দোয়া পাঠের পরেই 'বিছমিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বর' বলিয়া জবেহ করিবে। যাহারা গরু ধরিবে তাহাদেরও জবেহের সময় 'বিছমিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বর' বলা দরকার। জবেহের পরে নিম্নলিখিতভাবে মুনাজাত করিবে।

মুনাজাত — ইয়া আল্লাহ্ তায়ালা! এই কোরবানী তোমার ওয়াস্তে দিলাম। ইয়া আল্লাহ্ তায়ালা! আমার তরফ হইতে (যত জনের তরফ হইতে কোরবানী দিবে, তাহাদের সকলের নাম বলিবে) কবুল কর, যেভাবে তুমি তোমার হাবীব মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ হইতে কবুল করিয়াছ এবং হযরত ইব্রাহিম আলাইহিছ্ছালাম হইতে করিয়াছ। তারপর দরূদ শরীফ পড়িয়া মুনাজাত শেষ করিবে। দোয়া জানা না থাকিলে শুধু "বিছমিল্লাহি আল্লাহু আক্‌বর" বলিয়া জবেহ করিবে। তারপর মুনাজাত করিবে।

কয়েকজনে শরীক হইয়া কোরবানী করিলে প্রত্যেকে হাড়-মাংস ইত্যাদি ওজন করিয়া লইবে। নতুবা কোরবানী শুদ্ধ হইবে না।

জীবিত ব্যক্তির তরফ হইতে কেহ কোরবানী দিলে ঐ ব্যক্তির অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

কোরবানীর জানওয়ারের গোশ্‌ত তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ আত্মীয় স্বজনকে, এক ভাগ ফকীর মিছ্‌কীনকে এবং এক ভাগ নিজে রাখিবে। কোরবানী দাতা ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ গোশ্‌ত দান করিয়া দিতে পারে।

কোরবানীর জানওয়ারের চামড়া বিক্রি করিয়া ঐ টাকা গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দিয়া দিবে। নিজে ঐ টাকা খরচ করিতে পারিবে না।

১০ই জিলহজ্ব তারিখে কোরবানী করা উত্তম। ১১ অথবা ১২ তারিখ সূর্য্যাস্তের পূর্বেও কোরবানী করা যায়।

বালেগ বা নাবালেগ ছেলে মেয়ে মালেকে নিছাব না হইলে তাহাদের কোরবানী

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

দেওয়া ওয়াজেব নহে। অবশ্য পিতা মাতা সম্পদশালী হইলে তাহাদের কোরবানী দিলে ছওয়াব হইবে।

ছদ্‌কা ও দান-খয়রাত

পবিত্র হাদিছ শরীফে আছে— "ছদ্‌কা দাও, এমন কি একটি খুরমার অর্দ্ধেক হইলেও ছদ্‌কা দাও।" ছদ্‌কা ফকীরদিগকে জীবিত রাখে এবং পাপকে বিনাশ করে, যেমন পানি অগ্নিকে। ছদ্‌কা দ্বারা মানুষ বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা পায়। কোন কঠিন বিপদগ্রস্থ হইলে অথবা পীড়া হইলে ছদ্‌কা দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায় এবং গুনাহ্ মাফ হয় ও দোয়া কবুল হয়।

কোন ধর্মকাজে দোষ-ত্রুটি হইলে তাহা সংশোধনের জন্য, গুনাহ্ মাফের জন্য অথবা রোগ ও বিপদ-আপদ হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে দান করা হয়, তাহাকে ছদ্‌কা বলে।

ছওয়াব (পূণ্য) অর্জনের আশায় এবং আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যাহা দেওয়া হয়, তাহাকে দান-খয়রাত বলে।

ছদ্‌কা ও দান-খয়রাত হালাল উপায়ে অর্জিত ধন সম্পদ, টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র ইত্যাদি এবং জমি হইতে উৎপন্ন শস্য ও খাদ্য সামগ্রী হইতে উৎকৃষ্ট মানের দিতে হয়। ইহা পবিত্র কোরান শরীফের নির্দেশ।

টাকা-পয়সা, ধান-চাউল গরু, ছাগল, মোরগ ইত্যাদি ছদ্‌কা করা যায়। কঠিন বিপদগ্রস্থ হইলে অথবা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে গরু, ছাগল, মোরগ, ইত্যাদির মধ্যে যে কোন এক প্রকারের তিনটি প্রানী একজনের জন্য দেওয়া দরকার। কারণ বালা-মছিবত পাখীর আকারে আসে। ঐ পাখীটি ছদ্‌কার প্রাণীর একটিকে ঠোঁটে লয় এবং দুইটিকে দুই পায়ে লয়। একটি বা দুইটি দিলে ঐ বিপদরূপ পাখীটি পরিতৃপ্ত হয় না। এই কারণে তিনটি প্রাণী ছদ্‌কা দিতে হয়।

প্রতি শুক্রবারে কিছু না কিছু দান-খয়রাত করা দরকার। দান খয়রাত গরীব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। ছদ্‌কাও গরীব আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী যাহারা ছদ্‌কা গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দেওয়া যাইতে পারে। ছদ্‌কা দিলে দোয়া কবুল হয় এবং আল্লাহ্ তায়ালার গজব প্রশমিত হয়, মালে বরকত হয় এবং কিয়ামতের দিবস ছদ্‌কার ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যাইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হাদীছ শরীফে আছে, "ছদ্‌কায় মাল কমে না।"

আরও হাদীছ শরীফে আছে— "দান অমঙ্গলের সত্তরটি দুয়ার বন্ধ করিয়া দেয়। গোপন দান প্রভুর ক্রোধকে শীতল করে এবং মৃত্যুর কষ্টকে দূরীভূত করে।"

পবিত্র কোরান শরীফে সুরায়ে বাকারায় উল্লেখ আছে— "দানের ছওয়াব ১ হইতে ৭০০ (সাতশত) গুণ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করা হয় এবং আল্লাহ্ তায়ালা ইচ্ছা করিলে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিতে পারেন।"

শয়ন

শয়নও একটি ইবাদত। নিয়মিত পরিমাণে না ঘুমাইলে শরীর ও মন-মেযাজ ভাল থাকে না। এই কারণে আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত বন্দেগী করিতে মানুষ আলস্য বোধ করে এবং মনোযোগের সহিত ইবাদত করিতে পারে না। এইজন্য প্রত্যেক দিন পাঁচ কিংবা ছয় ঘন্টা নিদ্রা যাওয়া দরকার। কাজেই সুস্থ শরীরে মনযোগের সহিত ইবাদত করিতে সক্ষম হওয়ার নিয়তে উক্ত পরিমাণ নিদ্রা যাওয়া ইবাদত বলিয়া পরিগণিত হয়।

পশ্চিমদিকে (কেবলার দিকে) মাথা দিয়া অথবা দক্ষিণ বা উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যাইতে হয়। কখনও পশ্চিমদিকে (কেবলার দিকে) পা দিবে না। নিদ্রার পূর্ব্বে অযু করিয়া লওয়া সুন্নত। ডানদিকে কাত হইয়া নিদ্রা যাইতে হয়। প্রয়োজন বোধে চিৎ হইয়াও নিদ্রা যাওয়া যায়। উপুড় হইয়া অর্থাৎ সিনাকে বিছানার সঙ্গে লাগাইয়া কখনও শয়ন করিবে না। বাম দিকে কাত হইয়া নিদ্রা যাইবে না। কোমল অথবা নরম বিছানায় শয়ন না করাই উত্তম। সূর্য্য উঠিবার পূর্বে শয্যা ত্যাগ করিতে হয়, যাহাতে ফজরের নামাজ কাযা না হয়।

বিছানায় শুইবার সময় اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا

(আল্লাহুম্মা বি-ইছমিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া) অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! তোমারই নামে আমি মৃত্যুর কোলে (নিদ্রা) যাইতেছি এবং জীবিত হইব।" বলিয়া শয়ন করিবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফ মতে পরবর্তী পৃষ্ঠার সূরা, দোয়া সমূহ শয়নের পূর্বে আমল করিবার জন্য উল্লেখ রহিয়াছে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১) শয়ন করিবার পূর্বে ২৫ বার সূরা ইখ্‌লাস পড়িলে এক খতম কোরান শরীফের ছওয়াব পাওয়া যায়।

(২) দশবার "ছুবহানাল্লাহ্" পড়িলে জিহাদের ছওয়াব পাওয়া যায়।

(৩) "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَكِيْمُ الْكَرِيْمُ"

বাঃ উঃ— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হাকীমূল্ কারীম।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি মহান কৌশুলী মহান দাতা। ১০০ বার পড়িলে হজ্বের ছওয়াব পাওয়া যায়।

(৪) أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

বাঃ উঃ— আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহাল্ আযীমিল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল্ কাইয়্যুমু ওয়া আতুবু ইলাইহ্।

অর্থঃ— আমি ঐ সুমহান আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং (পাপ আর না করার দৃঢ় সংকল্প করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে) তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালার) নিকট তওবা (প্রত্যাবর্তন) করিতেছি।

ইহা তিনবার পড়িলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দেন, যদিও তাহা সমুদ্রের ফেনা রাশির ন্যায়, মরুভূমির বালুকা রাশির ন্যায়, বৃক্ষের পত্রের ন্যায় অথবা দুনিয়ার দিনগুলির ন্যায় অসংখ্যও হয়।

(৫) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু বলিয়াছেন, সূরা বাক্বারার শেষাংশ পড়িয়া নিদ্রা গেলে জ্ঞান পূর্ণ হয়।

শয়ন হইতে উঠিবার সময় "আল্লাহু আকবর" বলিয়া উঠিবে। তারপর নীচের দোয়াটি পড়িবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আল্‌হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর।

অর্থঃ— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদিগকে মৃত্যু দান করার পর পুনঃ জীবন দান করিয়াছেন এবং একমাত্র তাঁহারই দিকে বিচারের জন্য শেষ প্রত্যাবর্তন।

বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে উত্তর দিকে মাথা দিয়া কিম্বা দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়া শুইবে। পশ্চিমদিকে (কেবলার দিকে) মাথা দিয়া স্ত্রীর সহিত শয়ন করা নিষেধ। স্ত্রীকে বাম পার্শ্বে রাখিয়া শুইতে হয়। প্রয়োজনবোধে স্বামী ও স্ত্রীর জন্য পৃথক পৃথক বিছানা রাখা উত্তম। যে কামরায় স্ত্রীর সহিত শয়ন করা হয়, সেই কামরায় কোরান শরীফ, হাদীছ শরীফ ইত্যাদি যাবতীয় ধর্মীয় পুস্তক রাখিবে না। প্রয়োজনবোধে বিছানা হইতে দূরে উপরে কোন কিছুতে রাখিতে পারা যায়। আল্লাহ্ তায়ালা, তাঁহার রসূলের এবং অলি আল্লাহ্‌গণের নাম এবং কোরান শরীফের কোন আয়াত বা সূরা অথবা যে কোন রকমের ধর্মীয় লিখা লটকাইয়া রাখিবে না।

নখ কাটা ও চুল কাটা

নখ ও চুল প্রয়োজনের অতিরিক্ত রাখা নিষেধ। নখ একটু বড় হইলেই কাটা উত্তম। কারণ লম্বা রাখিলে নখের ভিতর ময়লা জম্মে এবং ঐ ময়লা খাদ্যের সঙ্গে পেটে গিয়া অসুখ করে।

নখ কাটিবার সময় প্রথমে ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠার নখ কাটার পর বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে শেষ করিবে।

পায়ের নখ কাটিবার সময় প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুল পর্যন্ত শেষ করিবে। তারপর বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলে শেষ করিবে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবারে হাত পায়ের নখ কাটিলে দরিদ্রতা দূর হয়। আরও হাদীছ শরীফে আছে, যদি কেহ দাঁত দ্বারা নখ কাটিতে থাকে এবং খালি পায়ে সর্বদা হাট বাজারে চলাফিরা করে তাহা হইলে দরিদ্র হইয়া যাইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

চুল অতিরিক্ত লম্বা রাখিবে না। মাথার তালুতে কিছু লম্বা রাখিয়া নীচের দিকে ছোট রাখা নিষেধ। সমস্ত মাথায় ছোট করিয়া সমান পরিমাণ চুল রাখিতে হয়। চুল চল্লিশ দিনের ভিতরে কাটিতে হয়। এই রকম বগলের লোম এবং নাভীর নীচের লোমও চল্লিশ দিনের ভিতরে পরিস্কার করিতে হয়। চল্লিশ দিনের অতিরিক্ত রাখা নিষেধ। বুধবারে চুল, নখ, লোম ইত্যাদি কাটা নিষেধ, কাটিলে কুষ্ঠরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বগলের নীচের ও নাভীর নীচের লোম ক্ষুর অথবা ব্লেড দিয়া পরিষ্কার করিতে হয়। কাচি দিয়া কাটা নিষেধ। আছরের পর এবং রাত্রিতে চুল ও নখ কাটা নিষেধ। চুল ভারী রাখিলে স্মরণ শক্তি কমিয়া যায়।

দাড়ি রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ এবং ওয়াজিবও বলা যায়। দাড়ি না রাখিলে গুনাহ্গার হইবে। দাড়ি থুতনীর নীচ হইতে এক মুষ্ঠি পরিমাণ লম্বা রাখা সুন্নত। ইহার অতিরিক্ত সামান্য লম্বা রাখিলেও কোন দোষ নাই। অযুর সময় দাঁড়ির উপরে ও নীচে পানি দিয়া আঙ্গুল দ্বারা খেলাল করিতে হয়।

মোচ লম্বা রাখা নিষেধ। মোচকে খাট করিয়া রাখিতে হয় অথবা একদম না রাখিতেও পারা যায়।

মিস্ওয়াক

মিস্ওয়াক করা সুন্নত। নামাজ, তিলাওয়াতে কোরান ইত্যাদি ইবাদতের পূর্বে মিস্ওয়াক করিয়া ইবাদত করিলে অধিক পরিমাণ ছওয়াব পাওয়া যায়। যথাঃ— মিস্ওয়াক করিয়া নামাজ পড়িলে সত্তরগুণ ছওয়াব অধিক পাওয়া যাইবে।

মিস্ওয়াক জয়তুন অথবা নিমের ডালি দ্বারা করা যায়। মিস্ওয়াক ৮/৯ ইঞ্চি লম্বা হইতে হইবে এবং সোজা হওয়া দরকার।

মিস্ওয়াক করিবার সময় প্রথমে উপরের মাড়ীর ডান দিকের দাঁতে করিবে, তারপর বামদিকে করিবে। তারপর নীচের মাড়ীর ডান দিকের দাঁতে করিবে। তারপর বাম দিকে করিবে। তারপর উপরের মাড়ীর ডান দিকের দাঁতের ভিতরে করিবে, তারপর বাম দিকে করিবে। তারপর নীচের মাড়ীর ডান দিকের দাঁতের ভিতরে করিবে, তারপর বাম দিকে করিবে। এইভাবে মিস্ওয়াক করা শেষ করিবে। মিস্ওয়াক করিবার সময় মাঝে মাঝে ধুইয়া লইতে হয়। খুব ছোট মিস্ওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা নিষেধ। মিস্ওয়াক শোয়াইয়া রাখিতে হয়। হাঁটিতে হাঁটিতে মিস্ওয়াক্ করা নিষেধ।

যিক্‌র

মানব সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হইল, আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগী করা। এই ইবাদত-বন্দেগী কয়েকভাগে বিভক্ত। যথাঃ— নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত, দান-খয়রাত, তেলাওয়াতে কোরান ও মানব কল্যাণ ইত্যাদি। এই সমস্ত ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল সর্বক্ষণ আল্লাহ্ তায়ালার যিক্‌র অর্থাৎ তাঁহাকে স্মরণ করা।

পবিত্র কোরান শরীফে এই যিক্‌র সম্বন্ধে বহু আয়াত উল্লেখ আছে। নীচে কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ দেওয়া গেলঃ—

(১) "তোমার প্রভুকে অতি মাত্রায় স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার তছ্বীহ্ পাঠ কর" (সূরা আল ইমরান, চতুর্থ রুকু)।

(২) "তাঁহারা দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শায়ীত, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আসমান-যমীনের সৃষ্টি রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করতঃ বলে— হে আমাদের প্রতিপালক! এ সমস্ত তুমি বৃথা সৃষ্টি কর নাই, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে জাহান্নামের বহ্নিশিখা হইতে রক্ষা কর।" (সূরা আল ইমরান; বিশ রুকু)

(৩) "তোমরা যখন নামাজ সম্পন্ন করিয়া লইবে, তখন দাঁড়াইয়া, বসিয়া শুইয়া (সর্বাবস্থায়) আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর।" অর্থাৎ নামাজের বাহিরে যে কোন সময় আল্লাহর যিক্‌র হইতে গাফেল না থাকা। (সূরা নিছা; পনর রুকু)

(৪) "যাহারা প্রভাতে সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সাধন মানসে তাঁহাকে ডাকিয়া থাকে, তাহাদিগকে কখনও (তোমার বৈঠক হইতে) তাড়াইওনা।" (সূরা আল ইমরান; ষষ্ঠ রুকু)

(৫) "অতি নম্রভাবে নিভৃতে আল্লাহ্‌কে ডাক, সীমা লঙ্ঘনকারীদিগকে আল্লাহ্ অবশ্য ভালবাসেন না। ইস্‌লাহ্ করার পর জগতে অশান্তি সৃষ্টি করিও না। ভীত এবং আশান্বিত চিত্তে আল্লাহ্‌কে ডাক। তাঁহার রহ্‌মত নেক্‌কারদের অতি নিকটবর্তী।" (সূরা আ'রাফ; সপ্তম রুকু)

(৬) "এবং আল্লাহ্ তায়ালার জন্য ভাল নাম আছে, অতএব উহার সহিত তাহাকে আহ্বান কর।" (সূরা আ'রাফ; বাইশ রুকু)

(৭) "তোমার প্রভুকে আপন অন্তরে ভীত এবং নম্রচিত্তে এবং অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর। গাফেল এবং উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। (সূরা আ'রাফ; চব্বিশ রুকু)

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৮) "বলিয়া দাও— আল্লাহ্‌কে যে কোন একটি নির্দিষ্ট নামেই ডাকিতে হইবে, এমন বাধ্যবাধকতা নাই বরং আল্লাহ্ বলিয়া ডাক অথবা রহমানই বল, যে নাম ধরিয়া ডাক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আল্লাহ্‌র অনেক নাম রহিয়াছে। আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌কে ডাকা চাই।" (সূরা আছ্‌রা; বার রুকু)

(৯) "যখনই ভুলিয়া যাও, তোমার প্রভুকে স্মরণ কর।" (সূরা কাহাফ; চতুর্থ রুকু)

(১০) আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করি; আমার আশা, আমার প্রভুকে ডাকিয়া আমি বঞ্চিত হইব না।" (সূরা মরিয়ম; তৃতীয় রুকু)

(১১) "আমাকে স্মরণ করিতে আলস্য করিও না।" (সূরা ত্বাহা; তৃতীয় রুকু)

(১২) "আল্লাহ্‌র যিক্‌র অতি বড় জিনিষ।" (সূরা আনকাবুত; পঞ্চম রুকু)

(১৩) "রসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে তাহাদের জন্য সুন্দর আদর্শ রহিয়াছে যাহারা আল্লাহ্‌কে এবং শেষ দিনকে ভয় করে ও অতি মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করে।" (সূরা আহ্‌যাব; তৃতীয় রুকু)

(১৪) "আতি মাত্রায় আল্লাহ্‌কে স্মরণকারী পুরুষ এবং রমনীদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা ক্ষমা ও বৃহত্তর প্রতিদান প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (সূরা আহ্‌যাব; পঞ্চম রুকু)

(১৫) "হে ঈমানদারগণ! খুব বেশী পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁহার তছ্‌বীহ্ পড়।" (সূরা আহ্‌যাব; ষষ্ঠ রুকু)

(১৬) "তিনিই চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, অতএব তোমরা তাঁহাকে একাগ্রচিত্তে ডাক।" (সূরা মো'মেন; সপ্তম রুকু)

(১৭) "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর যিক্‌র হইতে বিমুখ হইবে, আল্লাহ্ তাহাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করিবেন। (সূরা জ্বীন; প্রথম রুকু)

উল্লেখিত আয়াত শরীফ সমূহ হইতে ইহা পরিস্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, দাঁড়াইয়া, বসিয়া এবং শায়িত, সর্বাবস্থায়ই অতি মাত্রায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্ তায়ালার যিক্‌র করিতে হইবে।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ হইতে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, যিক্‌র অতি নম্রভাবে, আশান্বিত ও ভীত চিত্তে করিতে হইবে এবং ইহা উচ্চস্বরে, অনুচ্চস্বরে ও নিজ অন্তরে করিতে পারা যায়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লেখিত নিয়ম পালন করিয়া, কিভাবে সর্বক্ষণ এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালার যিক্‌র করা যায়, চার তরীকতের ইমামগণ তাহার সহজ উপায় করিয়া দিয়াছেন। যিনি যিক্‌রের এই সহজ উপায় জানিয়া উপযুক্ত হইয়াছেন, এইরূপ একজন মোর্শিদের হাতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া এবং তরীকতের কার্য্যাবলী শিখিয়া আমল করিলেই পবিত্র কোরান শরীফের দৃষ্টিতে যিক্‌র ও ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে আদায় হইবে। অতএব উপযুক্ত মোর্শিদ হইতে তরীকতের শিক্ষা গ্রহণ করা অপরিহার্য্য কর্তব্য।

পবিত্র কোরআন শরীফ এবং হাদীছ শরীফ মতে "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই যিক্‌র করিবার নিয়মকানুন তরীকত অবলম্বন করিলে জানিতে পারিবে।

দরূদ শরীফ

পবিত্র কোরান শরীফে আছে—

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ج يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ (সূরা আহযাব ৫৬)

অর্থঃ— নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণ নবীয়ে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁহার উপর দরূদ পাঠ কর এবং সালাম প্রেরণ কর।

উক্ত আয়াত শরীফ হইতে ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় হাবিবের উপর দরূদ শরীফ পড়া কত বড় ফযীলতের এবং উচ্চ মরতবার কাজ। দরূদ শরীফ সারা জীবনে অন্ততঃ একবার পড়া ফরয এবং যত বেশী পড়া যায়, তত বেশী আল্লাহ্ তায়ালার রহমত নাযিল হয়, গুনাহ্ মাফ হয় এবং দরজা উচ্চ হয়।

দরূদ শরীফ সম্বন্ধে কয়েকটি হাদীছ শরীফ দেওয়া গেল।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১) "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়িবে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহার জন্য দশটি নেকী লিখিবেন, দশটি গুনাহ্ মাফ করিয়া দিবেন এবং দশটি দরজা উঁচু করিবেন।"

(২) "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হইবে, যে আমার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশী দরূদ শরীফ পেশ করিবে।"

(৩) "যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত লাভ করিবে।"

(৪) "সকল দোয়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে ঝুলান অবস্থায় থাকে এবং তাহা উর্দ্ধে উঠে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দরূদ শরীফ পাঠ না করা হয়।"

(৫), "যে ব্যক্তি আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, সে কিয়ামতের দিন আরশের ছায়ার নীচে স্থান পাইবে।"

কোরান শরীফের বিভিন্ন আয়াত এবং হাদীছ শরীফ মতে আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য, তাঁহার করুণা ও ক্ষমা লাভ এবং পরকালে নাজাতের জন্য যিক্‌র এবং দরূদ শরীফ প্রতিদিন আমল করা অপরিহার্য্য কর্তব্য। প্রতিদিন এইগুলি সহজভাবে আমল করিতে হইলে তরীকত অবলম্বন করিতে হইবে। পূর্বে যে চার তরীকতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলি হইল— কাদেরীয়া, চিশ্‌তীয়া, নক্‌সবন্দীয়া ও মোজাদ্দিদীয়া।

হযরত ছৈয়দ আবদুল বারী শাহ্ ছাহেব রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র কোরান শরীফ ও হাদীছ শরীফ অনুযায়ী এই চার তরীকতের মাধ্যমে যিক্‌র ও দরূদ শরীফের আমল সহজ করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত চার তরিকার যে কোন একটি অবলম্বন করিয়া আমল করিলে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার অসীম রহ্‌মতে নাজাত মিলিবে।

এখানে কয়েকটি দরূদ শরীফ দেওয়া গেল—

(১) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَاٰلِهٖ وَسَلِّمْ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল্ উম্মিয়্যি ওয়া আলিহী ওয়া ছাল্লিম্।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! উম্মি নবী ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং তাঁহার বংশধরগণের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ কর।

(২) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا نَبِيِّنَا شَفِيْعِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছায়্যিদিনা নাবিয়্যিনা শাফীয়িনা মাওলানা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লিম্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! আমাদের নবী, আমাদের শাফায়াতকারী, আমাদের মাওলা ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং তাঁহার বংশধর এবং তাঁহার ছাহাবীগণের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ কর।

(৩) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছায়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন্ নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী ওয়া বারিক্ ওয়া ছাল্লিম।

জুমআর দিন আসর ও মাগরীবের মধ্যবর্তী সময় ৮০ বার পড়লে ৮০ বছরের সগীরা গুনাহ মাফ হবে।

অর্থঃ— হে আল্লাহ! উম্মি নবী হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং তাঁহার বংশধর ও ছাহাবীগণের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি নাযিল কর।

(৪) صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝

বাঃ উঃ— ছাল্লাল্লাহু আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী ওয়া বারাকা ওয়া ছাল্লাম।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালা ছায়েদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম এবং তাঁহার বংশধর ও ছাহাবীগণের উপর রহমত, বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুক।

(৫) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলে ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম্ বি-আদাদি কুল্লি দা-ইওঁ ওয়া দাওয়া-ই।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! ছায়েদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং ছায়েদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের বংশধরগণের উপর সমস্ত রোগ ও ঔষধের সংখ্যা পরিমাণ রহমত বর্ষণ কর।

কবর যিয়ারত

কবরস্থান যিয়ারত করা পুরুষের জন্য সুন্নত। আপন মৃত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং আপন পীর ও অন্যান্য অলি আল্লাহদের কবর যিয়ারত করা অর্থাৎ তাঁহাদের কবরে বা মাযারে যাইয়া কোরান শরীফ ও দরূদ শরীফ পড়িয়া ছওয়াব বখ্শীশ্ করিয়া দেওয়া বড়ই পুণ্যের কাজ।

পবিত্র হাদীছ শরীফে মৃত ব্যক্তিগণ কবরে মহাবিপদে থাকে বলিয়া উল্লেখ আছে। আত্মীয় স্বজনকে তাহাদের মৃত আত্মীয়গণের উপর ছদ্কা ও দান খয়রাত ইত্যাদি নেক কাজের মাধ্যমে রহমত করিতে বলা হইয়াছে। যদি ছদ্কা ও দান-খয়রাত করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে দুই রাকাত নামাজ নিম্নলিখিত নিয়মে পড়িয়া ছওয়াব বখ্শীশ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। নফলের নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়িবে। প্রত্যেক রাকাতে আল্হামদু সূরার পর একবার "আয়াতুল কুরছী" একবার আল্হাকুমুত্তাকাছুরু সূরা' এবং এগার বার সূরায়ে ইখ্লাছ পড়িবে। সালামের পর সত্তরবার দরূদ শরীফ পড়িয়া নামাজ ও দরূদ শরীফের ছওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের উপর বখ্শীশ্ করিয়া দিলে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে সত্তর জন ফেরেশ্‌তা মৃত ব্যক্তির জন্য বেহেশ্‌তী পোষাক ও অন্যান্য উপহার লইয়া যাইবে এবং তাহার কবর আলোকিত ও প্রশস্ত হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "কিয়ামতের দিন মো'মেনগণ নিজেদের সঙ্গে পাহাড় পরিমাণ নেক আমল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিবে— আমরা তো এত অত্যাধিক নেকী পৃথিবীতে থাকাকালে করি নাই, এই নেকীগুলি কোথা হইতে আসিল? তখন আল্লাহ্ তাঁয়ালার তরফ হইতে আওয়াজ আসিবে— তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ তোমাদের উদ্দেশ্যে যে দোয়া ও ইস্তিগ্ফার করিয়াছিল, এইগুলি তাহারই ছওয়াব।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, প্রতি জুমা'র দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করিলে গুনাহ্ মাফ হয়।

পবিত্র কোরান শরীফে এই আয়াত শরীফ দ্বারা পিতা-মাতার জন্য দোয়া করিতে বলা হইয়াছে।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ۝

বাঃ উঃ— রাব্বির্ হাম্হুমা কামা রাব্বায়ানী ছাগীরা।

অর্থঃ— হে আমার প্রভু! তাঁহাদের (মাতা-পিতা) উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেরূপভাবে তাঁহারা আমাকে শিশুকালে (স্নেহের সাথে) লালন পালন করিয়াছেন।

কবর যিয়ারতের নিয়ম

(১) কবর বা মাযার শরীফ যিয়ারতের পূর্বে ভালভাবে অযু করিয়া লইবে।

(২) কবরস্থানে যাইয়া প্রথমে নীচের দোয়াটি পড়িয়া কবরবাসীদিগকে সালাম দিবে।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَّنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাঃ উঃ— আছ্ছালামু আলাইকুম্ ইয়া আহ্লাল্ কুবুরি মিনাল্ মুছ্লিমীনা ওয়াল্ মুছ্লিমাতি ওয়াল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনাতি আনতুম্ লানা ছালাফুন ওয়া নাহ্নু লাকুম্ তাবাউন্ ওয়া ইন্না ইন্শাআল্লাহু বিকুম্ লাহিক্বুন।

অর্থঃ— হে কবরবাসী মুসলমান নরনারী এবং মুমেন নরনারীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, তোমরা পরজগতে আমাদের অগ্রগামী আর আমরা তোমাদের অনুসারী। নিশ্চয় ইন্শাল্লাহ্ আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হইব।

(৩) তারপর সূরা ফাতিহা একবার, আয়াতুল কুরছী একবার, সূরা কাফিরূন একবার, সূরা ইখ্লাছ তিনবার, সূরা ফালাক্ব একবার, সূরা নাছ একবার এবং এগারবার দরূদ শরীফ পড়িয়া এই ভাবে ছওয়াব বখশীশ্ করিয়া দিবে।

"ইয়া আল্লাহ্ তায়ালা! আমি যে কোরান শরীফ ও দরূদ শরীফ পড়িলাম, তাহার মধ্যে কোন ভুলত্রুটি ও গুনাহ্ হইয়া থাকিলে তাহা মাফ করিয়া দিয়া এই কোরান শরীফ ও দরূদ শরীফ পাঠের ছওয়াব এই কবরস্থানে যত ঈমানদার মুসলমান নরনারী আছেন, তাঁহাদের রূহের উপর বখ্শীশ্ করিয়া দাও। তারপর এইভাবে মুনাজাত করিবে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ كَرِيْمٌ

مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ - رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا ۝ وَصَلَّى

اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ

وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝ بِفَضْلِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

يَصِفُوْنَ ج وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ج وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ج ۝

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

بِحَقِّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাগ্ ফির্লি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনাতি ওয়াল্ মুছ্লিমিনা ওয়াল্ মুছ্লিমাতি ওয়াল্ আহ্ইয়ায়ে মিন্হুম ওয়াল্ আমওয়াতি ইন্নাকা কারীমুম্ মুজীবুদ্ দা'ওয়াত। রাব্বির্ হাম্হুমা কামা রাব্বায়ানী ছাগীরা। ওয়া ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা খায়রি খাল্‌ক্বিহী ওয়া নূরে আর্শিহী ছাইয়্যিদিনা মুহাম্মদিঁও ওয়া আলিহী ওয়া আছ্হাবিহী আজমাঈন্। বি-ফাদ্‌লি ছুব্হানা রাব্বিকা রাব্বিল্ ইয্‌যাতি আম্মা ইয়াছিফুন্। ওয়া ছালামুন্ আলাল্ মুর্ছালীন্। ওয়াল্ হাম্দু লিল্লাহে রাব্বিল্ আলামীন্। বি-হাক্কি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রাছুলুল্লাহ্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্। আমাকে, আমার পিতামাতাকে, মু'মেন নরনারীদেরকে, মুসলমান নরনারীদেরকে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছে এবং যাহারা মরিয়া গিয়াছে তাহাদের সকলকে ক্ষমা করিয়া দাও। নিশ্চয় তুমি দাতা, প্রার্থনাসমূহ কবুলকারী। হে আমার প্রভু! তাঁহাদের উভয়কে (মাতা-পিতাকে) দয়া কর, যেরূপভাবে তাহারা আমাকে শিশুকালে (স্নেহের সাথে) লালন-পালন করিয়াছেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা রহমত নাযিল করুক তাঁহার সৃষ্টির সেরা এবং তাঁহার আরশের নূর ছায়্যিদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ও তাঁহার বংশধর এবং তাঁহার সমস্ত ছাহাবীগণের উপর। (হে রাছুল) "তাহারা (কাফেরেরা) যাহা বলে ঐ সকল (দোষ) হইতে তোমার প্রতিপালক, মর্য্যাদাশীল প্রতিপালক পবিত্র, এবং রাছুলগণের প্রতি সালাম এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক" এই বাক্যসমূহের বরকতে। "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ" এই পবিত্র কলেমার উছিলায়।

(৪) কবরকে সামনে রাখিয়া, কা'বা শরীফ পিছনে রাখিয়া মৃত ব্যক্তির সীনা বরাবর দাঁড়াইয়া যিয়ারত করিবে।

(৫) কোন অলি আল্লাহ্‌র মাযার শরীফ যিয়ারত করিতে গেলে প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁহার মাযার শরীফকে সামনে লইয়া এবং কা'বা শরীফকে পিছনে রাখিয়া "আছ্ছালামু আলাইকুম ইয়া হুজুর ক্বেবলা" বলিয়া ছালাম দিবে। তারপর দাঁড়াইয়া অথবা সুযোগ হইলে বসিয়া কোরান শরীফ দরূদ শরীফ ইত্যাদি যত কিছু পড়া যায়, পাঠ করার পর ছওয়াব বখ্শীশ্ করিয়া মুনাজাত করিবে। মুনাজাতের মধ্যে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

নিজের কোন মক্‌ছুদ থাকিলে তাঁহার (যে অলিআল্লাহ্‌র মাযার শীরফ যিয়ারত করিবে) উছীলায় আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট হইতে চাহিতে পারা যায়।

(৬) **কবর যিয়ারতের উত্তম দিবস**— সোমবার সকালে, বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা, শুক্রবার জুমা'র নামাজের পর, শনিবার সূর্য্যোদয়ের পর, শবেবরাতের রাত, শবেক্বদরের রাত, দুই ঈদের রাত ও দিন, দশই মহরম আশুরার রাত, রবিউল আউয়াল চাঁদের বার তারিখ, রজবের সতর ও সাতাইশ তারিখের রাত এবং সমস্ত রমজান মাস যিয়ারত করা উত্তম।

এতদ্ব্যতীত সপ্তাহের মঙ্গলবার ও বুধবার বাদে যে কোন দিন, যে কোন সময় কবর যিয়ারত করিতে পারা যায়।

খত্‌মে তাহ্‌লীল

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌) এই সর্বশ্রেষ্ঠ কলেমাকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বার পড়াকে "খত্‌মে তাহ্‌লীল' বলা হয়।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, যদি কোন ব্যক্তি এই খতমে তাহ্‌লীল পড়িয়া কোন মৃত ব্যক্তির রূহের উপর উহার ছওয়াব বখশীশ্‌ করিয়া দেয় তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তায়ালা ইহার বরকতে মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন।

এই খতম পড়িয়া দোয়া করিলে সকল প্রকার রোগ, দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৭ বার ইস্তিগ্‌ফার, ১১ বার দরূদ শরীফ ও একবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া এই খতম আরম্ভ করা অতি উত্তম। খতম শেষ হওয়ার পরও ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িবে। খতম শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কথাবার্তা বলা নিষেধ।

খত্‌মে ইউনূছ

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ০

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

সূরা:-আম্বিয়া (৮৭ নং আয়াত)

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা ছুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনাজ্জোয়ালিমীন।

অর্থঃ— তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই, তুমি (সম্পূর্ণ) পবিত্র। নিশ্চয় আমি জুলুমকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছি।

এই আয়াত শরীফকে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বার পড়াকে "খত্‌মে ইউনুছ" বলা হয়। এই আয়াত শরীফ প্রতি ১০০ বার পড়ার পর নীচের আয়াতটি পড়িতে হয়।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ ০

বাঃ উঃ— ফাস্তাযাব্‌না লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল্‌ গাম্মে ওয়া কাযালিকা নুন্‌জিল্‌ মু'মেনীন। সূরা:- আম্বিয়া (৮৮ নং আয়াত)

অর্থঃ— অতঃপর আমি তাহার (ইউনুছ আঃ) প্রার্থনা কবুল করিলাম এবং তাহাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দিলাম এবং এইরূপভাবে আমি মোমেনদিগকে মুক্তি দিয়া থাকি।

কঠিন বিপদগ্রস্ত হইলে অথবা বিপদে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকিলে এই খতমের উছীলায় আল্লাহ্‌ তায়ালার রহমতে উদ্ধার পাইবে।

৭ বার ইস্তিগ্‌ফার ১১ বার দরূদ শরীফ ও ১ বার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়িয়া এই খতম আরম্ভ করা অতি উত্তম। এই খতম শেষ হওয়ার পরও ১১ বার দরূদ শরীফ পরিবে। খতম পড়া কালীন সময়ে কথাবার্তা বলা নিষেধ।

খত্‌মে খাজেগান

কোন চাকুরী পাওয়া, আশা পূর্ণ হওয়া, বালা-মুছিবত দূর করা এবং পূণ্য কর্ম্ম সফল করিয়া তোলার জন্য খত্‌মে খাজেগান বড়ই ফলদায়ক।

সোমবার, বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার এই খতম পড়া উত্তম। তবে প্রয়োজনবোধে অন্যান্য দিনেও পড়া যায়। ইহা একা অথবা সাতজনে আদায় করিতে হয়। বিশেষ মনোযোগ সহকারে এই খতম পাঠ করিয়া বিনীত ভাষায় মুনাজাত করিবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মুনাজাতের মধ্যে নিজের মক্ছুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য অতিশয় বিনয় সহকারে প্রার্থনা করিবে। এই খতম পড়িবার নিয়ম দেওয়া গেলঃ—

(১) সূরা ফাতিহা— ৭ বার।
(২) দরূদ শরীফ— ১০০ বার।
(৩) সূরা আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা— ৭৯ বার।
(৪) সূরা ইখ্‌লাছ— ১০০০ বার।
(৫) সূরা ফাতিহা— ৭ বার।
(৬) দরূদ শরীফ— ১০০ বার।

(৭) فسهل يا الهى كل صعب بحرمة سيد الابرار سهل بفضلك يا عزيز ০ — ১০০ বার

বাঃ উঃ— ফাছাহ্‌হিল ইয়া ইলাহী কুল্লা ছা'বিন্ বিহুর্‌মাতি ছাইয়্যিদিল আব্‌রারে ছাহ্‌হিল বি-ফাদ্‌লিকা ইয়া আযীয্।

অর্থঃ— হে আমার মা'বুদ! নেককারদের সর্দার (হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) এর মর্য্যাদার উছিলায় সমস্ত কঠিন কাজ সহজ করিয়া দাও। সহজ করিয়া দাও তোমার করুণায় হে পরাক্রমশালী।

(৮) يا قاضى الحاجات (ইয়া কাজিয়াল্ হাজাত্) — ১০০ বার।

অর্থঃ— হে সকল প্রয়োজন পুরণকারী।

(৯) يا كافى المهمات (ইয়া কাফিয়াল্ মুহিম্মাত্) — ১০০ বার।

অর্থঃ— হে সকল গুরুতর সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট।

(১০) يا دافع البليات (ইয়া দাফিয়াল্ বালিয়্যাত) — ১০০ বার।

অর্থঃ— হে সকল বিপদাপদ নিবারণকারী।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১১) يا مجيب الدعوات (ইয়া মুজীবাদ্দা'ওয়াত) — ১০০ বার।

অর্থঃ— হে সকল প্রার্থনা কবুলকারী।

(১২) يا رافع الدرجات (ইয়া রাফিয়াদ্দারাজাত) — ১০০ বার।

অর্থঃ— হে বহুগুণ মর্য্যাদাসমূহ উন্নতকারী।

(১৩) يا غوث اغثنى وامددنى

(ইয়া গাউছু আগেছ্‌নী ওয়াম্‌দুদ্‌নী) — ১০০ বার।

অর্থঃ— হে ফরিয়াদ শ্রবণকারী! আমার ফরিয়াদ শ্রবণ কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

(১৪) انا لله وانا اليه راجعون (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন) — ১০০ বার।

অর্থঃ— নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্ তায়ালারই জন্য (উৎসর্গীকৃত) এবং নিশ্চয় আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিব।

(১৫) لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

(লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ছুব্‌হানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্জোয়ালেমীন) — ১০০ বার।

অর্থঃ— তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই, তুমি (সম্পূর্ণ) পবিত্র। নিশ্চয় আমি জুলুমকারীদের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছি।

(১৬) رب انى مغلوب فانتصر (রাব্বি আন্নী মাগ্‌লুবুন ফান্তাছির) — ১০০ বার।

অর্থঃ— হে প্রভু! নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব আমাকে সাহায্য কর।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৭) رَبِّ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

(রাব্বি আন্নী মাচ্ছানিয়াদ্দুররু ওয়া আন্তা আর্‌হামুর্ রাহেমীন) — ১০০ বার।

অর্থ ঃ— হে প্রভু! নিশ্চয় আমাকে কষ্ট আকড়াইয়া ধরিয়াছে এবং তুমি দয়ালুদের মধ্যে সর্বাধিক দয়ালু।

(১৮) اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّدَوَاءٍ

(আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা ছাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি ছাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিম্ বিআদাদি কুল্লি দা-ইওঁ ওয়া দাওয়া-ই) —১০০ বার।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ্! ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উপর এবং ছায়্যেদিনা হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের বংশধরগণের উপর সমস্ত রোগ ও ঔষধের সংখ্যা পরিমাণ রহমত বর্ষণ কর।

এই খতম শেষ করিয়া ইহার ছাওয়াব সমস্ত রসূল, নবী, শহীদ, ছাহাবায়ে কেরাম, ওলি, গাউস, কুতুব প্রত্যেকের রূহ পাকের উপর বখ্‌শীশ্ করিয়া অতিশয় বিনয়ের সহিত নিজের মকছুদ প্রার্থনা করিবে।

বিবাহ্

বিবাহ করা সুন্নত, যে ব্যক্তি বিবাহ করে তাহার ধর্মের অর্ধেক পরিপূর্ণতা লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি বিনা ওজরে বিবাহ করে না সে নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের উম্মত নহে বলিয়া পবিত্র হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে।

চারিটি গুণ দেখিয়া পাত্রী বিবাহ করার জন্য পবিত্র হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে যথা ঃ— *১। ধনবতী ২। সৌন্দর্য্যময়ী ৩। উচ্চবংশীয়া, ৪। ধর্মপ্রাণা।* এই চারিটি গুণের মধ্যে ধর্মপ্রাণাকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়ার জন্য শরীয়তে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই যে ব্যক্তি ধর্মপ্রাণা দেখিয়াই বিবাহ করে সেই সৌভাগ্যবান।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিবাহ পড়াইবার নিয়ম

ইজাব ও কবুল এই দুই কথার দ্বারাই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। ইজাব অর্থ প্রস্তাব এবং কবুল অর্থ সম্মতি সূচক উক্তি। স্ত্রী নিজ আত্মদানের বিনিময়ে স্বামী হইতে যে ধন প্রাপ্ত হয় তাহাকে মোহর বলে। মোহর স্বামীকে অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। যদি আদায় না করে তাহা হইলে মহাপাপী হইবে। যদি স্ত্রী স্ব-ইচ্ছায় মোহর মাফ করিয়া দেয় তাহা হইলে স্বামী দায় হইতে রেহাই পাইবে।

পাত্রী বালেগা হইলে পাত্রীর অলী বা ওকীল দুইজন বালেগ মুসলমান স্বাক্ষীর মোকাবেলায় পাত্রীর নিকট গিয়া প্রস্তাব পেশ করিবে যে "অমুক জায়গার অমুকের পুত্র অমুক এত টাকা মোহর দিয়া তোমাকে শাদী করিতে আসিয়াছে। ইহাতে তুমি রাজী আছ কি? পাত্রী রাজি আছে বলিয়া মত প্রকাশ করিলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও এইভাবে পাত্রী হইতে সম্মতি নিতে হয়। ইহাকে এজ্‌ন বলে। এজ্‌ন এর পর অলী অথবা ওকীল স্বাক্ষী দুইজন সহ আসিয়া বিবাহ মজলিশে উপস্থিত হইবে। তারপর পাত্রকে কেব্‌লামুখী করিয়া বসাইয়া পাত্রীর অলী বা ওকীল পাত্রের মুখামুখি হইয়া বসিয়া নীচের খোত্‌বা পাঠ করিবে। অলী বা ওকীল খোত্‌বা পাঠ করিতে না পারিলে যিনি পাঠ করিতে পারেন এমন লোক দ্বারা খোত্‌বা পাঠ করাইবেন। মজলীশে ইজাব কবুলের পূর্বে খোত্‌বা পাঠ করা সুন্নত।

খোতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ
اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ
لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ
اَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا

رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ

تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ

اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

খোত্‌বা পড়া শেষ হইলে অলী বা ওকীল প্রথমে "বিছমিল্লাহে ওয়াল্ হামদুলিল্লাহে" বলিবেন। তারপর সাক্ষীগণের মোকাবেলায় পাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিবেন "অমুকের কন্যা অমুককে এত টাকা মোহরের এওয়াজে (বিনিময়ে) কাবীনের শর্ত মোতাবেক এবং রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের তরীকা অনুযায়ী আপনার নিকট (শাহাদত অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিয়া) বিবাহ দিলাম। আপনি কবুল করিলেন কি?" পাত্রীর সমস্ত শরীরের প্রতি খেয়াল করিয়া পাত্র বলিবেন, "আল্‌হামদুলিল্লাহে ওয়াছ্‌ছালাতু ওয়াছ্‌ছালামু আলা রাছুলিল্লাহ্। আমি আমার নিজের জন্য কাবীনের শর্তাবলী মানিয়া এত টাকা দেন মোহরে শরীয়তের বিধান মোতাবেক নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের সুন্নত আদায়ের উদ্দেশ্যে এই বিবাহ কবুল করিলাম।" এইভাবে তিনবার অলী বা ওকীল ইজাব (প্রস্তাব) পেশ করিবে এবং বরও তিনবার সম্মতি জ্ঞাপন করিবে। ইহাকে ইজাব কবুল বলা হয়। অলী বা ওকীল এজন লওয়ার পর অন্য কেহ বিবাহ পরাইলে ঐ বিবাহ শরীয়ত মতে শুদ্ধ হইবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ইজাব কবুল হওয়ার পর পরবর্তী আয়াত শরীফ একবার পড়িয়া ৫, ৭ অথবা ১১ বার দরূদ শরীফ পড়িয়া বর ও কন্যার সুখ শান্তি ও সকলের জন্য দোয়া করিয়া মুনাজাত শেষ করিবে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

ওলীমা

বিবাহের পর কন্যাকে ঘরে আনিয়া আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দাওয়াত করিয়া ভোজন প্রদান করা সুন্নত, ইহাকে "ওলীমা" বলে। ইহা বিবাহের তিনদিনের মধ্যে করাই উত্তম। তবে এক সপ্তাহের অধিক বিলম্ব করা ভাল নয়।

বিবাহে শরীয়ত বিরোধী কাজঃ— বিবাহের দিন মাইক বা যে কোন যন্ত্রের সাহায্যে গান-বাজনা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী কাজ করার পর বিবাহের আক্‌দ পড়াইলে এই আক্‌দ শরীয়ত অনুযায়ী শুদ্ধ হইবে না। তাই প্রত্যেক মুসলমান ভাইগণকে হুশিয়ার করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা যেন উল্লিখিত শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ বিবাহের মজলিশে না করেন। কারণ শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ শুদ্ধ না হইলে সারাজীবন পাপে লিপ্ত থাকিতে হইবে।

বিবাহিত জীবন

বিবাহিত জীবনে পরবর্তী নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করিতে হইবে। ইসলাম ধর্ম মতে সূর্য্যাস্তের পর হইতে রাত ও দিন শুরু হয়। অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় যে দিন হয় তাহা সূর্য্যাস্তের পর হইতে আরম্ভ হয়। উদাহরণস্বরূপ বুধবার রাত্রি বলিতে মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রিকে বুঝায়। বুধবার দিন বলিতে তার পরের দিনকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুঝায়। তদ্রূপ চাঁদের পহেলা তারিখের রাত বলিতে যে সন্ধ্যায় চাঁদ উঠে সেই রাত্রিকে এবং তার পরের দিনকে চাঁদের প্রথম তারিখের দিন বলা হয়। ধর্মীয় ও বিবাহিত জীবনে রাত্রি, দিন ও চাঁদের তারিখ সঠিকভাবে নির্ণয় করিবার জন্য উক্ত নিয়মাবলী এখানে উল্লেখ করা হইল।

(১) চন্দ্র মাসের পহেলা তারিখ, ১৫ তারিখ ও শেষ তারিখ স্ত্রীর সহিত মিলন করিতে পবিত্র হাদীছ শরীফে নিষেধ করা হইয়াছে। ইহা অমান্য করিলে বহুমুখী ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে। তদ্রূপ অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের সময়ও স্ত্রী মিলন হইতে বিরত থাকিতে হয়। অন্যথায় ক্ষতির সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(২) মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রির মিলনে মানুষ দরিদ্র হয় এবং সন্তান জন্ম হইলে এই সন্তান উন্মাদ অথবা চিররোগী, খুনী ও অত্যাচারী হইবে। তদ্রূপ শনিবার দিবাগত রাত্রির মিলনে মানুষ দরিদ্র হয় এবং সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তান ভাগ্যহীন হইবে। সে সন্তান পিতা-মাতাকে কষ্ট দিবে। উল্লিখিত নিষিদ্ধ দিনগুলি ব্যতীত সোমবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার স্ত্রী মিলন করাই উত্তম। তম্মধ্যে সোমবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সর্বোৎকৃষ্ট। এই সমস্ত দিনগুলিতে চন্দ্র মাসের নিষিদ্ধ তারিখ পড়িলে তাহাও বর্জন করিতে হইবে। অতিরিক্ত স্ত্রী মিলনে আয়ু কমিয়া যায় এবং অকালে বৃদ্ধ হয়।

(৩) খাওয়ার পর ভরা পেটে, রাত্রির প্রথম অংশে অথবা পশ্চিম মুখী হইয়া স্ত্রী মিলন করিলে যে সন্তান উৎপন্ন হয় উহা মূর্খ, স্মরণ শক্তিহীন ও নির্বোধ হইবে।

(৪) ভুক্ত দ্রব্য হজম হওয়ার পর, মধ্য রাত্রির পর ও শেষ রাত্রিতে স্ত্রী মিলন করাই উত্তম।

(৫) হায়েজ নেফাছ অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে মিলন হারাম।

(৬) স্বপ্ন দোষ হওয়ার পর গোসল না করিয়া স্ত্রী সহবাস করিলে এবং উহাতে সন্তান উৎপন্ন হইলে ঐ সন্তান পাগল অথবা কৃপণ হইবে, সুতরাং ইহা অবশ্যই বর্জনীয়।

(৭) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রিতে এবং বিদেশ গমনের রাত্রিতে স্ত্রী মিলন হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে, অন্যথায় সন্তান কোন না কোন দোষে দোষী হইবে।

(৮) স্ত্রী মিলনের পূর্বে নীচের দোয়াটি অবশ্যই পাঠ করিতে হয় এবং উভয়ে অযু করিয়া লওয়া উত্তম।

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ٥

বাঃ উঃ— বিছমিল্লাহে আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শাইত্বানা ওয়া জান্নিবিশ্ শাইত্বানা মা রাযাক্তানা।

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালার নামে আরম্ভ করিলাম। হে আল্লাহ্! আমাদিগকে শয়তান হইতে দূরে সরাইয়া রাখ এবং আমাদিগকে যে রিজিক দান করিয়াছ উহা হইতেও শয়তানকে দূরে সরাইয়া রাখ।

(৯) স্ত্রী মিলনের সময় সমস্ত শরীর চাদর দ্বারা ঢাকিয়া রাখা অতি উত্তম এবং মাথায়ও কাপড় রাখিতে বলা হইয়াছে। অন্যথায় সন্তান বেয়াদব ও লজ্জাহীন হইবে।

(১০) স্ত্রী মিলনের কিছুক্ষণ পরে উভয়েই প্রস্রাব করা উত্তম। নতুবা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারপর উভয়েই গোসল করিয়া পাক হইতে হইবে। নাপাক অবস্থায় ঘুমান ভাল নয়।

(১১) অতিরিক্ত শীত ও অতিরিক্ত গরমের সময় স্ত্রী মিলন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অতিরিক্ত স্ত্রী মিলনও স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর এবং অকালে বার্দ্ধক্য আনে।

(১২) স্ত্রী মিলনের সময় অতিরিক্ত কথা বলিলে সন্তান বোবা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(১৩) স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের বয়স পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রী টাটকা ভাল খাদ্য খাইলে সন্তান সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয়।

(১৪) পবিত্র রমজান মাসে স্ত্রীর সহিত মিলন না করাই উত্তম। তদ্রূপ স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের বয়স পাঁচ মাস আরম্ভ হওয়ার পর হইতে স্ত্রীর সহিত মিলন না করাই উচিত। উভয় ক্ষেত্রে বহুবিধ উপকার আছে।

(১৫) স্ত্রীর সঙ্গে শয়নের নিয়ম "শয়ন" অধ্যায়ের শেষে দেখুন।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পারিবারিক জীবন

পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা ও স্নেহ ভালাবাসার বন্ধনের উপর নির্ভর করে। তাই শরীয়তের বিধান অনুযায়ী স্বামী এবং স্ত্রী নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া চলিলে উক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে সফলকাম হইবে।

স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য সংক্ষেপে দেওয়া গেলঃ—

স্বামীর কর্তব্য

(১) প্রয়োজনবোধে স্ত্রীকে নামাজ, রোযা, পাক-নাপাক ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হইবে এবং শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার জন্য আদেশ ও উপদেশ দিতে হইবে। এই মর্মে পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

অর্থঃ— হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের আগুন হইতে বাঁচাও।

উক্ত আয়াত শরীফ হইতে ইহা পরিস্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, স্বামী নিজেকে এবং তাহার পরিবারবর্গকে শরীয়তের আদেশ নিষেধ পালন করিয়া এবং নামাজ রোযা ইত্যাদি ইবাদত বন্দেগী করিয়া দোযখের আগুন হইতে বাঁচাইতে হইবে।

(২) শরিয়তের বিধান মতে স্বামী তাহার স্ত্রীর উপর পার্থিব ও ধর্মীয় যাবতীয় কাজ-কর্ম ন্যায় সঙ্গতভাবে করার জন্য আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিবার অধিকারী।

(৩) স্বামী তাহার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

অর্থঃ—" তোমরা নিজেদের স্ত্রীগণের সঙ্গে সৎভাবে জীবন-যাপন কর।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (الخ)

অর্থঃ— তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তোমাদের মধ্যে স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম (সদ্ব্যবহার ও সৎজীবন-যাপনে) এবং তোমাদের সকলের চেয়ে আমি আমার পত্নীদের নিকট উত্তম (অধিক ভাল) ব্যবহারের কারণে।

উল্লিখিত পবিত্র কোরান শরীফের আয়াত ও হাদীছ শরীফ হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, স্বামী তাহার স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে এবং তাহার সাথে আন্তরিক ভালবাসার সহিত জীবন-যাপন করিবে। স্ত্রী যদি কোন দোষ-ত্রুটি করে তাহা সংশোধনের ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণের পর ক্ষমা করিয়া দিবে।

(৪) স্বামীকে তাহার সামর্থানুযায়ী তাহার স্ত্রীর যাবতীয় ভরণ-পোষণের ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা স্বামীর জন্য ফরয। স্বামীর সামর্থ থাকিলে স্ত্রীর সাহায্যের জন্য চাকর বা চাকরানীর ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্ত্রীর মোহরানাও আদায় করিয়া দিতে হইবে। একবারে আদায় করিতে সক্ষম না হইলে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করিয়া আদায় করিয়া দিবে। স্ত্রী ইচ্ছা করিলে মোহ্রানা মাফও করিয়া দিতে পারে।

(৫) স্ত্রীর বাসগৃহে চলাফিরার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় তজ্জন্য স্বামীকে পর্দার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(৬) স্ত্রীর উপর ক্রীতদাসীর ন্যায় শারীরিক নির্যাতন চালাইতে পবিত্র হাদীছ শরীফে নিষেধ করা হইয়াছে।

(৭) স্ত্রী যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করিতে চায় তবে তাহাকে উহা হইতে বিরত রাখিতে হইবে।

(৮) স্ত্রীর অসুখ-বিসুখের সময় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৯) একাধিক স্ত্রী থাকিলে প্রত্যেকের সঙ্গে সমব্যবহার করিতে হইবে। খোঁর-পোষ, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার ইত্যাদিতে সমতার প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখিতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

স্ত্রীর কর্তব্য

(১) পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন—

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۝

অর্থঃ— "পুরুষগণ নারীগণের উপর এইজন্য কর্তৃত্বের অধিকারী যে, আল্লাহ্ তায়ালা তাহাদের এককে (পুরুষকে) অন্যের (নারীর) উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন এবং এইজন্যও যে, তাহারা (পুরুষগণ) তাহাদের (পুরুষদের) ধন-সম্পত্তি (নারীদের জন্য) ব্যয় করিয়া থাকেন।

(২) পবিত্র হাদীছ শরীফে হযরত নবী করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ফরমাইছেন—

لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ۝

অর্থঃ— "যদি আমি কাহাকেও ছেজ্দা করার জন্য আদেশ করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় স্ত্রীকে হুকুম করিতাম, সে যেন তাহার স্বামীকে সেজ্দা করে।"

উল্লিখিত পবিত্র কোরান শরীফের আয়াত ও হাদীছ শরীফ হইতে বুঝা যায় যে, স্বামীর মর্য্যাদা স্ত্রীর নিকট অন্য সব মানবের উর্দ্ধে। স্বামীকে সম্মান করা, তাহার ইজ্জত সম্মান বজায় রাখা ও তাহার আদেশ নিষেধ পালন করিয়া চলা স্ত্রীর জন্য কর্তব্য। কিন্তু স্বামী যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ করিতে আদেশ করে তবে স্ত্রী তাহা পালন করিবে না।

(৩) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে—

اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ -

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ— "যে কোন স্ত্রীলোক (শরীয়ত মতে জীবন-যাপন করিয়া) তাহার স্বামীর সন্তুষ্টির মধ্যে থাকিয়া মরিয়া গিয়াছে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিবে।" কাজেই প্রত্যেক স্ত্রী তাহার স্বামীকে কথায় ও কাজে সন্তুষ্ট রাখা এবং বিনয় ব্যবহারে মন জয় করা একান্ত কর্তব্য।

(৪) স্বামীকে অন্তরের সহিত ভালবাসা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের দরকার। এই মর্মে পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "যে স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে ভালবাসে সে জান্নাতবাসী হইবে।"

(৫) পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে— "যে স্ত্রীর উপর তাহার স্বামী নারাজ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে স্বামীকে সন্তুষ্ট না করিবে, সেই পর্য্যন্ত তাহার ইবাদত কবুল হইবে না।"

(৬) স্ত্রী যতই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন, স্বামী ডাকিবা মাত্র তাহার ডাকে সাড়া দেওয়া স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য।

(৭) স্বামী গৃহে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তাহার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল নামাজ পড়া ও নফল রোযা রাখা এবং তাহার বিনা অনুমতিতে স্ত্রী কোথাও বেড়াইতে যাওয়া জায়েজ নাই। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তাহার টাকা-পয়সা, মাল-পত্র ইত্যাদি কাহাকেও দেওয়া বা দান করাও জায়েজ নাই

(৮) শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জানা যায় যে, অধিকাংশ স্ত্রীলোক স্বামীর অবাধ্য হওয়ার কারণে এবং স্বামীর না শুকরিয়া করার জন্য দোযখে যাইবে। সুতরাং স্বামী প্রদত্ত খোরপোষ এবং যে কোন জিনিসের শুক্‌রিয়া আদায় করা এবং স্বামীর মনে কষ্ট পায় এরূপ ব্যবহার না করা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কর্তব্য। স্বামীর আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করিবে। স্বামী দিতে অসমর্থ এইরূপ কোন জিনিসের জন্য আবদার করিবে না।

(৯) স্বামীর সঙ্গে কখনও কর্কশ স্বরে কথা বলিবে না বা তর্কে লিপ্ত হইবে না।

(১০) স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ও মানবতার খাতিরে স্বামীর মা-বাপের সেবা করা স্ত্রীর জন্য বাঞ্ছনীয়।

(১১) স্বামীর যাবতীয় জিনিষ পত্রের হেফাযত করা এবং ঘর-বাড়ী পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখা স্ত্রীর কর্তব্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১২) স্বামীর খাদ্য-দ্রব্য নিজ হাতে রন্ধন করিয়া স্বামীর সম্মুখে পরিবেশন করা স্ত্রীর অতি উত্তম কাজ। স্বামী, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সকলে মিলিয়া একত্রে আহার করিলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমত নাযিল হয় এবং ফেরেশ্‌তাগণ মাগফেরাত কামনা করেন। পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "যে গৃহস্বামী নিজের পরিবার বর্গ লইয়া এক সাথে আহার করে আল্লাহ্ তায়ালা সেই পরিবারের উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের গুনাহ্ মাফের জন্য প্রার্থনা করেন।"

(১৩) স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে সে (স্ত্রী) তাহা সহ্য করিবে এবং ক্ষমা করিয়া দিবে।

বিঃ দ্রঃ— স্বামী স্ত্রীর কর্তব্যগুলি এত ব্যাপক যে, সবগুলি বর্ণনা করা সম্ভব নয় বলিয়া এখানে অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্যগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। সার কথা হইল— স্বামী, স্ত্রী একে অন্যকে অন্তরের সহিত ভালবাসিবে, একের দোষ ত্রুটি অন্যে ক্ষমার চক্ষে দেখিবে এবং গোপন রাখিবে। একে অন্যের সহিত স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে কথাবার্তা বলিবে। আচার ব্যবহার, কাজ কর্মে একে অন্যের সঙ্গে নম্র ব্যবহার বজায় রাখিবে। একের সুখে দুঃখে অন্যে সুখী দুঃখী হইবে।

স্বামীর কর্তব্যগুলি স্বামী এবং স্ত্রীর কর্তব্যগুলি স্ত্রী পালন করিয়া চলিলে আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে শান্তিময় ও সুখের পারিবারিক জীবন গড়িয়া উঠিবে।

ইদ্দতের বয়ান

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিলে অথবা স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রীলোককে শরীয়তের বিধান মতে বিবাহ হইতে বিরত থাকিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঘরে অবস্থান করিতে হয়। ইহাকে ইদ্দত বলা হয়।

তালাকের ইদ্দত— তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে পূর্ণ তিনটি হায়েজ ইদ্দত পালন করিতে হয়। পূর্ণ তিনটি হায়েজ অতিবাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত বিনা প্রয়োজনে অন্যত্র যাওয়া বা কাহারও সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। ইদ্দত শেষে প্রয়োজন বোধে পর্দার সহিত ঘরের বাহিরে যাইতে পারিবে এবং বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হইতে পারিবে। তালাকের ইদ্দত পালনের সময় স্ত্রীর থাকার বা খোরপোষের ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। তালাকের পূর্বে স্ত্রী যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই ইদ্দত পালন করা বাঞ্ছনীয়। যদি উক্ত ঘরে ইদ্দত পালন করা কোন

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিশেষ কারণ বশতঃ সম্ভব না হয়, তখন স্বামীকে অন্য ঘরের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে স্ত্রীর চলাফেরা ও পর্দার জন্য সে ঘরে পূর্বের ঘরের মতই ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

নাবালেগা বা বৃদ্ধা হওয়ার কারণে যদি স্ত্রীর হায়েজ না আসে তাহা হইলে তিন হায়েজের পরিবর্তে পূর্ণ তিন মাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। এই তিন মাস তালাকের তারিখ হইতে হিসাব করিতে হইবে। এই ধরনের স্ত্রীলোকের তালাক যদি চাঁদের প্রথম তারিখে হয় তবে চাঁদের হিসাবে তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। তিনটি চাঁদ (চাঁদ ২৯ দিনে হউক বা ৩০ দিনে হউক) শেষ হইলে ইদ্দতও শেষ হইবে। আর যদি চাঁদের প্রথম তারিখে এইরূপ স্ত্রীলোকের তালাক না হয় তবে যে তারিখে তালাক হইবে সেই তারিখ হইতে ৩০ দিনে মাস ধরিয়া তিন মাস অর্থাৎ ৯০ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

গর্ভাবস্থায় যদি কোন স্ত্রীলোককে তালাক প্রদান করা হয় তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে যত মাস বা যতদিন বা যত ঘন্টা লাগে তত সময় ইদ্দত পালন করিতে হইবে। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই ইদ্দত শেষ হইবে।

কোন নাবালেগা স্ত্রী তালাকের পর হায়েজ না আসার কারণে মাস হিসাবে ইদ্দত পালন শুরু করিল। এক মাস বা দুই মাস অতীত হওয়ার পর তাহার হায়েজ আসিল। এমতাবস্থায় সেই স্ত্রীলোককে হায়েজের হিসাবেই পুনঃ ইদ্দত পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ তিন মাস অতীত হওয়ার পূর্বে যদি ঐ স্ত্রীলোকের হায়েজ শুরু হয় তাহা হইলে মাসের হিসাবে আর ইদ্দত পালন করা চলিবে না। বরং যখন থেকে হায়েজ শুরু হয় তখন থেকে পূর্ণ তিনটি হায়েজ ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

কোন স্ত্রীলোককে যদি হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হয় তবে যে হায়েজের মধ্যে তালাক দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইদ্দতের মধ্যে গণ্য হইবে না। বরং ঐ হায়েজের পর আরও পূর্ণ তিন হায়েজ ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

বিবাহ হওয়ার পর স্বামী স্ত্রী মিলনের পূর্বে অথবা স্বামী স্ত্রীর একত্রে নির্জন ঘরে বাসের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব নয়।

কোন স্ত্রীলোক প্রয়োজন বশতঃ কোথাও বেড়াতে গেলে এবং এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে উহা শুনামাত্র স্ত্রীকে ইদ্দত পালনের স্থানে চলিয়া আসিতে হইবে এবং ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

তালাকের ইদ্দত পালন কালে স্ত্রীকে স্বামী হইতে পূর্ণ পর্দায় থাকিতে হইবে। কিন্তু তালাকে রজয়ীর ইদ্দত পালনকালে স্বামী হইতে পর্দা করার প্রয়োজন হয় না।

বিঃ দ্রঃ— বিদেশ হইতে কোন স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাকের সঠিক তারিখ হইতে উল্লিখিত নিয়মে ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

মৃত্যুর ইদ্দত— কোন স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হইলে সেই স্ত্রীলোকের জন্য ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করা ফরয। স্বামীর মৃত্যুর সময় স্ত্রী যে ঘরে ছিল সেই ঘরেই ইদ্দত পালন করিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোথাও ইদ্দত পালন করা উচিত হইবে না। তবে স্ত্রী যদি গরীব হয় এবং বাহিরে গিয়া কাজ না করিলে ভরন পোষণের কোন উপায় না থাকে তাহা হইলে দিনের বেলায় কাজের জন্য বাহিরে যাইতে পারিবে। কিন্তু রাত্রিতে স্বামীর ঘরে আসিয়া থাকিতে হইবে। স্বামীর বাড়ীতে থাকিয়া ইদ্দত পালন করিতে অপারগ হইলে যে স্থানে থাকিয়া ইদ্দত পালনে বিঘ্ন না ঘটে সেখানে থাকিবে। স্বামী মারা গেলে বালেগা নাবালেগা এবং বৃদ্ধা প্রত্যেকেরই ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে। তবে গর্ভবতী স্ত্রীর জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নয়। কারণ গর্ভবতী স্ত্রীর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দত শেষ হইয়া যায়।

গর্ভবতী স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু চাঁদের প্রথম তারিখে হইলে চাঁদের হিসাবে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। চাঁদ ২৯ দিনে হউক বা ৩০ দিনে হউক চারটি চাঁদ শেষ হওয়ার পর ৫ম চাঁদের ১০ তারিখ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। আর যদি চাঁদের প্রথম তারিখে মৃত্যু না হয় তাহা হইলে স্বামীর মৃত্যুর তারিখ হইতে ৩০ দিনে মাস ধরিয়া ৪ মাস পূর্ণ করিয়া আরও ১০ দিন সর্বমোট ১৩০ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

স্ত্রী যদি স্বামীর বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও থাকাকালে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পায় তবে সত্বর স্বামীর বাড়ীতে আসিয়া ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

বিদেশে অবস্থানকারী স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন পর যে কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে শ্রবণ করিলে এবং তাহার বিশ্বাস হইলে তাহাকে আর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। তদ্রূপ স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হইলে এবং সেই মৃত্যুর সংবাদ স্ত্রীর নিকট অনুরূপভাবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পৌছিলে স্ত্রীকে আর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।

বিদেশে অবস্থানকারী স্বামীর মৃত্যুর সঠিক তারিখের সংবাদ স্ত্রীর নিকট ৪

মাস ১০ দিন অতীত হওয়ার পূর্বে পৌছিলে তাহাকে ঐ সঠিক তারিখ হইতে ৪ মাস ১০ দিন পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নিকট সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পৌছিলে সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত (যত মাস বা যতদিন বা যতঘন্টা লাগে) ইদ্দত পালন করিতে হইবে। সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরই ইদ্দত শেষ হইবে।

স্বামীর মৃত্যুর পর অথবা তালাকের পর ইদ্দত পালনের সময় স্ত্রীলোকের জন্য সুন্দর কাপড়, রেশমী কাপড় এবং চকচকে রঙিন কাপড় পরিধান করা, অলংকার পরিধান করা, সুগন্ধি তৈল, সাধারণ তৈল, আতর বা সেন্ট ব্যবহার করা, সুরমা, মেহেদী, পাউডার ব্যবহার করা ইত্যাদি নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও সাজ সজ্জা করা হারাম। বিশেষ প্রয়োজনে মোটা দাঁতের চিরুনী দ্বারা চুল আঁচড়াইতে ও সাধারণ তৈল ব্যবহার করিতে পারিবে।

নিম্নলিখিত স্ত্রীলোকদের সহিত বিবাহ হারাম

(১) মা, সৎ মা, দাদী, নানী, পর দাদী, পর নানী ও যত উপরে যাইবে।

(২) নিজ কন্যা, কন্যার কন্যা, কন্যার নাতনী এইরূপে যতই নীচে যাইবে।

(৩) সহোদরা বোন, সৎ বোন অথবা মা এক, বাপ দুই এরূপ বোন, অর্থাৎ নিজ মায়ের গর্ভে তাহার অন্য স্বামী হইতে যে মেয়ে জন্মলাভ করিয়াছে।

(৪) ফুফু অর্থাৎ পিতার আপন বোন, সৎ বোন ও মা এক, বাপ দুই এরূপ বোন। তদ্রূপ মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী ও যত উপরে যাইবে তাহাদের ফুফু।

(৫) খালা অর্থাৎ মায়ের আপন বোন, সৎ বোন ও মা এক, বাপ দুই এরূপ বোন, তদ্রূপ মা, বাপ, দাদা, দাদী, নানা, নানী ও যত উপরে যাইবে তাহাদের খালা।

(৬) ভাতিজী অর্থাৎ আপন ভাইয়ের কন্যা ও সৎ ভাইয়ের কন্যা এবং তাহাদের সন্তানাদির কণ্যা।

(৭) ভাগিনী অর্থাৎ আপন ও সৎ বোনের কন্যা এবং তাহাদের সন্তানাদির কন্যা।

(৮) দুধ মা; অর্থাৎ আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যে যাহার দুধ পান করিয়াছে।

(৯) দুধ বোন এবং দুধ মায়ের কন্যা; অর্থাৎ যাহার দুধ পান করিয়াছে তাহার অন্যান্য কন্যা।

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বাহিরের যে কোন মেয়ে শিশু আপন মা হইতে দুধ পান করিলে সেই মেয়ে শিশুকে দুধ বোন বলে। তদ্রূপ কোন একজন স্ত্রীলোক হইতে তাহার আপন সন্তান ছাড়া অন্য যতজন ছেলে ও মেয়ে শিশু দুধ পান করিবে তাহারা সকলে একে অপরের দুধ ভাই বোন। তাহাদের মধ্যে একে অপরের সহিত বিবাহ হারাম।

(১০) শ্বাশুড়ী, স্ত্রীর দাদী ও নানীগণ।
(১১) স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যা ও কন্যার কন্যা।
(১২) আপন পুত্রের বধু, পুত্রের পুত্রবধু ও যত নীচের দিকে যাইবে।
(১৩) সহোদরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা বা স্ত্রীর বর্তমানে স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করা। তদ্রূপ স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হইলে ইদ্দত পালন কালে তাহার বোনকে বিবাহ করা।

(১৪) অন্য কোন লোকের স্ত্রীকে বিবাহ করা। কোন স্ত্রীলোক তালাকের পর বা স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত পালন করা অবস্থায় তাহাকে বিবাহ করাও হারাম।

তাহাছাড়া মোশ্‌রেক, কাফের বা বিধর্মী মেয়ে, মোরতাদ অর্থাৎ ইসলাম পরিত্যাগকারিণী ও চারজন স্ত্রী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকাকালে ৫ম কোন নারী বিবাহ করা হারাম। তদ্রূপ চারজন স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রী তালাকের ইদ্দত পালন কালে ৫ম নারী বিবাহ করা হারাম।

পর্দা

পর্দা অর্থ আবরণ। পর্দা করার অর্থ হইতেছে ঢাকিয়া রাখা। স্ত্রীলোকের পর্দা করার অর্থ হইতেছে তাহার শরীর ঢাকিয়া রাখা।

স্ত্রীলোককে "আওরত" বলা হইয়া থাকে। ইহা আরবী শব্দ। "আওরত" শব্দের অর্থ ঢাকিয়া রাখার বস্তু। এই জন্যই স্ত্রীলোককে আওরত বলা হয়। স্ত্রীলোকের শরীর ঢাকিয়া রাখা ইসলামের বিধান মতে ফরয।

পর্দা করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কোরানের বহু জায়গায় মুসলমানদিগকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এখানে কয়েকটি আয়াত শরীফ উল্লেখ করা হইতেছে।

পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা ফরমাইয়াছেন।

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ
لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ○

অর্থঃ— হে পেয়ারা রসুল (ছঃ)। আপনি মুমিনদিগকে বলিয়া দিন তাহারা যেন নিজেদের চক্ষু নীচের দিকে রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। উহা তাহাদের জন্য খুবই পবিত্রতম পন্থা। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা তাহারা যাহা করিতেছে উহা সম্বন্ধে জ্ঞাত। এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকদিগকে বলিয়া দিন তাহারা যেন নিজেদের চক্ষু নীচের দিকে রাখে এবং তাহাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং তাহারা যেন আপন সৌন্দর্য্যের স্থান প্রকাশ না করে। অবশ্য তাহাদের যতটুকু অঙ্গ প্রকাশ না হইয়া পারা যায় না (ইহাতে ক্ষতি নাই) এবং তাহারা যেন ওড়না দ্বারা তাহাদের মাথা, গলা ও বুক ভালভাবে ঢাকিয়া রাখে।

আল্লাহ্ তায়ালা কোরান মজীদে আরও ফরমাইয়াছেন—

وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط

অর্থঃ— এবং তাহাদের (স্ত্রীলোকদের) গোপন সৌন্দর্য্য জানাইয়া দেওয়ার জন্য তাহারা (স্ত্রীলোকেরা) যেন জমিনের উপর চলিবার সময় পা জোরে না মারে।

অন্যত্র আল্লাহ্ তায়ালা কোরান মজীদে আরও ফরমাইয়াছেন—

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ
يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط সূরা: আহযাব ৫৯

অর্থঃ— হে নবী (ছঃ) আপনি আপনার বিবিগণ, আপনার কন্যাগণ এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলিয়া দিন তাহারা যেন আবরণী বা চাদর দ্বারা তাহাদের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বুকের উপরি ভাগ ঢাকিয়া রাখে।

কোরান মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা আরও ফরমাইয়াছেন।

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ٥

অর্থঃ— এবং তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে অবস্থান কর এবং আগের মুর্খযুগের মেয়েদের মত তোমরা তোমাদের যে কোন সৌন্দর্য্য ভিন্ন পুরুষের জন্য প্রকাশ করিও না।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন—

"স্ত্রীলোক গুপ্ত রাখার বস্তু। যখন সে বাহির হয় শয়তান তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করে।" পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে—

একদিন হযরত উম্মেছালমা ও হযরত ময়মুনা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হুমা হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের পবিত্র খেদমতে উপস্থিত থাকা কালে উম্মে মকতুমের ছেলে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। রসূলে করিম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম তখন তাহাদিগকে পর্দা করিতে বলিলে হযরত উম্মে ছালমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্হা রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামকে বলিলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম) সে কি অন্ধ নয়? সে আমাদিগকে দেখিতে পায় না। তখন উত্তরে তিনি বলিলেন, তোমরা কি অন্ধ, তোমরা কি দেখনা?

উপরে বর্ণিত কোরান শরীফ ও হাদীছ শরীফের বিধান মতে এবং পর্দা ও আওরত শব্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্ত্রীলোকদের জন্য পর্দা করা যে অবশ্যই জরুরী (ফরয) তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পর্দার ব্যাপারে অবহেলা করিলে আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁহার রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের আইন অমান্য করা হইবে। সুতরাং পর্দার ব্যাপারে অবহেলা করা মোটেই উচিত হইবে না।

শেষোক্ত হাদীছ শরীফ মতে স্ত্রীলোক যেমন পর পুরুষদেরকে দেখা দেওয়া নিষেধ তেমনি স্ত্রীলোকেরাও পর পুরুষদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষেধ।

স্ত্রীলোক যাহাদেরকে শরীয়তে দেখা দেওয়া জায়েয আছে তাহা বর্ণিত হইল। ১। পিতা ও দাদা ২। স্বামী ৩। স্বামীর বাপ ও দাদা ৪। আপন ভাই, বৈমাত্রীয় ভাই ও বৈপিত্রীয় ভাই। ৫। আপন পুত্র ৬। সতীনের পুত্র ৭। আপন ভাইয়ের পুত্র ৮। আপন ভগ্নির পুত্র ৯। যে কোন নাবালেগ ছেলে ১০। আপন মামা ১১। আপন চাচা ১২। আপন কন্যার স্বামী (জামাই) এবং ১৩। মুমিন স্ত্রীলোক।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

উল্লিখিত ব্যক্তিদের বেলায় সম্পূর্ণ শরীর ঢাকিয়া রাখা স্ত্রীলোকদের জন্য উত্তম। যদি মুখ, হাতের কব্জি এবং পায়ের পাতা খোলা অবস্থায়ও দেখা দেয় তাহা হইলেও শরীয়তের বিধান মতে কোন দোষ হইবে না। ইহার অতিরিক্ত দেখা গেলে কবীরা গোনাহ্ হইবে।

কিন্তু স্বামীর বেলায় উল্লিখিত নিয়ম প্রযোজ্য নহে। স্ত্রী যে কোন অবস্থায় স্বামীকে দেখা দিতে পারিবে।

নবজাত শিশুর নামকরণ ও আক্বীকা

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহাকে গোসল করাইয়া সাদা কাপড়ে জড়াইবে। তারপর ছেলে হইলে কানের কাছে মুখ নিয়া ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত বলিবে এবং মেয়ে হইলে বাম কানে আযান ও ডান কানে ইকামত বলিবে। তারপর মুখে মধুর পানি অথবা মিশ্রির পানি দিবে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ৭ম দিবসে তাহার নাম রাখিবে। নাম রাখিবার সময় আল্লাহ্ তায়ালার যে কোন নামের সহিত অথবা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের নামের সহিত নাম মিলাইয়া রাখা উত্তম।

সন্তান জন্মের ৭ম দিবসে আক্বীকা করিবে। না পারিলে ১৪ অথবা ২১ তারিখে করিবে। অসুবিধা হইলে এর পরেও যে কোন সময় করা যায়। কিন্তু যতদিন পর করুক না কেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার তারিখ হিসাব রাখিয়া ঐ তারিখের পূর্ব তারিখে করা উত্তম। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিবসে মাথা মুড়াইতে হয়। ঐ দিন যদি বুধবার হয় তাহা হইলে অবশ্যই ঐ দিন মাথা মুড়াইবে না। যেহেতু বুধবারে নখ ও চুল কাটিলে কুষ্ঠ রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য সপ্তম দিবস বুধবার হইলে তার পূর্বের দিন মঙ্গলবার অথবা পরের দিন বৃহস্পতিবারে মাথা মুড়াইবে। সন্তানের প্রথম মাথা মুড়াইয়া মাথার চুলের পরিমাণ রৌপ্য গরীবদিগকে দান করিবে। চুলগুলি মাটিতে পুঁতিয়া রাখিবে। ছেলে হইলে দুইটি ছাগল এবং মেয়ে হইলে একটি ছাগলের দ্বারা আক্বীকা করিবে। অর্থাভাব হইলে ছেলের আক্বীকা একটি ছাগলের দ্বারাও করা যায়। আক্বীকার গোশ্ত মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন সকলেই খাইতে পারে। আক্বীকার গোশ্ত কাঁচাও বিতরণ করা যায়

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অথবা পাক করিয়াও লোকদিগকে খাওয়ানো যায়। কোরবানীর জন্তুর যেই হুকুম অর্থাৎ নিখুঁত হওয়া দরকার, আকীকার জন্তুও সেই রকম নিখুঁত হওয়া দরকার। আকীকার জন্তুর চামড়া বিক্রয় করিয়া গরীবদিগকে দান করিয়া দেওয়া ভাল।

আকীকার দোয়া

হে আল্লাহ্ তায়ালা! এই আকীকাটি আমার ছেলে অমুকের (ছেলের নাম লইতে হইবে)। তাহার (আমার ছেলের) রক্ত, গোশ্‌ত, হাড়, চামড়া এবং পশমের পরিবর্তে ইহার (আকীকার জন্তুর) রক্ত, গোশ্‌ত, হাড়, চামড়া এবং পশম দোযখের আগুনে ছদ্‌কা করিয়া দাও। তারপর "بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ" (বিছমিল্লাহে আল্লাহু আক্‌বর) বলিয়া জবেহ করিবে।

সন্তানের বয়স যে দিন ৪ বৎসর ৪ মাস ৪ দিন হইবে, সেই দিন তাহাকে প্রথম শিক্ষা দিবে। অর্থাৎ সেই দিন আরবী ভাষায় ا - ب ইত্যাদি এবং বাংলা ভাষার অ-আ এবং প্রয়োজন বশতঃ অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা দিবে। সেই দিন কিছু সির্‌নী তৈয়ার করিয়া অথবা মিষ্টি দ্রব্য দিয়া ফাতিহা দেওয়া উত্তম।

পায়খানা ও প্রস্রাব

পায়খানা ও প্রস্রাব হইতে পবিত্রতার উপর সমস্ত ইবাদত নির্ভর করে। পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, প্রস্রাব হইতে অপবিত্রতার দরুন অধিকাংশ কবরের আযাব হইয়া থাকে। কাজেই প্রস্রাব করিয়া ভালমত পবিত্র হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

প্রস্রাব করিবার নিয়মাবলী দেওয়া গেলঃ—

(১) টুপী মাথায় না দিয়া বা খালি গায়ে প্রস্রাব করিবে না। টুপীর পরিবর্তে গামছা, তোয়ালে অথবা যে কোন কাপড় মাথায় দেওয়া উত্তম।

(২) উত্তর দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বসিয়া প্রস্রাব করিবে, কখনও দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিবে না। কেবলাকে সম্মুখে অথবা পিছনে রাখিয়া প্রস্রাব করা নিষেধ। করিলে কবিরা গুনাহ্ হয়।

(৩) প্রস্রাব করিবার সময় প্রস্রাব যেখানে পড়ে সেখানে লক্ষ্য রাখিবে; যাহাতে প্রস্রাবের ছিটা গায়ে না পড়ে বা কাপড়ে না লাগে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৪) প্রস্রাব করিবার সময় গুপ্ত অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি করিবে না। দৃষ্টি করিলে চক্ষুর জ্যোতি কমিয়া যায়।

(৫) প্রস্রাব শেষ করার পর ভালমত দোহন করিয়া পানি খরচ করিবে। তারপর উঠিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হাঁটা-হাঁটি করিবে। তারপর ডান রান বাম রানের উপর দিয়া একটু চাপ দিবে, তারপর বাম রান ডান রানের উপর দিয়া একটু চাপ দিবে। এইভাবে কয়েকবার করিবে। পুনরায় দোহন করিয়া প্রস্রাব সাফ করিয়া পানি খরচ করিবে। এইভাবে দরকার বশতঃ দুইবার, তিনবার অথবা চারবার পানি খরচ করিয়া শেষবারের মত পবিত্র হইবে। যেই কাপড়, লুঙ্গি বা পায়জামা পড়িয়া প্রস্রাব করা যায় এবং উল্লিখিত নিয়মে প্রস্রাব হইতে পবিত্র হওয়া যায়, সেই কাপড়, লুঙ্গি অথবা পায়জামা পরিয়া কখনও নামাজ পড়িবে না এবং কোন ইবাদত বন্দেগী করিবে না।

(৬) ঢিলা ব্যবহার করিয়াও প্রস্রাব হইতে পবিত্র হওয়া যায়। ঢিলা তিনটি ব্যবহার করিতে হয়। প্রস্রাব করিয়া প্রথম ঢিলাটি লইয়া প্রস্রাব ভালমতে মুছিয়া লইয়া বাম হাত দ্বারা গুপ্ত অঙ্গের অগ্রে ঢিলাটি ধরিয়া রাখিয়া কিছুক্ষণ হাঁটা-হাঁটি করিবে এবং এক রানের উপর অন্য রান চাপ দিবে, যাহাতে প্রস্রাব বাহির হইয়া যায়। তারপর বসিয়া দোহন করিয়া প্রস্রাব বাহির করিয়া দ্বিতীয় ঢিলা লইয়া প্রথম ঢিলার মত পরিস্কার হইবে। এইভাবে তৃতীয় ঢিলার দ্বারাও পরিষ্কার হইয়া সর্বশেষে পানি খরচ করিবে।

ঢিলা — মাটি, পাথর অথবা কাপড় দ্বারাও লওয়া যায়। প্রস্রাব করিবার সময় অধিক পরিমাণে উলঙ্গ হইবে না। খাওয়া বা পান করার দরকার হইলে প্রস্রাব করার পর অযু করিয়া পানাহার করিতে হয়।

পায়খানা করা ও উহা হইতে পবিত্র হওয়ার নিয়ম

(১) টুপী মাথায় দিয়া এবং খালি গায়ে কখনও পায়খানায় যাইবে না। টুপীর পরিবর্তে গামছা, তোয়ালে অথবা যে কোন কাপড় মাথায় দেওয়া উত্তম। খালি মাথায় পায়খানায় গেলে মানুষ দরিদ্র হয়। পায়খানায় বসিয়া ধুমপান নিষেধ।

(২) পায়খানায় ও প্রস্রাব খানায় প্রবেশ করিবার সময় প্রথমে বাম পা দিয়া ঢুকিবে এবং পানির পাত্র ডান হাতে রাখিবে। বাহির হইবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া বাহির হইবে। উত্তর দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বসিয়া

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

পায়খানা করিবে। কেবলাকে সম্মুখে অথবা পিছনে রাখিয়া পায়খানা করা নিষেধ। করিলে কবিরা গুনাহ্ হয়।

(৩) পায়খানায় প্রবেশ করিবার সময় এই দোয়াটি পড়িবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ -

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ খুবুছি ওয়াল্ খাবাইছ্।

অর্থঃ— হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট দুষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী জাতীয় জিন হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

বাহির হওয়ার সময় এই দোয়াটি পড়িবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

বাঃ উঃ— আল্হামদু লিল্লাহিল্লাযী আয্হাবা আন্নিল্ আযা ওয়া আফানী।

অর্থঃ— সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্য, যিনি আমা হইতে কষ্টদায়ক বা ক্ষতিকারক বস্তুসমূহ দূর করিয়াছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করিয়াছেন।

(৪) পায়খানায় ও প্রস্রাবখানায় পাদানি থাকিলে প্রথমে বাম পা রাখিয়া বসিবে এবং বাম পায়ের উপর ভর রাখিবে।

(৫) পায়খানা করার পর তিনটি ঢিলা ব্যবহার করিতে হয়। গরমের দিনে প্রথম ঢিলা সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাত দিকে শেষ করিবে। দ্বিতীয় ঢিলা পশ্চাত দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখে শেষ করিবে। তৃতীয় ঢিলাও প্রথম ঢিলার ন্যায় করিবে।

শীতকালে প্রথম ঢিলা পশ্চাত দিক হইতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখে শেষ করিবে এবং দ্বিতীয় ঢিলা সম্মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চাত দিকে শেষ করিবে। তৃতীয় ঢিলা প্রথম ঢিলার ন্যায়ই করিবে। তারপর প্রথম বারের মত পানি খরচ করিবে।

(৬) প্রথমবার পানি খরচ করিয়া পায়খানা হইতে বাহির হইয়া কিছুক্ষণ হাঁটা-হাঁটি করিবে। তারপর দ্বিতীয়বার পানি খরচ করিবে এবং প্রয়োজনবোধে তৃতীয়বারও এই রকম পানি খরচ করিয়া পবিত্র হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭) মেয়েলোককেও পায়খানা-প্রস্রাব হইতে ভালরূপে পবিত্র হইতে হয়। মেয়েলোক পায়খানার পর গরম ও শীত উভয় কালে প্রথম ঢিলা সম্মুখ হইতে পশ্চাত দিকে শেষ করিবে। দ্বিতীয় ঢিলা পশ্চাত দিক হইতে সম্মুখ দিকে শেষ করিবে। তৃতীয় ঢিলা প্রথম ঢিলার ন্যায়ই করিবে।

(৮) পায়খানা ও প্রস্রাব করিবার সময় যে কাপড় পরিধানে থাকে, সেই কাপড় বদলাইয়া অন্য কাপড় পরিয়া নামাজ পড়িবে ও ইবাদত বন্দেগী করিবে।

(৯) পায়খানা করিবার সময় গুপ্ত অঙ্গের প্রতি এবং পায়খানার প্রতি দৃষ্টি করিবে না। দৃষ্টি করিলে চোখের জ্যোতি কমিয়া যায়।

(১০) পায়খানা ও প্রস্রাব করার পর অযু করিয়া পবিত্র হইতে হয়, ইহা সুন্নত।

(১১) পায়খানা করার পর কোন কিছু খাওয়ার দরকার হইলে বা পান করিতে হইলে, অযু করিয়া খাইতে বা পান করিতে হয়।

(১২) পায়খানায় বসিয়া থুথু ফেলিলে দাঁতের রোগ হয়।

হায়েজ

স্ত্রীলোক বয়ঃপ্রাপ্তা (বালেগা) হইলে তাহার জরায়ু হইতে রোগ ও গর্ভাবস্থা ছাড়া যে রক্তস্রাব হয় তাহাকে হায়েজ (ঋতুস্রাব) বলে।

(১) ৯ বৎসরের পূর্বে হায়েজের রক্তস্রাব হয় না। ৯ বৎসরের পূর্বে কোন রমণীর রক্তস্রাব হইলে ইহাকে হায়েজ বলা যাইবে না বরং ইহা স্ত্রীরোগ বলিয়া গণ্য হইবে। হায়েজ সাধারণতঃ ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৫৫ বৎসর বয়সের পর রক্তস্রাব হইলে উহাকে স্ত্রীরোগ বলিয়া ধরা হইবে। কিন্তু উক্ত বয়সের পরেও যদি কোন মেয়েলোকের গাঢ় লাল অথবা গাঢ় কালো রঙের রক্তস্রাব হয় অথবা ৫৫ বৎসর বয়সের পূর্বে যেভাবে যে বর্ণে ঋতুস্রাব হইত ৫৫ বৎসর পরেও যদি সেইভাবে সে বর্ণের ঋতুস্রাব দেখা যায় তাহা হইলে ইহাও হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে। উল্লিখিত বর্ণনাগুলির ব্যতিক্রম হইলে উহা এস্তেহাজা বা স্ত্রীরোগ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) হায়েজের মুদ্দত বা সময় কাল কমপক্ষে তিনদিন ও তিনরাত এবং বেশীর পক্ষে ১০ দিন ও ১০ রাত। তিনদিন তিনরাতের কম ও দশদিন দশরাতের বেশী রক্তস্রাব হইলে উহাকে এস্তেহাজা বা রোগ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এস্তেহাজা অবস্থায় নামাজ রোযা আদায় করিতে হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৩) যদি সূর্য্যোদয়ের সময় হায়েজ আরম্ভ হয় তাহা হইলে তারপরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত একদিন ও একরাত ধরিতে হইবে তদ্রূপ যদি সূর্য্যাস্তের সময় হায়েজ আরম্ভ হয় তাহা হইলে তারপরের দিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত একদিন ও একরাত ধরিতে হইবে, এই দুই সময় ব্যতীত অন্য সময় হায়েজ আরম্ভ হইলে, যখন আরম্ভ হয় তখন হইতে ২৪ ঘন্টা পর্য্যন্ত একদিন ও একরাত ধরিতে হইবে। উক্ত নিয়মে ৭২ ঘন্টা পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইলে উহাকে হায়েজ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(৪) ঋতুবতী (হায়েজওয়ালী) স্ত্রীলোকের জন্য নামাজ পড়া, রোযা রাখা, কোরান শরীফ তেলাওয়াত ও স্পর্শ করা, কা'বা ঘর তওয়াফ করা এবং স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা হারাম।

(৫) ঋতুকালীন সময়ের নামাজ ক্বাজা পড়িতে হয় না। উহা মা'ফ কিন্তু ঋতুকালীন রমজান মাসের রোযা পরে ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

(৬) নামাজের ওয়াক্ত শেষ হইবার পূর্বে যদি রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায় তবে তাড়াতাড়ি গোসল করিয়া সে ওয়াক্তের নামাজ পড়িয়া লইবে। যদি সে সময় ওয়াক্ত শেষ হইয়া যাওয়ার দরুন পড়িতে পারা না যায় তাহা হইলে উহার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

(৭) ফরয বা বিত্‌র নামাজ পড়াকালীন অবস্থায় রক্তস্রাব আরম্ভ হইলে তৎক্ষণাৎ নামাজ ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু উহার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে না। নফল নামাজ ও নফল রোযা অবস্থায় যদি রক্তস্রাব আরম্ভ হয়, তবে পাক হওয়ার পরে উহার ক্বাজা আদায় করা ওয়াজিব।

(৮) রক্তস্রাব কাহারও একই নিয়মে হয় কিন্তু অনেকের এক নিয়মে হয় না। কাহারও তিনদিন, কাহারও চার দিন, কাহারও পাঁচ, ছয়, সাত, আট বা নয়দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, তবে উর্দ্ধকাল দশদিন পর্য্যন্ত। ১০ দিনের অতিরিক্ত যে কয়দিন রক্তস্রাব হয়, উহা এস্তেহাজা বা রোগ বলিয়া গণ্য হইবে। দশদিনের ভিতর যাহার যখন রক্তস্রাব বন্ধ হয় তখনই গোসল করিয়া নামাজ, রমজান মাস হইলে রোযা আদায় করিবে।

(৯) কোন কোন স্ত্রীলোকের দশদিনের ভিতর কোন এক নির্দিষ্ট দিনে হায়েজের রক্তস্রাব বন্ধ হওয়ার অভ্যাস বা নিয়মে পরিণত হয়। অর্থাৎ হায়েজ আরম্ভ হওয়ার পর ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম অথবা ১০ম এই সমস্ত দিনের

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মধ্যে যে নির্দিষ্ট দিনে যে স্ত্রীলোক হায়েজ হইতে পাক হয় সে নির্দিষ্ট দিনই সেই স্ত্রীলোকের জন্য অভ্যস্থ নিয়মের দিন বলিয়া গন্য করা হইবে।

কোন সময় যদি ঐ নির্দিষ্ট অভ্যস্থ নিয়মের দিন অতিক্রম করিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে এবং উহা উর্দ্ধ মুদ্দত ১০ দিনের মধ্যে অথবা ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে উহাও হায়েজের মুদ্দতের মধ্যে হওয়ার দরুণ হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে। রক্ত বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করিয়া নামাজ পড়িবে। রমজান মাস হইলে রোযা রাখিবে এবং রমজান মাসে হায়েজ অবস্থায় যতদিন হইবে ততদিনের রোযা পরে ক্বাজা আদায় করিয়া দিবে। কিন্তু যদি ১০ দিনের পরও রক্তস্রাব চলিতে থাকে তাহা হইলে উহা এস্তেহাজা বা রোগ ধরিতে হইবে। ১০ দিন অতিক্রম করার সাথে সাথে গোসল করিয়া নামাজ এবং রমজান মাস হইলে রোযা আদায় করা ফরয এবং ঐ নির্দিষ্ট নিয়মের দিন হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত যতদিন হয়, ততদিনের নামাজের ক্বাজা আদায় করিয়া দিতে হইবে। এক্ষেত্রে ১০ দিনই যদি রমজান মাসে হয় তাহা হইলে ১০ দিনের রোযাই পরে ক্বাজা আদায় করিয়া দিতে হইবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে একজন স্ত্রীলোক প্রত্যেকবারে হায়েজ হওয়ার ৫ম দিনে হায়েজ হইতে পাক হওয়া অভ্যাস বা নিয়মে পরিণত হইল, কিন্তু কোন এক সময়ে এই ৫ দিন অতিক্রম করিয়া ৭, ৮, ৯ অথবা ১০ দিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইল; যেহেতু ইহা হায়েজের মুদ্দতের ভিতর সেহেতু ইহাও হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ১০ দিনের অতিরিক্ত হইয়া যদি ১১ বা ১২ দিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে এই অভ্যস্ত স্ত্রীলোকের ৫ দিনের অতিরিক্ত যে ৬ দিন বা ৭ দিন রক্তস্রাব হইয়াছে, উহাকে এস্তেহাজা বা রোগ ধরা হইবে এবং ১০ দিন অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে গোসল করতঃ পাক হইয়া নামাজ রোযা আদায় করিতে হইবে; যদিও রক্তস্রাব বন্ধ না হয়। এই অভ্যস্থ ৫ দিনের পরে এবং ১০ দিনের ভিতরে যে ৫ দিন হইয়াছে উহার নামাজ ক্বাজা আদায় করিতে হইবে। রমজান মাস হইলে ১০ দিনের রোযার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে। কিন্তু যদি ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর হইতে গোসল করিয়া নামাজ আদায় না করিয়া থাকে তাহা হইলে এই অভ্যস্থ ৫ দিনের পর হইতে যে ৬ বা ৭ দিনের নামাজ আদায় করে নাই উহার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে এবং ১০ দিন পরে রমজান মাসের রোযাও যদি আদায় না করিয়া থাকে তাহা হইলে উহারও ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১০) যদি কোন স্ত্রীলোক ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ অথবা ৯ দিন এই রকম অনিয়মে রক্তস্রাবের পর হায়েজ হইতে পাক হয়, এই রকম স্ত্রীলোকের কোন সময় ১০ দিনের অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে তাহাকে অনিয়মের শেষবারে যতদিনে হায়েজ হইতে পাক হইয়াছে, ততদিন বাদ দিয়া বাকী সময়টুকু এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক— এই রকম অনিয়মে হায়েজ ওয়ালী একজন স্ত্রীলোক শেষ বারে ৮ম দিবসে হায়েজ হইতে পাক হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্তীবারে এই ৮ম দিবস অতিক্রম করিয়া ১৩ দিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হইল। যেহেতু এই স্ত্রীলোকটি পূর্ববর্তী হায়েজে ৮ম দিবসে পাক হইয়াছিল সেহেতু তাহাকে এবারেও ১৩ দিনের মধ্যে ৮ দিন হায়েজ ধরিয়া বাকি ৫ দিন এস্তেহাজা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু ১০ দিন পর গোসল করিয়া নামাজ এবং রমজান মাস হইলে রোযা আদায় করিতে হইবে। ৮ দিনের পর ১০ দিন পর্য্যন্ত যে দুইদিন নামাজ পড়িতে পারে নাই, উহার কাজা আদায় করিতে হইবে। রমজান মাস হইলে এই ৮ দিনসহ মোট ১০ দিনের রোযার কাজা আদায় করিয়া দিতে হইবে।

(১১) যদি কোন অভ্যস্ত স্ত্রীলোকের তিনদিন তিনরাতের পর রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল করিয়া নামাজ রোযা আদায় করিতে হইবে। পূর্বের অভ্যস্থ নিয়মের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। অবশ্য যে নামাজের সময় রক্ত বন্ধ হয় সেই নামাজের শেষ সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব এবং অভ্যস্থ মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সহবাস জায়েয নহে।

যদি এই তিনদিন তিনরাতের পর রক্ত বন্ধ হইয়া কিছুদিন পাক থাকার পর পুনরায় হায়েজের ঊর্দ্ধমুদ্দত ১০ দিনের মধ্যে রক্তস্রাব হয় এবং ১০ দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে মাঝে যে দিনগুলি পাক ছিল ঐ দিনগুলি সহ হায়েজের মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু যদি ১০ দিনের অধিক সময় পর্য্যন্ত রক্তস্রাব চলিতে থাকে তাহা হইলে পূর্বের অভ্যস্থ নিয়মের দিন পর্য্যন্ত হায়েজ ধরিয়া অবশিষ্ট যতদিন রক্তস্রাব হইল উহা এস্তেহাজার মধ্যে গণ্য হইবে। ১০ দিন অতিক্রম করার সাথে সাথে গোসল করিয়া নামাজ এবং রমযান মাস হইলে রোযা আদায় করিতে থাকিবে। অভ্যস্থ নিয়মের দিন হইতে ১০ দিন পর্য্যন্ত যতদিন হয় ততদিনের নামাজের কাজা আদায় করিবে। যদি ১০ দিন পর গোসল করিয়া নামাজ রোযা আদায় না করিয়া থাকে তাহা হইলে উহারও কাজা আদায় করিয়া দিতে হইবে। তিনদিন তিনরাতের পর পাক হইয়া যে নামাজ ও রোযা আদায় করিয়াছে, উহা শরীয়তের বিধান মতে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর করিয়াছে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বিধায় কোন পাপ হইবে না, বরং আদায়কৃত নামাজ-রোযার জন্য ছওয়াব পাইবে। কিন্তু পুনরায় রোযার কাজা আদায় করিতে হইবে।

(১২) রমজান মাসে ঋতুবতী স্ত্রীলোকের ১০ দিন পূর্ণ হইয়া শেষ রাতে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর যদি সে "আল্লাহু আক্‌বর" বলিতে পারে রাতের এতটুকু সময় না থাকে তাহা হইলে ঐ দিনের রোযা ঐ ঋতুবতীর উপর ওয়াজেব।

(১৩) ১০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি রক্ত বন্ধ হয় এবং রক্ত বন্ধ হওয়ার পর এতটুকু সময় থাকে যে, ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে গোসল করিয়া কাপড় পরিধান করিয়া "আল্লাহু আক্‌বর" বলিতে পারে তবে ঐ দিনের রোযা রাখা ঐ ঋতুবতীর উপর ফরয। গোসল করিয়া রোযার নিয়ত করাই উত্তম। গোসল করার পূর্বেও নিয়ত করা যায়, কিন্তু সকালে গোসল করিয়া লইবে। যদি ছোব্‌হে ছাদেকের পূর্বে গোসল করিয়া কাপড় পরিধান করিয়া "আল্লাহু আক্‌বর" বলার মত সময়ও না থাকে তবে ঐ দিনের রোযা রাখা ফরয নহে। তবে দিনভর বিনা নিয়তে রোযাদারের মত থাকা ওয়াজিব। রোযা ভঙ্গ হয় এরূপ কোন কাজ করা হারাম। যেমনঃ— খানাপিনা ইত্যাদি হারাম। পরে এই রোযার কাজা আদায় করিতে হইবে।

(১৪) সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্বে দিনের যে কোন সময় ঋতুবতীর রক্ত বন্ধ হইলে, বন্ধ হওয়ার সময় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখা ওয়াজিব এবং রোযা ভঙ্গ হয় এরূপ কোন কাজ করাও হারাম। পরে এই রোযার কাজা আদায় করিয়া দিতে হইবে।

(১৫) ঋতুবতী স্ত্রীলোকের রক্ত যাহাতে শরীর ও কাপড়ে না লাগে তজ্জন্য পরিস্কার কাপড়ের পুটুলী ব্যবহার করিতে হয়। মাঝে মাঝে এই পুটুলী বদলাইতে হয়।

(১৬) ঋতুস্রাবের ছয়টি রং যথাঃ— লাল, কালো, সবুজ, ধুসর, মেটে এবং হল্‌দে। উক্ত ছয়টি রং-এর যে কোন একটি রং মুদ্দতের ভিতর দেখা দিলে উহা হায়েজের রক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৭) ঋতুকালীন সময়ে নামাজের ওয়াক্ত হইলে অযু করিয়া কেবলামুখী হইয়া কয়েকবার আল্লাহু, আল্লাহু পড়িয়া ৭০ বার "আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্‌" পড়িলে বেশুমার ছওয়াব পাওয়া যায়।

(১৮) হায়েজের মুদ্দতের মধ্যে সব সময় রক্ত প্রবাহিত না হইয়া যদি মাঝে মাঝে রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে উহাও হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(১৯) কোন এস্তেহাজাওয়ালী স্ত্রীলোকের রক্ত যদি নামাজের ওয়াক্ত শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত এতটুকু সময়ের জন্যও বন্ধ না থাকে যে অযু করিয়া ফরয নামাজ আদায় করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে মা'যুর বলা যাইবে। এরূপ স্ত্রীলোকের প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নূতন অযু করিতে হইবে এবং ঐ অযু দ্বারা ঐ ওয়াক্তের ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত ও নফল সব নামাজই পড়িতে পারিবে। কিন্তু ঐ ফরয নামাজের ওয়াক্ত চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অযু নষ্ট হইয়া যাইবে। যেমনঃ— সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ফজর নামাজের জন্য অযু করিল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অযু ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যোহরের নামাজের অযু দ্বারা যোহরের নামাজের ওয়াক্তের সব রকম নামাজই পড়িতে পারিবে। আছরের নামাজের জন্য পুনরায় অযু করিতে হইবে।

(২০) নামাজের সম্পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে রক্তস্রাব যদি এতটুকু সময় বন্ধ থাকে যে, অযু করিয়া ঐ রক্ত বন্ধের সময়ে ফরয নামাজ আদায় করা যায়, তাহা হইলে উহা উযর বলিয়া সাব্যস্ত হইবে না। এই রক্ত বন্ধের সময়ে তাড়াতাড়ি অযু করিয়া নামাজ আদায় করিতে হইবে। নতুবা গুনাহ্গার হইবে।

(২১) হায়েজের মুদ্দতের মধ্যে যদি পবিত্রতা দেখা দেয় তাহা হইলে এই পবিত্রতার দিনগুলিও হায়েজ ধরা হইবে। উদাহরণ স্বরূপ একজন স্ত্রীলোকের ৯ দিন হায়েজ হওয়ার নিয়ম হইয়া গিয়াছিল কিন্তু কোন এক সময় তাহার দুইদিন রক্তস্রাব হওয়ার পর ৩ দিন বন্ধ রহিল, পুনরায় ৩ দিন রক্তস্রাব হওয়ার পর ১ দিন বন্ধ রহিল। সুতরাং মাঝে ৩ দিন এবং পরে ১ দিন মোট ৪ দিন পাক থাকা সত্বেও উহা হায়েজের মুদ্দতের মধ্যে হওয়ার দরুণ হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ মোট ৯ দিনই হায়েজ ধরিতে হইবে। তদ্রূপ রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর তিনদিন তিনরাত অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে রক্ত বন্ধ হইয়া পুনরায় ১০ দিনের ভিতরে রক্তস্রাব হইলে এবং উহা ১০ দিনের মধ্যে বন্ধ হইলে উহাও হায়েজ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২২) দুই হায়েজের মধ্যবর্তী সময়ে পাক থাকাকে "তহুর" বলা হয়। তহুরের সর্ববনিম্ন মুদ্দত ১৫ দিন। উর্দ্ধ মুদ্দতের কোন সীমা নাই।

কোন স্ত্রীলোকের হায়েজের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর ১৫ দিনের ভিতরে পুনরায় রক্তস্রাব দেখা দিলে উহাকে এস্তেহাজা বলা হইবে। ১৫ দিন পূর্ণ পাক থাকার পর অথবা উহার চেয়ে বেশী দিন পাক থাকার পর পুনরায় রক্তস্রাব হইলে উহাকে হায়েজের রক্ত বলা যাইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(২৩) নেফাছের উর্দ্ধতম মুদ্দত ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পরে কমপক্ষে ১৫ দিন পবিত্র থাকার পর পুনরায় রক্তস্রাব দেখা গেলে ইহাকে হায়েজ বলা হইবে। ৪০ দিনের ভিতর দেখা গেলে নেফাছ হইবে। ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পর ১৫ দিন পবিত্র থাকার পূর্বে অর্থাৎ সন্তান জন্মলাভের ৪০ দিন পর ৫৫ দিনের ভিতর রক্তস্রাব দেখা দিলে ইহাকে এস্তেহাজা বলা হইবে।

(২৪) যদি কোন স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর অনবরত চলিতে থাকে, মাঝখানে ১৫ দিনের জন্যও যদি বন্ধ না হয় এবং ইহাই যদি তাহার প্রথম হায়েজ হয় তাহা হইলে রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম ১০ দিন হায়েজ এবং পরবর্তী ২০ দিন এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। পরবর্তী ৩০ দিনও যদি অনুরূপভাবে রক্তস্রাব চলে তাহা হইলে উক্ত নিয়মে প্রথম ১০ দিন হায়েজ এবং অবশিষ্ট ২০ দিন এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত এইভাবে রক্তস্রাব চলিতে থাকে উক্ত নিয়মে হায়েজ ও এস্তেহাজার দিন ধরিতে হইবে।

যদি পূর্বে আরও হায়েজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্বে যতদিন হায়েজ হওয়ার নিয়ম ছিল, ততদিন হায়েজের দিন ধরিয়া অবশিষ্ট দিনগুলি এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ পূর্বে ৫ দিন হায়েজ হওয়ার অভ্যাস থাকিলে এবং বর্তমান হায়েজে যদি মাসাধিক কাল রক্তস্রাব হইতে থাকে, তবে ৩০ দিনের মধ্যে ৫ দিন হায়েজ ধরিয়া বাকী ২৫ দিন এস্তেহাজা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত নিয়মে হায়েজের দিন ধরিতে হইবে।

(২৫) কোন স্ত্রীলোকের দুই একদিন রক্তস্রাব হইয়া বন্ধ হইয়া গেলে এমতাবস্থায় ইচ্ছা করিলে গোসল করিয়া অথবা বিনা গোসলে অযু করিয়াই নামাজ পড়িতে হইবে।

কিন্তু রক্ত বন্ধ হওয়ার পর ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে পুনরায় রক্তস্রাব হইলে তখন গোসল করিয়া ফেলিতে হইবে এবং যে কয়দিন রক্তস্রাব বন্ধ ছিল ঐ দিনগুলিও রক্তস্রাবের মধ্যে ধরিতে হইবে। এমতাবস্থায় যদি পূর্বে হায়েজের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে ঐ মেয়াদের পরিমাণ দিন হায়েজ ধরিয়া বাকী দিনগুলি এস্তেহাজা ধরিবে। এই এস্তেহাজা দিনের নামাজ কাজা করিতে হইবে। প্রথম ঋতুবতী হইলে ১০ দিন হায়েজ ধরিয়া বাকি দিনগুলি এস্তেহাজা ধরিবে এবং উহার নামাজ কাজা পড়িবে। অভ্যস্থ মেয়াদওয়ালী স্ত্রীলোক যদি তাহার অভ্যস্থ মেয়াদের পরে গোসল করিয়া থাকে এবং প্রথম ঋতুবতী যদি ১০ দিন পর গোসল করিয়া থাকে তাহা হইলে নামাজের কাজা করিতে হইবে না। রমজান

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মাস হইলে হায়েজের দিনগুলির রোযা ক্বাজা করিতে হইবে। রোযা থাকা অবস্থায় রক্তস্রাব হইলে রোযা ভঙ্গ হয় তবে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার নিষেধ।

বিশেষ সতর্কতা

হায়েজ ও নেফাছের মস্য়ালাগুলি সঠিকভাবে পালন করিতে হইবে। যদি সঠিকভাবে পালন করা না যায় তাহা হইলে গুনাহ্‌গার হইতে হইবে। এই জন্য প্রত্যেক স্ত্রীলোককে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের প্রতিবারে হায়েজ ও নেফাছ আরম্ভ ও শেষ হওয়ার দিন তারিখ সঠিকভাবে হিসাব রাখে। যাহাতে মস্য়ালাগুলি সঠিকভাবে পালন করিতে সক্ষম হয়।

নেফাছ

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর স্ত্রীলোক হইতে যে রক্ত বাহির হয় তাহাকে নেফাছ বলে।

(১) নেফাছের নিম্নতম মেয়াদের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। তবে তাহার উর্দ্ধতম মেয়াদ ৪০ দিন। ৪০ দিনের বেশী হইলে উহা রোগ ধরিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া নামাজ রোযা করিবে।

(২) সন্তানের কোন অঙ্গ গঠিত হওয়ার পর গর্ভ নষ্ট হইলে এই প্রসূতি স্ত্রীলোককেও নেফাছের মুদ্দত ও নিয়মগুলি পালন করিতে হইবে।

(৩) সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ৪০ দিনের ভিতর যে সময় রক্তস্রাব বন্ধ হয় সেই সময়ই গোসল করতঃ পাক হইয়া নামাজ রোযা করিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ একজন স্ত্রীলোক নেফাছ হওয়ার ২০ দিন পরে রক্তস্রাব হইতে পাক হইল, তাহাকে ৪০ দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গোসল করতঃ পাক হইয়া নামাজ রোযা করিতে হইবে।

(৪) যদি কোন স্ত্রীলোকের নেফাছের রক্ত ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০ অথবা ৪০ দিনের মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার নিয়ম হইয়া গিয়া থাকে তবে ঐ নির্দিষ্ট নিয়মের দিন রক্ত বন্ধ হওয়ার পরই গোসল করতঃ পাক পবিত্র হইয়া নামাজ পড়িবে এবং রমজান মাস হইলে রোযা পালন করিতে হইবে। নেফাছের দিনগুলি রমজান মাসে হইলে রোযার ক্বাজা পরে আদায় করিতে হইবে। যদি কোনবার এই নির্দিষ্ট নিয়মের দিন অতিক্রম করিয়া ৪০ দিনের বেশী ১ ঘন্টাও রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে ঐ নির্দিষ্ট নিয়মের দিন বাদ দিয়া অবশিষ্ট সময় বা দিনগুলি এস্তেহাজা বা রোগ বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ৪০ দিন অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া নামাজ রোযা আদায় করিবে; এবং অভ্যস্থ দিন হইতে ৪০ দিন পর্য্যন্ত যতদিন হইবে ততদিনের নামাজ ক্বাজা আদায় করিতে হইবে। রমজান মাস হইলে এক্ষেত্রে ৪০ দিনের মধ্যে যত দিন রমজান মাস হইবে ততদিনের রোযার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে। নির্দিষ্ট নিয়মের দিন অতিক্রম করিয়া যদি রক্তস্রাব চলিতে থাকে এবং ৪০ দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে উহাও নেফাছ ধরিতে হইবে।

(৫) নেফাছওয়ালী স্ত্রীলোকের জন্য নামাজ পড়া, রোযা রাখা, কোরান তেলাওয়াত করা ও স্পর্শ করা, ক্বাবা ঘর তওয়াফ্ করা এবং স্বামীর সঙ্গে সহবাস করা হারাম।

(৬) নেফাছের রক্তস্রাব চলাকালীন নামাজ ক্বাজা আদায় করিতে হয় না কিন্তু রমজান মাসের রোযা পরে ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

(৭) নামাজের ওয়াক্ত শেষ হইবার পূর্বে যদি রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায় তবে তাড়াতাড়ি গোসল করিয়া সেই ওয়াক্তের নামাজ পড়িয়া লইবে। যদি সেই সময় ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দরুন পড়িতে না পারে তাহা হইলে উহার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

(৮) যদি কোন স্ত্রীলোকের নেফাছের রক্ত বন্ধ হওয়ার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম না থাকে বরং ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০, ৩৫ অথবা ৪০ দিনের ভিতরে যে কোন অনির্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হওয়ার পর বন্ধ হয়, এরূপ স্ত্রীলোকের যদি কোন সময় ৪০ দিনের অধিক সময় পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে অনিয়মের শেষবারে অর্থাৎ ঐ বারের পূর্বের বারে যতদিনে নেফাছ হইতে পাক হইয়াছিল এবারও ততদিন নেফাছ ধরিতে হইবে এবং অতিরিক্ত দিনগুলি এস্তেহাজা ধরিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ কোন স্ত্রীলোক অনিয়মের শেষবারে অর্থাৎ গতবারে ২৫ দিনে পাক হইয়াছিল, কিন্তু এবার ৪০ দিনের বেশী রক্তস্রাব হইল, এমতাবস্থায় এবারও তাহাকে ২৫ দিন নেফাছ ধরিতে হইবে। এই ২৫ দিনের অতিরিক্ত দিনগুলি এস্তেহাজা ধরিতে হইবে; কিন্তু ৪০ দিন অতিক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোসল করিয়া নামাজ রোযা আদায় করিতে হইবে এবং ২৫ দিন হইতে ৪০ দিন পর্য্যন্ত ১৫ দিনের ফরয ও ওয়াজেব নামাজ সমূহের ক্বাজা আদায় করিতে হইবে। রমজান মাস হইলে যত রোযা রাখিতে পারে নাই তত রোযার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৯) নেফাছের উর্দ্ধ মুদ্দত ৪০ দিনের মধ্যে যদি কোন সময় রক্তস্রাব হইল এবং কোন সময় হইল না অর্থাৎ মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়া রক্তস্রাব হইল তাহা হইলে উহাও নেফাছ বলিয়া গণ্য হইবে, যদিও রক্তস্রাব আরম্ভ হওয়ার পর ১৫ দিন বন্ধ থাকিয়া পুনরায় রক্ত প্রবাহিত হয়। কিন্তু যদি দুই একদিন অথবা তদুর্দ্ধ কিছুদিন রক্তস্রাবের পর রক্ত বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে ৩ নম্বরে বর্ণিত মস্য়ালা অনুযায়ী গোসল করিয়া নামাজ পড়িতে হইবে এবং রমজান মাস হইলে রোযাও পালন করিতে হইবে। পরে যদি উর্দ্ধ মুদ্দত ৪০ দিনের মধ্যে পুনরায় রক্তস্রাব দেখা দেয় এবং ৪০ দিনের মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়, উহাও নেফাছ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। মাঝখানে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর আদায়কৃত নামাজ রোযাগুলি শরীয়তের বিধানমতে মা'ফ অর্থাৎ ক্ষমাকৃত হইবে। ইহাতে কোন গুনাহ্ হইবে না, বরং শরীয়তের আদেশ মোতাবেক হওয়ার কারণে ছওয়াবের ভাগী হইবে। কিন্তু রোযার ক্বাজা পরে আদায় করিয়া দিতে হইবে।

(১০) ফরয বা বিত্র নামাজে রত থাকা অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নামাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে। উহার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে না। কিন্তু নফল নামাজ পড়াকালীন অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে উহার ক্বাজা আদায় করা ওয়াজেব। রোযা থাকা অবস্থায় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। পরে উহার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

(১১) রমজান মাসে নেফাছওয়ালী স্ত্রীলোকের ৪০ দিন পূর্ণ হইয়া শেষরাত্রে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর যদি "আল্লাহু আকবর" বলার মত রাতও না থাকে তাহা হইলে ঐ দিনের রোযা রাখা তাহার উপর ওয়াজেব।

(১২) ৪০ দিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যদি নেফাছের রক্ত বন্ধ হয় এবং রক্ত বন্ধ হওয়ার পর রাতের এতটুকু সময় থাকে যে, ছোব্হে ছাদেকের পূর্বে গোসল করিয়া কাপড় পরিধান করিয়া "আল্লাহু আক্বর" বলিতে পারে তাহা হইলে ঐ দিনের রোযা রাখা তাহার উপর ফরয। গোসল করিয়া রোযার নিয়ত করাই উত্তম, নতুবা তখনকার মত নিয়ত করিয়া লইবে। সকালে গোসল করিবে। যদি ছোব্হে ছাদেকের পূর্বে গোসল করিয়া কাপড় পরিধান করিয়া "আল্লাহু আক্বর" বলার মত সময় না থাকে তাহা হইলে ঐ দিনের রোযা রাখা ফরয নহে। তবে বিনা নিয়তে দিনভর রোযাদারের মত থাকা ওয়াজেব। রোযা ভঙ্গ হয় এরূপ কোন কাজ করা হারাম, পরে ঐ রোযার ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

(১৩) সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে সূর্য্যাস্তের পূর্বে দিনের যে কোন সময় নেফাছের রক্ত বন্ধ হইলে, বন্ধ হওয়ার পর হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখা ওয়াজেব এবং রোযা ভঙ্গ হয় এরূপ কোন কাজ করাও হারাম, পরে ঐ রোযার

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ক্বাজা আদায় করিতে হইবে।

(১৪) নেফাছের রক্তেরও হায়েজের রক্তের মত ছয়টি রং যথাঃ— লাল, কালো, সবুজ, ধুসর, মেটে এবং হল্দে।

(১৫) নেফাছের সময়ে নামাজের ওয়াক্ত হইলে অযু করিয়া কেবলা মুখী হইয়া কয়েকবার আল্লাহু, আল্লাহু পড়িয়া ৭০ বার "আস্তাগ্ফিরুল্লাহ্ পড়িলে বেশুমার ছওয়াব পাওয়া যায়।

(১৬) নেফাছের সময় রক্ত যাহাতে শরীর ও কাপড়ে না লাগে তজ্জন্য কাপড়ের পুটুলী ব্যবহার করিতে হইবে। মাঝে মাঝে পুটুলী বদলাইতে হইবে।

(১৭) মেয়েদের গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব হইলে উহাকে এস্তেহাজা বা স্ত্রীরোগ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, উহা নেফাছ নহে।

গীবত

গীবত অর্থ পরনিন্দা। অর্থাৎ অপরের দোষ বর্ণনা করা। যে কথা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, কোন লোকের সম্মুখে বলিলে সে অসন্তুষ্ট হয়, সেই কথা তাহার অনুপস্থিতিতে অপরের নিকট বলাকে গীবত বলে। গীবত করা কবীরা গুনাহ্ অর্থাৎ মহাপাপ। পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন— "যে ব্যক্তি গীবত করে, সে যেন স্বীয় মৃত ভ্রাতার গোশ্ত ভক্ষণ করে।" পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "গীবত হইতে দূরে থাক, কেননা গীবত ব্যভিচার হইতেও মন্দ।"

আরও হাদীছ শরীফে আছে— "গীবতকারীর পুণ্য যাহার গীবত করা হইয়াছে, তাহার নিকট চলিয়া যায়। যদি গীবতকারীর কোন পুণ্য না থাকে, তবে যাহার গীবত করা হইয়াছে, তাহার পাপ গীবতকারীর পাপের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়।" কাজেই গীবতরূপ মহাপাপ হইতে আমাদের প্রত্যেককেই বাঁচিয়া থাকা একান্ত দরকার। গীবত করা যেমন পাপ, গীবত শ্রবণ করাও তেমন পাপ। যদি কেহ ভুলবশতঃ গীবত করিয়া ফেলে, তবে তাহার উচিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তায়ালার নিকট তওবা করা এবং নিন্দিত ব্যক্তির জন্য

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ

(বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাগ্ফির্ লানা ওয়া লাহু। অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে এবং তাহাকে ক্ষমা কর) বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা নিন্দিত ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়া। যদি বেশী লোকের গীবত করা হয় তাহা হইলে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(বাঃ উঃ—আল্লাহুম্মাগ্‌ফির্ লানা ওয়া লাহুম্। অর্থঃ আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে এবং তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দাও।) বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা।

বদ্‌গুমান

বদ্‌গুমান অর্থ কাহারও বিরুদ্ধে মনে মনে খারাপ ধারণা পোষণ করা। এইরূপ বদ্‌গুমান করা হারাম। পবিত্র হাদীছ শরীফে কাহারও বিরুদ্ধে বদগুমান করা (কু-ধারণা) হারাম করা হইয়াছে। কাজেই বদ্‌গুমান পাপ হইতেও আমাদের বাঁচিয়া থাকা দারকার।

চুগোলখোরী

চুগোলখোরীও মহাপাপ। যে ব্যক্তি একজনের কথা অপ্রিয়ভাবে অপরজনের কানে লাগায়, তাহাকে চুগোলখোর বলে। পবিত্র হাদীছ শরীফে আছেঃ—চুগোলখোর বেহেশ্‌তে যাইবে না। চুগোলখোরী পাপ হইতেও আমাদের বাঁচিয়া থাকা একান্ত কর্তব্য।

মিথ্যা

গুনাহ্ (পাপ) দুই প্রকার। কবীরা (বড়) গুনাহ্ ও ছগীরা (ছোট) গুনাহ্। মিথ্যা কথা বলা কবীরা গুনাহ্। তদ্রূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, মিথ্যা বই পুস্তক লিখা, মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে, চাকুরীতে অর্থাৎ জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে, যে কোন উপায়ে মিথ্যার আশ্রয় লওয়া কবীরা গুনাহ্। হাসি, ঠাট্টা বা কৌতুক করিয়া মিথ্যা বলা জায়েজ নাই।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "তোমরা মিথ্যা হইতে সতর্ক হইবে, কেননা তাহা পাপীদের সাথী এবং উভয়েই দোযখে অবস্থিত।" আরও হাদীছ শরীফে আছে— "মিথ্যা কথা মোনাফেকীর একটি গবাক্ষ। মিথ্যা কথা জীবিকা হ্রাস করে।" সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই মিথ্যা হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত দরকার।

মোনাফেকী

মনে ও মুখে, কথায় ও কাজে এক না হইলে, মিল না থাকিলে তাহাকে কপটতা বা মোনাফেকী বলে। মোনাফেকী কবীরা গুনাহ্। পবিত্র কোরান শরীফে আছে— "মোনাফেক দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করিবে।" পবিত্র কোরান শরীফে আরও আছে— "তাহাদের (মোনাফেকদের) ভিতর কাহারও মৃত্যু হইলে কখনও জানাযা পড়িও না, তাহাদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইও না।" মোনাফেকীর গুনাহ্ মাফ নাই। সুতরাং মোনাফেকী হইতে বাঁচিয়া থাকা সকলেরই কর্তব্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হালাল উপার্জন

শরীয়তের নির্দেশানুযায়ী জীবিকা, ধন-দৌলত, টাকা পয়সা ইত্যাদি উপার্জন করাকে হালাল উপার্জন বলে। হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করা ফরযে আইন। হালাল রিয্‌ক খাইয়া এবং হালাল বস্ত্র পরিধান করিয়া ইবাদত করিলে তাহা আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কবুল হয়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে তাহা কবুল হয় না। হারাম রিয্‌ক খাইয়া সারা রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করিলে এবং সারা বৎসর রোযা রাখিলে তাহাতে আধ পয়সার মূল্যও হইবে না। একবেলা হারাম খাদ্য খাইলে তের বৎসরের ইবাদত নষ্ট হইয়া যায়। তদ্রূপ দশ দিরহাম মূল্যের একখানা কাপড় খরিদ করিয়া উহার নয় দিরহাম হালাল এবং এক দিরহাম হারাম হইলে ঐ কাপড় পরিয়া নামাজ পড়িলে তাহাও কবুল হইবে না। হারাম রুজীর দ্বারা যে জিহবার মাংস বর্দ্ধিত হয়, সেই জিহবার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালার নিকট দোয়া করিলে তাহা কবুল হয় না। হারাম দ্রব্য ভক্ষণকারীর শরীর দোজখের আগুনে জ্বলিবে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই হালাল উপায়ে রুজী রোজগার করা অপরিহার্য্য কর্তব্য।

নিম্নলিখিত উপায়ে হালাল উপার্জন করা যায়

(১) ধর্মের জন্য জিহাদ করিয়া।

(২) না ঠকাইয়া, ধোকা না দিয়া, ওজনে কম না দিয়া, ভাল ও মন্দ জিনিস একত্রে না মিশাইয়া, ভাল নমুনা দেখাইয়া মন্দ জিনিস না দিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করা।

(৩) কর্মচারীদের উপর জোর-জুলুম না করিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান কায়েম করা।

(৪) আইল না কাটিয়া এবং জোরপূর্বক জমি দখল না করিয়া কৃষি কার্য্য করা।

(৫) ফাঁকি না দিয়া, কর্তব্যে অবহেলা না করিয়া, অন্যায় অবিচার না করিয়া চাকুরী করা।

নিম্নলিখিত উপায়ে উপার্জিত টাকা-পয়সা হারাম

(১) সুদের উপায়ে উপার্জিত অর্থ।

(২) ঘুষের উপায়ে উপার্জিত অর্থ।

(৩) জুয়া ও চুরির উপায়ে উপার্জিত অর্থ।

(৪) ডাকাতি, হাইজ্যাক ও জোরপূর্বক অন্যের সম্পদ হরণ করিয়া উপার্জিত অর্থ।

(৫) প্রতারণাপুর্বক উপার্জিত অর্থ।

(৬) রক্ত, কুকুর এবং নেশা জাতীয় দ্রব্যের বিক্রয়ের অর্থ।

(৭) জীব-জন্তুর ছবি বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৮) বেশ্যাবৃত্তি ও গানের দ্বারা উপার্জিত অর্থ।

(৯) মৃত প্রাণী বা মূর্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ।

(১০) ঠকাইয়া, ধোকা দিয়া, ওজন কম দিয়া, ভাল-মন্দ জিনিস মিশাইয়া, ভাল নমুনা দেখাইয়া খারাপ জিনিস দিয়া, মিথ্যা বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের উপার্জিত অর্থ।

হাঁচি ও হাই তোলা

হযরত আদম আলাইহিছ্ ছালামের দেহের ভিতরে আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে তাঁহার আত্মা (রূহ) প্রবেশ করিয়া চলাফেরা করিতে লাগিল। ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্ তায়ালার হুকুমে আদম আলাইহিছ্ ছালামের মাথার উপর হাত রাখিলেন। ইহাতে হযরত আদম আলাইহিছ্ ছালামের রূহ স্থির হইল। এবং তাঁহার হাঁচি আসিল। এই হাঁচির সময় হযরত আদম আলাইহিছ্ ছালাম "আল্হাম্দু লিল্লাহ্" বলিলেন, ইহার উত্তরে আল্লাহ্ তায়ালা "ইয়ার্হামু কুমুল্লাহ্" বলিলেন। সেই সময় হইতেই হাঁচির সময় "আল্হাম্দু লিল্লাহ্" বলা এবং শ্রোতাদের উপর "ইয়ার্হামু কুমুল্লাহ্" বলা প্রচলন হইয়াছে।

হাঁচি দিয়া "আল্হামদু লিল্লাহ্" বলা সুন্নত। ইহার উত্তরে শ্রোতাগণ "ইয়ার্হামু কুমুল্লাহ্" বলা ওয়াজিব। হাই তুলিবার সময় হাত দ্বারা অথবা কাপড় দ্বারা মুখ আবৃত করিয়া রাখা উচিত। হাই শয়তান হইতে আসে। সুতরাং ইহাকে যথাসাধ্য বারণ করার চেষ্টা করা উচিত।

নামাজের মধ্যে হাঁচি আসিলে "আল্হাম্দু লিল্লাহ্" বলা নিষেধ।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— আল্লাহ্ তায়ালা হাঁচিকে ভালবাসেন এবং হাইকে ঘৃণা করেন।

সালাম

মুসলমানদের মধ্যে একজনের সহিত অন্যজনের সাক্ষাৎ হইলে বলিবে, "আছ্ছালামু আলাইকুম্" (তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক)। ইহা বলা সুন্নত। যাহাকে সালাম দিবে সে বলিবে, "ওয়া আলাইকুমুছ্ ছালাম" (তোমাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হউক)। এইরূপে সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব।

ছোট, বড়কে সালাম দিবে। যান বাহনে উপবিষ্ট ব্যক্তি, পথচারীকে সালাম দিবে।

আযানের সময় ও আহার করিবার সময় সালাম লওয়া বা দেওয়া জায়েয নাই।

যদি কোন অমুসলিম কোন মুসলিমকে সালাম দেয়, তাহা হইলে তাহার উত্তরে মুসলিম বলিবে, "হাদাকাল্লাহ্"। (আল্লাহ্ তোমাকে পথ প্রদর্শন করুন)।

কোন ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তির মারফত সালাম পাঠায়, তাহা হইলে বলিতে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

হয়,— "ওয়া আলাইকা ওয়া আলাইহিছ্ ছালাম" (তোমার উপর ও তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক)।

পায়খানা ও প্রস্রাবের পর অযু করিয়া সালাম দেওয়া উত্তম।

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য

দুনিয়াতে যত রকম আত্মীয়তা সম্পর্ক আছে, তন্মধ্যে পিতা-মাতার সহিত সন্তানের যে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান, তাহা সর্ব প্রকারের সম্পর্ক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাই পিতা মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোরান শরীফ ও হাদীছ শরীফ হইতে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

(১) পবিত্র কোরান শরীফে আছে—

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا
أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا
جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ○

অর্থঃ হে সন্তান-সন্ততিগণ! তোমাদের পিতা-মাতার দুইজনের মধ্যে একজন বা দুইজনই যদি তোমাদের নিকট বৃদ্ধাবস্থায় পতিত হয়, তখন তোমরা (তাঁহাদের উপর বিরক্ত হইয়া) তাঁহাদিগকে উহঃ শব্দ পর্য্যন্ত বলিওনা। এবং তাঁহাদের সহিত কখনও গরম মেযাজে ক্রোধের সহিত কথা বলিও না। বরং তাঁহাদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয় ও ভদ্রতার সহিত ব্যবহার করিও এবং তাঁহাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিও এবং তাঁহাদের জন্য বল, হে আল্লাহ্ তায়ালা! তাঁহারা (আমাদের পিতা-মাতা) আমাদিগকে শৈশবকাল হইতে যেইরূপ স্নেহ, যত্ন, দয়া ও ভালবাসার সহিত প্রতিপালন করিয়াছেন, সেইরূপ তুমিও তাঁহাদের উপর করুণা ও দয়া প্রদর্শন কর।

(২) আল্লাহ্ তায়ালা পিতা মাতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তাঁহার নিজের ইবাদতের পরে স্থান দিয়া বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ط

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

অর্থঃ "তোমার প্রভু কঠোর নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ভিন্ন অপর কাহারও ইবাদত করিও না। আর পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও।"

(৩) এইভাবে আরো আয়াত শরীফে আছে—

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا

অর্থঃ "আল্লাহ্ তায়ালার ইবাদত-বন্দেগী কর ও তাঁহার সহিত কাহারও অংশীদার করিওনা এবং মাতা-পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিতে থাক।"

(৪) তদ্রূপ আরও একটি আয়াত শরীফে আছে—

ووصينا الانسان بوالديه حسنا ٥

অর্থঃ— "আমি মানুষকে তাহার পিতা-মাতার সহিত ভাল ব্যবহার ও ভাল আচরণ করিতে হুকুম করিয়াছি।"

(৫) আরও একটি আয়াত শরীফে আছে—

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ٥

অর্থঃ— "তোমরা দুনিয়াতে পিতা-মাতার সঙ্গে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত জীবন যাত্রা নির্বাহ কর; এবং যে কাজ করিলে আমার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, এই রকম কাজে তাঁহাদের (পিতা-মাতার) আদেশ মান্য করিয়া চল।"

(৬) পবিত্র কোরান শরীফের আর একটি আয়াতে আছে—

ووصينا الانسان بوالديه احسانا ط حملته امه كرها ووضعته كرها ط

অর্থঃ "আমি মানুষকে তাহার পিতা-মাতার সহিত উত্তম ব্যবহার সম্বন্ধে হুকুম করিয়াছি; যেহেতু তাহার মাতা তাহাকে বহু কষ্ট ক্লেশে উদরে রাখিয়া চলাফিরা করিয়াছে এবং তাহাকে বহু কষ্টের সহিত প্রসব করিয়াছে।"

(১) পবিত্র তিরমিযী হাদীছ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন্ আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে— "পিতার সন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতেই আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।"

(২) পবিত্র মিশ্‌কাত শরীফে হযরত আবু উমামাহ্ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হইতে বর্ণিত আছে— "এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্তানের উপর তাহার পিতা-মাতার কি হক (দাবী) আছে? তিনি বলিলেন— উহারা উভয়েই তোমার বেহেশ্‌ত ও তোমার দোযখ।"

উক্ত হাদীছ শরীফ হইতে ইহা পরিস্কাররূপে বুঝা যাইতেছে যে, পিতা-মাতার সহিত চাল-চলন ও কথা-বার্তা ভাল ব্যবহার করিয়া এবং টাকা-পয়সা ও আহার্য্য দ্রব্য দিয়া খিদমত করার পর তাঁহাদের সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিলে বেহেশ্‌তে যাইতে পারিবে। নতুবা দোযখের আগুনে জ্বলিবে।

(৩) পবিত্র তিরমিযী শরীফে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে—, 'রসুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন— যাহার নিকট তিনটি গুণ আছে, তাহার মৃত্যুকে আল্লাহ্ তায়ালা সহজ করিবেন এবং বেহেশ্‌তে স্থান দিবেন। দুর্বলের প্রতি দয়া, মাতা-পিতার জন্য ব্যয় এবং দাস-দাসীর উপকার সাধন।

(৪) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "নিশ্চয়ই তোমাদের বেহেশ্‌ত তোমাদের মাঁ সকলের পদতলে (রহিয়াছে)।"

উক্ত হাদীছ শরীফ হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, শারীরিক, আর্থিক, আহার্য্য দ্রব্য, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দিয়া খিদমত করার পর এবং ভাল ব্যবহার করিয়া মায়ের সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিলে বেহেশ্‌ত পাইবে।

(৫) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "মাতা পিতার অবাধ্যতার পাপ ব্যতীত সকল পাপ আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা করেন, সমস্তই মাফ করিয়া দেন; কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানদিগকে ইহকালেই ইহার শাস্তি দিয়া থাকেন।"

(৬) পবিত্র মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌নে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে— রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন— "পিতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের সর্বোত্তম উপায় পিতার মৃত্যুর পর তাহার বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করা।"

(৭) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিয়াছেন— "যদি কোন সন্তান তাহার মাতা-পিতার প্রতি দয়াকৃষ্ট হইয়া একবার নজর করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তায়ালা তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে এক মকবুল হজ্বের ছওয়াব দিবেন। ইহা শুনিয়া অন্যান্য ছাহাবাগণ বলিলেন, হুজুর! যদি একদিনের মধ্যে একশত মরতবা নজর করে? তদুত্তরে হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে একশত হজ্বের ছওয়াব দিবেন; কেননা আল্লাহ্ তায়ালা মহান ও আযীমুশ্বান।"

(৮) হাদীছ শরীফে আছে— "মানুষ ৫০০ (পাঁচশত) বৎসরের ব্যবধান হইতে বেহেশ্‌তের সুগন্ধ পাইবে; কিন্তু অবাধ্য সন্তান এবং আত্মীয়তা ছেদনকারী লোক

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

বেহেশ্‌তের সুঘ্রান হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থাকিবে।"

(৯) পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "যে ব্যক্তি মাতা-পিতার পারলৌকিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ছদ্‌কা-খয়রাত করে, ইহাতে তাহার কোনই অপচয় হয় না।" কেহ হযরত রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার মাতা-পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের জন্য আমাদের কি কি হক পালন করিতে হইবে? তিনি উত্তর করিলেন— "নামাজ পড়িয়া তাঁহাদের সহিত তোমার কৃত প্রতিশ্রুতি এবং তাঁহাদের কৃত অছীয়ত পালন কর। তাঁহাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান কর এবং তাঁহাদের আত্মীয় ও প্রিয়জনের সহিত সদ্ব্যবহার কর।"

হাদীছ শরীফে আরও আছে— "মাতার হক পিতার হক অপেক্ষা দ্বিগুণ।"

(১০) পবিত্র হাদীছ শরীফে হযরত আবু হোরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আন্‌হু হইতে বর্ণিত আছে— চার ব্যক্তিকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে না দেওয়া আল্লাহ্ তায়ালার হক বা দায়িত্ব। (১) নিত্য মদ্যপায়ী, (২) সুদখোর, (৩) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎকারী, (৪) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান।

(১১) হাদীছ শরীফে আরও আছে— "মাতা-পিতার আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছুই দীর্ঘ জীবন দান করিতে পারে না।"

উল্লিখিত পবিত্র কোরান শরীফের আয়াত এবং হাদীছ শরীফ অনুযায়ী মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি সংক্ষেপে নীচে দেওয়া গেলঃ—

(১) মাতা-পিতা দরিদ্র হইলে, তাঁহাদের ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করা সন্তানের উপর ফরয বা অপরিহার্য্য কর্তব্য। মাতা-পিতার অভাব না থাকিলেও সর্বদা তাঁহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য, টাকা-পয়সা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি উপহার দিবে।

(২) সর্বদা মাতা-পিতার সঙ্গে বিনয়-ভক্তির সহিত কথাবার্তা বলিবে, তাঁহাদের মনে কষ্ট পায় এইরূপ কোন কথাবার্তা কখনও বলিবে না বা ব্যবহার করিবে না।

(৩) মা-বাপ যদি অন্যায় ভাবেও কষ্ট দেয়, তবুও মা-বাপকে কষ্ট দিবে না।

(৪) কথায় ও কাজে সবসময় মাতা-পিতার বাধ্য থাকিবে। কখনও তাঁহাদের অবাধ্য হইবে না।

(৫) মাতা-পিতার অনুমতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কেহই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিতে পারিবে না।

(৬) মাতা-পিতার সম্মান রক্ষা করা সন্তানের প্রতি ওয়াজিব।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

(৭) পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুগণের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিবে ও সদ্ব্যবহার করিবে।

(৮) হজ্ব অথবা বিদেশ ভ্রমণ করিতে যাইতে হইলেও মাতা-পিতার অনুমতি লওয়া দরকার।

(৯) মাতা-পিতার সুখ সাচ্ছন্দের জন্য ব্যয় করিলে মৃত্যু সহজ হয় এবং তাঁহাদের খিদমত করিলে গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়।

(১০) মাতা-পিতার মৃত্যু হইলেও সন্তানের কর্তব্য শেষ হয় না। তাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জীবন ভর তাঁহাদের পাপ মার্জনার জন্য দোয়া প্রার্থনা করিবে। সর্বদা দোয়া দরূদ, নফল নামাজ, রোযা, তছ্‌বীহ্, তাহ্‌লীল এবং দান-খয়রাত করিয়া তাঁহাদের রূহের উপর ছওয়াব পৌঁছাইয়া দিবে। এই ছওয়াব পৌঁছান বৃহস্পতিবারে করা উত্তম। অন্যান্য দিনেও করা যায়।

(১১) মাতা-পিতার কোন ঋণ থাকিলে তাহা অবশ্যই পরিশোধ করিবে এবং তাঁহারা কোন ওছীয়ৎ করিলে তাহা পালন করিবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হক

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "পিতার হক পুত্রের উপর যেইরূপ অগ্রজের হকও অনুজের উপর ঠিক সেইরূপ।"

উল্লিখিত হাদীছ শরীফ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ছোট ভাই বড় ভাইকে পিতার ন্যায় সম্মান করিবে। বড় ভাইও ছোট ভাইকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবে। তদ্রূপ বড় ভগ্নিকে মায়ের মত সম্মান করিবে এবং ছোট ভগ্নিকে কন্যার মত স্নেহ করিবে।

অহংকার

অহংকার একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালাই করিতে পারেন। ইহা তাঁহারই পোষাক বা চাদর।

পবিত্র মিশ্‌কাত শরীফে হযরত আবু হোরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন—

يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ ٥

অর্থঃ— আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেন, "অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্য্যাদা আমার পরিধেয় বস্ত্র, (লুঙ্গী)। কেহ যদি এর কোন একটি লইয়া কাড়াকাড়ি করে, তাহাকে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করিব।"

পবিত্র কোরান শরীফে আছে—

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ٥

অর্থঃ— "শুধু তাঁহারই (আল্লাহ্ তায়ালারই) আছে, আকাশ সমূহে ও পৃথিবীতে গর্ব ও অহংকার।"

উল্লিখিত বর্ণনা সমূহ হইতে ইহা পরিস্কার রূপে বুঝা যাইতেছে যে গর্ব ও অহংকার আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া আর কেহই করিতে পারে না। ইহা এককভাবে তাঁহারই গুণ। তাই মানুষ অহংকার করিলে কবীরা গুনাহ্ হইবে এবং আল্লাহ্ তায়ালার রোষ ও আযাবের কারণ হইয়া দেখা দিবে।

আল্লাহ্ তায়ালা বলেন—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ ٥

অর্থঃ— "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা অহংকারীদিগকে ভালবাসেন না।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "কাহারও অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকিলেও সে বেহেশ্‌তে যাইবে না।"

অন্যত্র হাদীছ শরীফে আছে— "দোযখে 'হব্‌হব্' নামক একটি গর্ত আছে। অহংকারী ও উদ্ধত লোক ইহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

হাদীছ শরীফে আরও আছে— "যার হৃদয়ে রেণু পরিমাণ অহংকার থাকিবে, তাহার জন্য বেহেশ্‌ত হারাম।"

মানুষ সাধারণতঃ আল্লাহ্ তায়ালার বিরুদ্ধে, নবীদের ও অন্যান্য মানুষের বিরুদ্ধে অহংকার করিয়া থাকে। যাহারা আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে অহংকার করে, তাহারা নিকৃষ্ট পাপ করে। তাহাদের জন্য বেহেশ্‌তের দরজা খোলা হইবে না।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত বিষয় লইয়া অহংকার করিয়া থাকে। যথাঃ— ধন-দৌলত, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার, বাড়ী, গাড়ী, বিদ্যা, ইবাদত-বন্দেগী, পোষাক-পরিচ্ছদ, বংশমর্য্যাদা, ক্ষমতা ও সৌন্দর্য্য ইত্যাদি। এই সবগুলিই আল্লাহ্ তায়ালার দান। কিন্তু এইগুলি লইয়া অহংকার করা পাপীদের কাজ। এই সমস্ত বিষয় লইয়াই মানুষ অন্য মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং তুচ্ছ করিয়া কথা বলে ও অহংকার করে। এইরূপ অহংকার করায় কবীরা গুনাহ্ হয় এবং দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "কোনও মুসলমান ভ্রাতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করা মহাপাপ।"

'মোনাব্বেহাত' কিতাবে আল্লামা হাফেজ ইব্‌নে হজর আছ্‌কালানী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, "আদম আলাইহিচ্ছালাম এর পদস্খলনের মূলে ছিল নফসের তাড়না, তাই উহা মাফ হইয়াছে; কিন্তু শয়তানের পাপের মূলে ছিল অহংকার, তাই উহা মাফ হয় নাই।"

সুতরাং অহংকার রূপ পাপ মাফ হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

অতএব আমাদের প্রত্যেকেরই অহংকার রূপ কবীরা গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকা দরকার।

রিয়া

রিয়া অর্থ এবাদতে লোক দেখানো ভাব। অর্থাৎ কেহ নিজেকে এবাদতকারী ও পরহেজগার ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করিবার জন্য এবং অন্যের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এবাদত করাকে 'রিয়া' বলে।

পবিত্র কোরান শরীফের 'সূরা মা'উনে' রিয়াকারী নামাজীদের জন্য ধ্বংস রহিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে রিয়াকে একটি ছোট শিরক্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে— যে এবাদতে রেণু পরিমাণ রিয়া থাকে আল্লাহ্ তায়ালা তাহা গ্রহণ করিবেন না।

অতএব প্রত্যেক এবাদতকারীকে রিয়া রূপ মহাপাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং অন্তরে রেণু পরিমাণ রিয়া যেন জাগরিত না হয়, সে দিকে বিশেষ সতর্ক থাকা অপরিহার্য্য কর্তব্য।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

ঈর্ষা

অন্যের সুখশান্তি, ধন-দৌলত, উন্নতি এবং প্রতিপত্তি ইত্যাদি দেখিয়া যদি কেহ মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় এবং ঐ সমস্ত ধ্বংস হওয়ার জন্য কামনা করে তাহা হইলে তাহার ঐ মনোভাবকেই ঈর্ষা বা হিংসা বলা হয়। ঈর্ষা হারাম।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "আগুন যেমন শুষ্ক কাঠ জ্বালাইয়া দেয়, ঈর্ষাও তদ্রূপ নেকী সমূহ ধ্বংস করিয়া ফেলে।" সুতরাং আমাদিগকে ঈর্ষারূপ কু-মনোভাব হইতে বাঁচিয়া থাকা একান্ত দরকার।

ঋণ

যদি কেহ প্রয়োজন বশতঃ অন্যের নিকট হইতে টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং ইহাতে মুনাফা দিতে না হয় তাহা হইলে ঐ টাকা-পয়সা বা জিনিস-পত্র গ্রহণ করাকে ঋণ, ধার বা কর্জ বলা হয়। ইহাকে কর্জে হাছানা বা বিনালাভে ঋণ বলা হয়।

ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ না করা কবীরা গুনাহ্।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— ঋণগ্রস্থ মুমিনের আত্মা অবরুদ্ধ থাকে। ওয়ারেশগণ তাহার ঋণ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

আরও পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— ঋণ ব্যতীত শহীদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়।

উল্লিখিত হাদীছ শরীফ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শহীদ এবং যে কোন বেহেশ্‌তী লোকও ঋণের দায়ে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং আমাদিগকে ঋণ গ্রহণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং ঋণ করিলে তাহা অতি শীঘ্র পরিশোধ করিয়া দেওয়া একান্ত দরকার।

সুদ

কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতা হইতে যে পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণ টাকার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে অথবা এককালীন যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা ঋণ দাতাকে প্রদান করে, সেই অতিরিক্ত টাকাই সুদ হিসাবে গণ্য হয়।

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

যদি কেহ ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করে সেই পরিমাণ টাকার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে অতিরিক্ত যে টাকা ব্যাংকে প্রদান করে তাহাও সুদ হিসাবে গণ্য হয়।

ব্যাংকে টাকা জমা রাখিলে ঐ জমা টাকার উপর একটি নির্দিষ্ট হারে জমাদানকারীকে ব্যাংক যে অতিরিক্ত টাকা প্রদান করে তাহাও সুদ হয়।

অনুরূপ ভাবে রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য, স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ, ধানের পরিবর্তে ধান, চাউলের পরিবর্তে চাউল, যবের পরিবর্তে যব ইত্যাদি যে কোন জিনিস হইতে যে পরিমাণ জিনিস ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণ জিনিসের উপর অতিরিক্ত যাহা ঋণ দাতাকে প্রদান করা হয় তাহাই সুদ বলিয়া গণ্য হয়।

সুদ খাওয়া ও দেওয়া হারাম এবং কবীরা গুনাহ্।

পবিত্র কোরান শরীফে উল্লেখ আছে— "যদি কেহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরেও সুদের লেনদেন করে তবে সে লোক দোযখের অধিবাসী হইবে এবং সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "জ্ঞাতসারে এক দেরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচার হইতেও জঘন্য।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে— "সুদের (গুনাহ্) সত্তর ভাগ আছে, উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজ ভাগ কোন ব্যক্তি তাহার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার ন্যায়।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে— প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "সুদখোর, সুদ দাতা এবং সুদ সম্পর্কীয় লেখক ও সাক্ষী সকলেই সমান অপরাধী; আল্লাহ্ পাক সকলের উপর লা'নত করুন।"

সুতরাং সুদের জঘন্যতম পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্যই উচিত।

ঘুষ

কোন কর্মচারী বা ক্ষমতা সম্পন্ন লোক হইতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে ন্যায্য বা অন্যায়ভাবে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অথবা ত্বরান্বিত করার জন্য কেহ যদি তাহাকে টাকা পয়সা অথবা অন্য কোন সামগ্রী দেয় অথচ তাহার ক্ষমতা

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com

লাভের পূর্বে তাহাকে ঐ রূপ কোন কিছু দেওয়া হইত না এবং তাহার ক্ষমতা হারানোর পরও তাহাকে ঐ রূপ কোন কিছু দেওয়ার সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ইহাই ঘুষ হিসাবে গণ্য হইবে। ঘুষ লওয়া ও দেওয়া হারাম।

পবিত্র হাদীছ শরীফে আছে— "ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী (উভয়েই) দোযখে নিক্ষিপ্ত হইবে।"

পবিত্র হাদীছ শরীফে আরও আছে— "রাছুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লাম ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে লা'নত দিয়াছেন।"

মুনাজাত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ

الْكَرِيْمِ ۝ وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ لا صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ

عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ع اٰمِيْن ۝

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝ بِفَضْلِ سُبْحٰنَ رَبِّكَ

رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ج وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝ج

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ع بِحَقِّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۝

—সমাপ্ত—

www.AmarIslam.com www.AmarIslam.com